অঙ্গুত্তর নিকায়

পঞ্চম নিপাত

(ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত)

অনুবাদক ঃ

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Sutta pitake

Anguttara Nikaya (Five Nipatas)

Translated by

Ven. Pragya Darshi Bhikkhu.

প্রকাশনায় ঃ- কর্তালা সেনখাইন ও চাকবালী

প্রকাশকাল ঃ- আষাঢ়ী পূর্ণিমা ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষ
১৭ জুলাই, ২০০৮ ইং
১৪১৫ বাংলা।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ- শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু
শ্রীমৎ করুণাময় ভিক্ষু
শ্রীমৎ প্রজ্ঞাসেন ভিক্ষু
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু

সহযোগীতায় ঃ- শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
শ্রীমৎ আনন্দমিত্র ভিক্ষু
শ্রীমৎ মুদিতানন্দ ভিক্ষু

গ্রন্থস্বত্ব ঃ- গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

ANGUTTARA-NIKAYA (Fives Nipatas) Translated into Bengali by **Ven. Pragya Darshi Bhikkhu,** Rajbana Vihar, Rangamati, Bangladesh. First Edition: Assari Purnima (Full moon), 2552 B.E., 1415 Bangla, 2008A.D.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

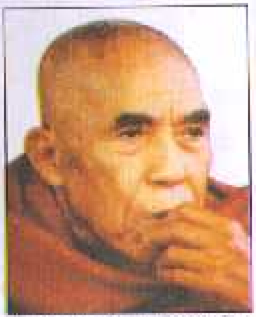

অর্হৎ পরমপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

পণ্ডিত প্রবর দুতাঙ্গ সাধক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরু, উপাধ্যায়, সর্বজন পূজ্য মহান
আর্যপুরুষ, শ্রাবক বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বনভন্তে) ও মদীয় শিক্ষা গুরু, বহু গ্রন্থ প্রণেতা
পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির
মহোদয়ের শ্রী করকমলে প্রগাঢ়
শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং কৃতজ্ঞতা
পূজা স্বরূপ এই
গ্রন্থটি উৎসর্গ
করছি
এহেন পূণ্য বিমণ্ডিত কুশল কর্মের প্রভাবে সমস্ত জীব-
জগত শান্তি সলিলে অবগাহন করে মোদিত
হোক, আমাদের সকলের নির্বাণ
সন্দর্শন হোক, আন্তরিক
ভাবে ইহাই কামনা
করছি।

প্রণত ঃ
ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির

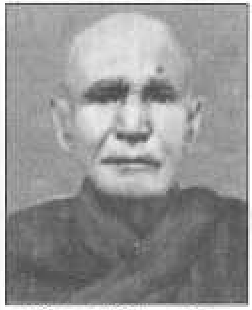

শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির

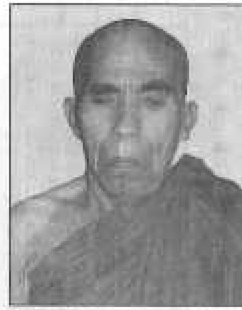

অর্হৎ পরমপূজ্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

প্রকাশকবৃন্দের উৎসর্গ

ঐতিহ্যবাহী 'কর্তালা সার্বজনীন লক্ষ্মী বিহার' এর প্রয়াত অধ্যক্ষ,
মহামান্য ২১ তম সংঘনায়ক, রাজগুরু পরম পূজ্যপাদ
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো মহোদয়
এবং
সেকালের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,
ভিক্ষুকুল গৌরব রবি, পালি ভাষাভিজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য,
বুদ্ধ শাসন হিতৈষী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রয়াত পরম
পূজ্য বংশদীপ মহাথেরো মহোদয়
সহ
ভারত বাংলার উপমহাদেশের বর্তমান কালজয়ী, তৃষ্ণাক্ষয়ী, মহাত্যাগী,
মহালাভী, বুদ্ধ শাসন রক্ষাকারী ও সদ্ধর্মের পুনঃ জাগরণের
অগ্রদূত সর্বজন পূজ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বনভন্তে) মহোদয়ের পবিত্র করকমলে সূত্র পিটকের
অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় (৫ম নিপাত) নামক
মহান গ্রন্থটি আমাদের সকলের সর্বাসব
ক্ষয়ের নিমিত্তে উৎসর্গীত হলো।

বিনীত

কর্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাবাসী
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বনভন্তের আশীষ বাণী

তথাগত, মহাকারুণিক, গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বৎসর ব্যাপী সর্বজীবের কল্যাণে যে অমৃতময় ধর্ম প্রচার করেছেন, তার বিশাল সংগ্রহকেই বলা হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটক অর্থ তিনটি পিটক বা ঝুড়ি। যথা বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। অত্র গ্রন্থটি সূত্র পিটকের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে ৪র্থ অর্থাৎ অঙ্গুত্তর নিকায়ের অংশ বিশেষ। অঙ্গুত্তর নিকায় ১১টি নিপাতে সমাপ্ত। তন্মধ্যে প্রথম ও ৪র্থ খণ্ডরূপে ১,২,৩ ও ৭,৮,৯ নিপাত সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক পূর্বে অনুবাদিত হয়েছে। সুখের বিষয়, সময়ের ব্যবধানে হলেও বর্তমানে অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্যান্য অননুবাদিত নিপাত সমূহ হতে ৫ম নিপাতটি মদীয় শিষ্য ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী কর্তৃক অনুবাদিত হলো। অঙ্গুত্তর নিকায় বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি বিশেষ অবস্থান ধরে রেখেছে। এর অন্তর্ভূক্ত বহু সূত্রের সাথে অভিধর্মের পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি পুস্তকের সামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। এতে নারী-পুরুষের চরিত্র, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য-অকর্তব্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের আচরণীয় বিষয়, আদর্শ, দায়িত্বশীলতা, প্রাচীন ভারতের দণ্ড বিধান পদ্ধতি এবং সামাজিক অবস্থার যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় অন্য নিকায়ে তদ্রুপ পাওয়া যায় না। অঙ্গুত্তর নিকায়ের ভাষ্য গ্রন্থ মতে, অঙ্গুত্তর নিকায়ে ৯,৫৫৭ প্রকার বিষয় সম্পর্কিত দেশনা, আলোচনা ও উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়েছে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা, উপদেশ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনা ও পর্যালোচনার। তা শুধু তাত্ত্বিক কিংবা বাক্ সর্বস্বতায় পর্যবসিত না করে সকলের প্রয়োজন ঐকান্তিক সদিচ্ছায় অধ্যয়ন করে পাওয়া। তবেই না নৈতিক ভিত্তি হবে সুদৃঢ় এবং পাঠকের মনোদ্যান হবে বুদ্ধরূপী সুর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত।

পরিশেষে, গ্রন্থটি ধর্মচারীর জ্ঞানপিপাসা নিবারিত করুক। পূণ্য ধারায় সকলে স্নাত হোক এ শুভ মৈত্রী কামনায় সকলের প্রতি আশীর্বাদ রেখে শেষ করছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমাদের নিবেদন

শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় ধর্ম দেশনাকালে প্রায় সময় ত্রিপিটক প্রকাশ করে বৌদ্ধ-সর্ব সাধারণের মাঝে প্রচার করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। সেই মহৎ উপদেশ আমাদের শিরোপরি রেখে বিগত কয়েক মাস পূর্বে প্রত্যেকবারের মত কর্তলা-বেলখাইন ও ঢাকা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজবন বিহারে সর্বজন পূজ্য দুর্লভ মহাপুরুষ অর্হৎ সশিষ্য বনভন্তের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান দেয়ার মানসে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। অতীব সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেদিনই বুদ্ধপুত্র বনভন্তে প্রাতঃ ধর্মদেশনা কালে শিষ্যবৃন্দের নিকট "অঙ্গুত্তর নিকায়" প্রকাশনার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। উক্ত সুসংবাদ পেয়েছি পূজনীয় বনভন্তের ধর্মদেশনা সংকলক শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের কাছে তিনি আমাদেরকে আরও একটা আনন্দের সংবাদ জানালেন যে, ইতোমধ্যে শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ (বর্তমানে নবীন ভিক্ষু) "অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম নিপাত" মূল পালি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং উদীয়মান লেখকের প্রশংসা করে উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য আমাদের নিকট পরামর্শ দেন। আমরা সানন্দে সাধুবাদের সহিত সম্মতি প্রকাশ করি।

উল্লেখ্য যে, তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের কৃপায় ও মহামানব বনভন্তের আশীর্বাদে আমাদের কর্তৃক রাজবন বিহারে পিণ্ডদান, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও অন্যান্য দানের পাশিপাশি এযাবৎ দু'টি ধর্মীয় গ্রন্থ যথা বিনয় পিটকের অন্তর্গত 'পাচিত্তিয় এবং আর্যশ্রাবক বনভন্তের দেশনা-৭ম খণ্ড' ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ধর্মীয় গ্রন্থটির প্রকাশনা আমাদের তৃতীয় অবদান। আর্যশ্রাবক বনভন্তের উপদেশ মতে সদ্ধর্মের উন্নতির জন্য ধাপে ধাপে আরও অসংখ্য ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশন করার ইচ্ছা রাখি।

"অঙ্গুত্তর নিকায়" সূত্র পিটকের অন্তর্গত ৪র্থ গ্রন্থ এই নিকায়ে সর্বমোট ২৩০৮ টি সূত্র আছে। এগুলো ১১টি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম নিপাত" প্রকাশনার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য শ্রীমৎ ইন্দগুপ্ত বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সাথে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রীমৎ আনন্দমিত্র স্থবিরকে। তিনি গ্রন্থকারের সাথে সদা যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রন্থখানা প্রকাশ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। গ্রন্থকারের মধুর বচনে আমরা বিমুগ্ধ। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে ভক্তিভরে বন্দনা জানাচ্ছি।

বুদ্ধশাসনের ধ্বজাধারী প্রাণপুরুষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের সু-স্বাস্থ্য ও সু-দীর্ঘকাল পরমায়ু ভগবৎ সমীপে কামনা করে তাঁর শ্রীচরণে আমাদের বন্দনা জানাচ্ছি।

আমরা অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম নিপাত প্রকাশনার দায়িত্ব পেয়ে সত্যিই আনন্দিত। এই পুণ্যফলে আমাদের সকলের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক

সকল প্রাণী দুঃখ হতে মুক্ত হোক!

প্রকাশক

কর্তালা-বেলখাইন গ্রামবাসী

ও

ঢাকা প্রবাসী বৃন্দ।

২৫৫২ বুদ্ধাব্দ, আষাঢ়ী পূর্ণিমা
১৭ই জুলাই, ২০০৮ ইং
২রা শ্রাবণ, ১৪১৫ বাংলা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাক্-কথন

পালি ভাষা হচ্ছে বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত ভাষা। এই ভাষাতেই বুদ্ধ তাঁর অমৃতময় ধর্ম দেশনা করেছিলেন। প্রাকৃতিক ভাষার ক্রমোন্নতির পরিণতিতে প্রচলিত কথ্য ভাষাই পালি ভাষা। হস্তলিখিত পালি সাহিত্য রচিত হওয়ার পর একে ভিত্তি করে পণ্ডিত মণ্ডলী ভাষার গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ রচিত হয়। পরবর্তীতে একটি পরিমার্জিত ভাষার উদ্ভব হয়ে লিপিবদ্ধভাবে গৃহীত হয় এই পালি ভাষা হতেই। যেহেতু সংস্কারকৃত সেই অর্থে সংস্কৃত ভাষা নামে তা পরিচিতি লাভ করে। তাই পালি যেমন সাহিত্য ও সাহিত্যরসে আদি, তেমন জননীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষার মূল ভিত্তি। ভাষা গবেষণায় পরবর্তীতে সংস্কৃত ভাষা মার্জিত এবং ঐতিহ্যপূর্ণ হলেও সেই প্রাচীন পালি ভাষা তদপেক্ষা অদ্যাবধি শব্দ সম্ভারে, ভাবে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে ও শব্দালঙ্কারে কম ঐতিহ্যপূর্ণ নয়। এই পালিভাষার মূল প্রাণ হচ্ছে ত্রিপিটক ও তার উপর রচিত ভাষ্য, টীকা, অনুটীকা প্রভৃতি সহ পালি ভাষায় রচিত বিবিধ সংকলন গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে কর্তৃক লিখিত ভূমিকায় তার শ্রেণী বিভাগ প্রদত্ত হয়েছে বিধায় পুনরোল্লেখ থেকে বিরত রইলাম।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে সন্নিবেশিত সূত্রাদি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রামণ-শ্রামণেরী ও উপাসক-উপাসিকাদের উপলক্ষ করে দেশিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধ কর্তৃক সূত্রাবলী দেশিত হয়েছে। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে গুটি কয়েক হাতে গোণা সূত্রে। যেমন, এই নিপাতের নারদ সূত্রটি দেশনা করেছেন নারদ ভন্তে। ৪৮ ও ৪৯ নং সূত্র দ্বয়ের মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সূত্রটির মিল থাকলেও দেশনাস্থল, দেশক, শ্রোতা প্রভৃতির বৈসাদৃশ পরিলক্ষিত হয়। ১৬২নং হতে ১৭০ নং সূত্রাদিতেও বুদ্ধের অনুপস্থিতি দৃষ্ট হয়। ৭৯নং সূত্রের নাম ৩য় অনাগত ভয় সূত্র। এখন এই সূত্র সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন বলে মনে করছি। সূত্রটিতে পাঁচটি ভয়ের কথা আলোচিত হয়েছে যা বর্তমানে অনুদিত [বর্তমানে বলতে বুদ্ধের সমসাময়িক কালই জ্ঞাতব্য] কিন্তু ভবিষ্যৎ-এ উদিত হবে। ভবিষ্যতে তৎসমস্ত যাতে ত্যাগ করতে ভিক্ষুরা সচেষ্ট হয় তারই উপদেশ এতে ধৃত হয়েছে। প্রথমতঃ এমন এক সময়ের কথা উল্লেখ হয়েছে যখন অধিকাংশ ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। সেইরূপ গুণহীন ভিক্ষুরা অন্যদের উপসম্পাদা বা ভিক্ষুত্বে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু, অজ্ঞতার কারণে নব প্রব্রজিতদের অধিশীল, অধিচিত্ত, ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। এরূপে পরবর্তী জনেরাও আবর্তিত হবে। ফলে ধর্ম-বিনয় হবে দূষিত। ১ম অনুদিত ভয়ের সাথে ২য়টির

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রভেদ হচ্ছে ১ম টিতে উপসম্পদা এবং পরেরটিতে নিশ্রয় প্রদানের ব্যাপার উল্লেখ হয়েছে। আম্রবৃক্ষে জাম ফলে না তদ্রূপ অজ্ঞজনের কাছেও অধিশীল, চিত্ত উন্মুক্ত করণে সহায়ক, উচ্চতর ধর্ম শিক্ষা করার আশা অরণ্যে রোদন বৈকি! অজ্ঞের আশ্রয়ে আশ্রিত সমকক্ষ জনও একই আচরণ করবে তা সংগত। ৩য় অনুদিত ভয়ে অজ্ঞ ভিক্ষুর অভিধর্ম, বেদল্য পাঠের কথা আলোচিত হয়েছে। ধর্ম-বিনয়ে জ্ঞানহীন, শীল প্রতিপদা অপরিপূর্ণধারী অজ্ঞ জনের দ্বারা উচ্চতর বিষয় ভাষিত হলে, তা নিতান্তই হাস্য-রসে পরিণত হয়। ফলে ভাষণকারী প্রভূত অকুশল অর্জন করে। ৪র্থ ভয়ে আলোচিত হয়েছে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাহীন ভিক্ষুদের কথা; যারা বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত গম্ভীর, লোকুত্তর, উপদেশাদি আবৃত্তিকালে অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। তৎসমস্ত শিক্ষনীয়, আয়ত্ত করা উচিত এরূপ মনে করে না। কিন্তু, যে সমস্ত উপদেশাদি ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত, চিত্ত উদ্দীপক, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভাষিত; তা আবৃত্তি কালে শ্রবণ করে, মনোসংযোগ করে। এরূপে ধর্ম দূষিত হবে, বিনয় ও দূষিত হবে। পঞ্চম ভয়ে উল্লেখ হয়েছে, দীর্ঘ দিন পর ভিক্ষুরা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাহীন হবে। এবং তদ্রূপ অবস্থায় তারা নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, বিলাসী, নির্জনস্থান ত্যাগকারী হবে। তাদের পরবর্তী শিষ্যরাও একই আচরণ শিক্ষা করবে। পরিণতিতে ধর্ম যাবে রসাতলে। সত্যিই ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের সূচনা লগ্নে উপনীত হয়ে স্বতঃই মনে হচ্ছে, আমরা কি এখনও এবম্বিধ শাসন বিধ্বংসী ভয়ের সম্মুখীন হইনি আমরা বাংলার বৌদ্ধ প্রব্রজিতদের অধিকাংশই কি বুদ্ধ উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠশীল, যথা- চারি পারাজিকা, ১৩ প্রকার সঙ্ঘাদিসেস প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ? উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির ধারা কি অব্যাহত আছে? এর সদুত্তর আশাকারী শাসন দরদী ভিক্ষু-গৃহীদের জানা। এ-ও জেনে রাখা উচিত যে পারাজিকা গ্রস্থ দুঃশীলদের দ্বারা আর যাই হোক অন্ততঃ বুদ্ধ শাসনের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা প্রকৃত বুদ্ধের শিক্ষা আচরণে নিবেদিত প্রাণ। ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা এবং ১ম, ২য় এভাবে উচ্চতর ধ্যানাদি লাভ না করেও পাপেচ্ছায় লাভ করেছি বললে ভিক্ষুর পারাজিকা হয়. আর এই চারটিকেই বলা হয় 'চারি পারাজিকা' (ভিক্খু পাতিমোক্খ)। বুদ্ধ যুগে আত্মোৎসুক, দুঃখমুক্তিকামী, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের ন্যায় ত্যাগদীপ্ত হতে হবে জীবন আচরণ। বিলাসিতা ত্যাগ পূর্বক শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার ক্রমোন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেই ন প্রব্রজিত জীবন হবে ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণময়। এরূপে, বহু সূত্রে গৃহী-ভিক্ষুদের দান-শীল-সমাধি এবং উচ্চতর জ্ঞানসাধনার নানান দিক নির্দেশনা বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে বুদ্ধের সারগর্ভ ধর্মদেশনা সত্যিই পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিবে সহজেই যদি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও কৌতুহলের সাথে গ্রন্থটি পাঠ করা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যভাষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বুদ্ধ শাসন দরদী উপাসক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক ১,২,৩ নিপাত এবং ৭,৮,৯ নিপাত যথাক্রমে ১ম ও ২য় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছে। উপাসক সুমঙ্গল বড়ুয়ার সংগে আলাপ চারিতায় জানতে পারলাম তিনি ২য় খণ্ডের ৪র্থ নিপাতটি অনুবাদে নিয়োজিত আছেন। তাই অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৩য় খণ্ডের অত্র নিপাতটি পরীক্ষামূলক গবেষনায় প্রবৃত্ত হই ২০০৬ এর ১৩ই নভেম্বর। E.M.HARE-মহোদয় কর্তৃক ইংরেজী অনুদিত বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুড্ডিষ্ট স্টাডিজ্স -এর সহকারী অধ্যাপক শ্রদ্ধাবান উপাসক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া আমাকে দান করে অশেষ পূণ্যের ভাগী হলেন। কেননা তার সেই দানকৃত বই এবং মূল পালির ভিত্তিতেই আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রচেষ্টার কমতি ছিল না যথার্থ ও সাবলীল অনুবাদের। তথাপি, ভাষাজ্ঞানের অনভিজ্ঞতা হেতু অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েই গেল। ভব্রু শিলালিপিতে সম্রাট অশোকের উক্তিতে দেখা যায়- 'ভগবতা বুদ্ধেন ভাসিতে সর্বে সে সুভাসিতে।' অর্থাৎ 'ভগবান বুদ্ধ যা ভাষণ করেছেন তা সমস্তই সুভাষিত।' সত্যিই তথাগত, সম্বুদ্ধের উপদেশাবলী অনন্য। সেই অতুলনীয়, গম্ভীর ভাব বিমণ্ডিত উপদেশাবলীর অনুবাদ কর্ম আমার ন্যায় অর্বাচীনের হাতে পরে কতটুকু সফল হয়েছে তা বিজ্ঞ পণ্ডিত মহলের বিবেচনাধীন।

বালু ছাড়ি চিনি খায় পিপীলিকা গণ,
মন্দ ত্যাজি ভাল নেন বুদ্ধিমান যেজন।

লোকনীতির এই দু'পঙ্ক্তির মর্মার্থ আশাকরি সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকরা বুঝতে পারবেন। অনুবাদ জাতীয় পুস্তক শত প্রয়াস সত্ত্বেও ১ম সংস্করণে ত্রুটি বিচ্যুতি ব্যতীত প্রকাশ করা কত যে দুরূহ তা ভুক্ত ভোগী জন মাত্রই জানা। ক্রমান্বয়ে একটি পুস্তক পায় পরিপূর্ণতা, আর এ'সদিচ্ছা রেখেই ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শ সাদরে আহ্বান করছি।

যেকোন কর্মেরই সফলতার জন্য প্রয়োজন প্রেরণা। আর যার উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রবুদ্ধ হয়ে আজ এমনতরো দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হলাম সেই পরমারাধ্য মদীয় উপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় আর্যশ্রাবক বনভন্তের (সাধনানন্দ মহাস্থবির) রাতুল চরণে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে আবও সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই মদীয় শিক্ষাচার্য, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়কে আমার মনোদ্যানে পালি বৃক্ষবীজ রোপিত হয়েছে বনভন্তের দ্বারা; এবং সার প্রয়োগে তার উদ্গম ত্বরান্বিত করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে এই দুই মহৎ প্রাণ শাসন হিতৈষী সাংঘিক ব্যক্তিত্বের প্রতি রইল তাই হৃদয় মন্থন করা কৃতজ্ঞতা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রন্থ সংশোধনের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে এবং শ্রদ্ধাবান উপাসক ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামল কান্তি বড়ুয়া সহায়তার হাত প্রসারিত করে শাসন সদ্ধর্মের স্থিতির প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃ প্রকাশ করলেন। সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে মহোদয় গ্রন্থের সৌষ্ঠব্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এই বইটির অনুবাদ, ভূমিকা তথা প্রকাশনা ব্যতীত সব কিছুই শ্রামণাবস্থায় সম্পাদিত হয়েছিল বিধায় ভূমিকায় আমার অনুপসম্পন্নতার কথা উল্লেখ হয়েছে।

কম্পিউটার কম্পোজের প্রাথমিক দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভন্তে, করুণাময় ভন্তে, প্রজ্ঞাসেন ভন্তে এবং শাসন জ্যোতি ভন্তে সুসমাধা করে দিয়ে সত্যিই আমাকে যারপরনাই বাধিত করেছেন আনুসাঙ্গিক যথা- সেটিং, নির্ঘন্ট প্রভৃতি সম্পাদনায় শ্রদ্ধেয় মুদিতারত্ন ভন্তের অকুণ্ঠ, অক্লান্ত সহযোগীতা এক নিস্বার্থপূর্ণ শাসন দরদী চিত্তের পরিচায়ক। তাদের প্রতি এবং যে সকল সব্রহ্মচারী আমাকে কায়-মন-বাক্যে সোৎসাহ জুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার বিনম্র অভিবাদন।

ধর্ম দান সর্ব দানকে জয় করে। এই বাক্যের সত্যতা নিরূপিত হয় প্রজ্ঞার দৃষ্টি কোন হতে। তাই ধর্মগ্রন্থ লেখা, প্রচার প্রকাশনা বহুজনের সত্য অধিগমের জন্য এক প্রকৃষ্ট দান। আর এবম্বিধ দান যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে অশেষ পূণ্যের ভাগী হলেন কর্তালা, বেলখাইন গ্রামবাসী ও ঢাকাবাসী। তারা ১,৫০০ কপি বই প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে সদ্ধর্ম প্রচারের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আরও যারা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের ধর্ম দান হেতু অর্জিত এই পূণ্য রাশি সর্ব দুঃখ ক্ষয়ের অবলম্বন হোক। এই পূণ্য কামনা করি। বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের সার্বিক সহযোগীতা সত্যিই ধর্মদানের এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে রইবে। আমার পালিভাষা শিক্ষার প্রারম্ভ হতে এখন পর্যন্ত ভন্তে মহোদয়ের অকুণ্ঠ সহায়তা সত্যিই আমাকে এবম্বিধ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। উল্লেখ্য, সদ্ধর্ম প্রচারের মানসে পিটকীয় বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি পুনঃ মুদ্রণে নিবেদিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একান্ত সেবক ভদন্ত আনন্দমিত্র ভন্তে মহোদয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নব প্রব্রজিত হয়ে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে মহোদয়ের নিকট পালি ভাষা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। সেই সূচনাই পরবর্তীতে আমাকে আরও উৎসাহিত করেছিল গভীর অধ্যয়নের। তাই শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের প্রতি সকৃতজ্ঞ বন্দনা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর ২০০৫ এর ২৯শে মার্চ আমার প্রব্রজ্যা জীবনের অর্দ্ধ বছর অতিক্রান্তে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ৮জন ভিক্ষু-শ্রামণ শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের নিকট গমন করি। উদ্দেশ্য-পালি ভাষা শিক্ষা। শাস্ত্র মতে, পূণ্য কার্যে মার প্রবল অন্তরায় করে থাকে। এরই কিঞ্চিৎ প্রতিফলন হয়তো বা আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তাই সময়ের পরিক্রমায় প্রায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পথভ্রষ্ট হয়েছে বিভ্রান্তি হেতু। সেই শিক্ষার্থী গ্রুপের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ আমিও বহু প্রতীক্ষার পর এবং গলদ ঘর্ম শ্রমের মাধ্যমে এই গ্রন্থটির অনুবাদ কার্য সমাধা করেছি। এহেন পূণ্যকর্মের সুফল সকল অনুসন্ধিৎসু জনের লাভ হোক। এবং আমার নব উপসম্পদা উপলক্ষে প্রকাশিত এই পিটকীয় খণ্ডটি মূল গ্রন্থ পাঠে সহায়ক হোক এই কামনায় শেষ করছি।

সাধু! সাধু! সাধু!

ইতি

ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের (আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি)

১৪১৫ বাংলা ৩রা শ্রাবণ

১৭ই জুলাই ২০০৮ খ্রীঃ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

ত্রিপিটক থেরোবাদ, ধর্ম শুদ্ধিক এবং সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশের বৌদ্ধদের নিরঙ্কুশ ভাগ থেরোবাদী ত্রিপিটক অনুসরণ করেন। এই ত্রিপিটক সর্বমোট ২৭টি গ্রন্থের সমষ্টি এবং এগুলো বিনয়, সূত্ত ও অভিধর্ম: এই তিন ভাগে বিভক্ত। বিনয় পিটকে ৫টি গ্রন্থ; যথা- ১) পারাজিকং ২) পাচিত্তিয়ং ৩) চুল্লবগ্গো ৪) মহাবগ্গো এবং ৫) পরিবার পাঠো। সুত্ত পিটকে ৫টি গ্রন্থ; যথা- ১) দীর্ঘ নিকায় ২) মজ্ঝিম নিকায় ৩) সংযুক্ত নিকায় ৪) অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ৫) খুদ্দক নিকায়। ইহাদেরকে পঞ্চ নিকায় নামে অভিহিত করা হয়। খুদ্দক নিকায়কে পুনঃ ১৬টি খণ্ডে বিভক্ত করে নামাকরণ করা হয়েছে; যথা- ১) খুদ্দক পাঠো, ২) ধম্মপদং ৩) উদানং ৪) ইতিবুত্তকং ৫) সুত্তনিপাতো ৬) বিমানবত্থু ৭) পেতবত্থু ৮) থেরো গাথা ৯) থেরী গাথা ১০) জাতকং ১১) চুলনিদ্দেসো ১২) মহানিদ্দেসো ১৩) অপাদানং ১৪) বুদ্ধবংসো ১৫) চরিয়া পিটকং এবং ১৬) পটিসম্ভিদা মগ্গো। অভিধর্ম পিটকে ৭টি গ্রন্থ; যথা- ১) ধম্মসঙ্গনী ২) বিভঙ্গো ৩) কথাবত্থু ৪) ধাতুকথা ৫) পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ৬) যমকং ৭) পট্ঠানং।

পালি ত্রিপিটকের উপরোক্ত নামের গ্রন্থ সংখ্যাকে বলা হয় পালি মূল পিটক। এ সকল মূল পিটকের উপর পরবর্তীকালে আরো বহু ভাষ্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হয়েছে; এগুলোকে বলা হয়; অট্ঠকথা, টিকা, অনুটিকা ইত্যাদি। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায় ভুক্ত অঙ্গুত্তর নিকায়ের পঞ্চম নিপাত। জেনে রাখা ভাল যে, অঙ্গুত্তর নিকায় সর্বমোট ১১টি নিপাতে বিভক্ত। এই ১১টি নিপাতের ৫ম নিপাত এক্ষণে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই প্রথম অনুদিত হলো। বঙ্গভাষায় পালি মূল পিটক অনুবাদের জগতে ১৯ বছর বয়স্ক এই তরুণ অনুবাদকই হবেন হয়তো সবচেয়ে কনিষ্ঠতম জন। ২০০৫ খৃস্টাব্দের ২৯শে মার্চ গহিরা মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্রে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার হতে যেই দ্বিতীয় গ্রুপ শিক্ষার্থী আমার নিকটে পালি ভাষা শিক্ষায় আগমন করে, তন্মধ্যে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ বয়সে সর্ব কনিষ্ঠ হলেও মেধায় ও উদ্যম উৎসাহে অগ্রগণ্য ছিল। এক্ষণে তারই হাতে পবিত্র পিটকের মূল গ্রন্থের একটি অংশ বঙ্গভাষায় অনুদিত হলো। বঙ্গীয় অনুবাদ জগতে তাঁর এ মহা অবদানে সত্যিই আমি আপন শ্রমকে সার্থক জ্ঞান করছি। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণ চট্টগ্রামের রাউজান থানার পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের স্বনামধন্য এক বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান। তার পিতা শ্যামল বড়ুয়া এবং মাতা যমুনা বড়ুয়ার সংসারে দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের মাঝে বোধিজ্যোতি বড়ুয়া

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামের একমাত্র পুত্র সন্তানকে বাবা মায়েরই ঐকান্তিক ইচ্ছায় S.S.C. পাশের পর বুদ্ধ শাসনে দান করা হয়। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধ শাসনের সেবায় পুত্র দানের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্তের ঈর্ষণীয় স্বাক্ষর রাখা হয়েছে। মাতা পিতার আরো একজন মেধাবী পরাক্রমী দীর্ঘদিন সন্তানকে বুদ্ধ শাসনে একইভাবে উৎসর্গ করে। তিনি হলেন মহাসাধক, অখিল ভারতীয় ভিক্ষু সংঘের প্রথম সংঘনায়ক ত্রিপিটক বাগীশ্বর ভদন্ত অনন্দমিত্র মহাথেরো। বঙ্গীয় ভিক্ষু সংঘের এই মহাপুণ্য প্রতিভা, স্নেহভাজন আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত জ্ঞাতি। প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের পূজ্য পিতার আপন দাদু হতেন পুণ্য প্রতিভাসম্পন্ন বাগীশ্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো। প্রয়াত সংঘনায়ক জ্ঞানালোক মহাস্থবির ছিলেন অগ্র অনুশাসকের গর্ভধারিণী মাতার আপন কাকা। বহু গ্রন্থ প্রণেতা বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাথেরোর মতোন পণ্ডিত জনও প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের মাতৃকুলে রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ্- এর সহকারী অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া হচ্ছেন প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের পূজ্য পিতার আপন কাকা। বংশ হতেই এহেন গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যে প্রবুদ্ধ আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর মাতা-পিতাকে তাই সুশিক্ষিত ও আন্তরিক মৈত্রীময় অভিনন্দন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে মেধাবী একমাত্র সন্তানকে এদেশে মেধার চরম দুর্ভিক্ষের দিনে ভিক্ষু সংঘে উৎসর্গিত করে বঙ্গীয় বুদ্ধ শাসনের শুধু নহে, বিশ্ব বুদ্ধ শাসনের প্রভূত কল্যাণ সাধন যেমন করলেন, তেমনি ইতিহাসের বুকে সত্যি-সত্যিই উচ্চতম আদর্শে মহাত্যাগের এক অত্যুত্তম বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হলেন। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শীর মতো মেধাবী সন্তানকে এই ঢাকাবাসী মাতা পিতা অনায়াসে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার অথবা পার্থিব যশস্বী বড় কোন ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারতেন। তা না করে বুদ্ধ শাসনে দান দিলেন, এতে কী তাঁদের লাভ হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আমাদের এই ক্ষুদ্র সমাজে এমন পরিবার ও আছে, যাদের এক ডজন (১২জন) এম.বি.বি.এস, এফ.আর.সি.এস, ডাক্তার আছেন। বহু শত রোগীর সাথে তাঁদের পরিচিতি আছে। এই পরিচিতি নিয়ে তারা মৃত্যু বরণের সাথে সাথে এক প্রজন্ম না যেতেই হারিয়ে যাবেন রোগীর জগৎ হতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর গবেষণামূলক কোন গ্রন্থ রচনা করতে না পারলে একইভাবে হারিয়ে যাবেন এমনকি চিকিৎসা জগৎ হতেও। কিন্তু, একজন শীলবান ধ্যানী ভিক্ষু কোন গ্রন্থ গবেষণা ছাড়াও অনায়াসে মানুষের হৃদয় জগতে স্মরণীয়, বরণীয় হয়ে থাকেন অনেক প্রজন্ম ধরে। নিঃসন্দেহে তাঁদের এই মহানুভবতা, এই সুফল যেই মাতা-পিতা বুঝাতে সক্ষম, তাঁরাই পারেন নিজেদের সবচেয়ে সেরা সন্তানটিকে বুদ্ধ শাসনে দান করতে। আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর মাতা পিতা তাঁদের সেরা সন্তান, একমাত্র সন্তান কেবল দানই দেননি, তাঁদের এ চেতনার মহত্ত্ব আরো বিজ্ঞাপিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মহনীয়তা পেয়েছে, পরম পূজ্য বনভান্তের মতো আদর্শস্থানীয় গুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করার জন্যে সন্তানকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। প্রব্রজিত হয়ে আর্থিক ও পার্থিব লাভজনক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার চেতনায় যদি তাঁদের এই পুত্র প্রব্রজ্যা দানটি হতো, তা হতো বুদ্ধনিন্দিত প্রব্রজ্যা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধনা, গবেষণা এবং সেই অভিজ্ঞতায় বুদ্ধ বাণীর প্রচার প্রসারে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই হয় বুদ্ধ প্রসংশিত দান এবং প্রব্রজ্যা। এ-দুই মহা গুণশালী মাতা-পিতার কর্তব্য সম্পাদন করে আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের মাতা পিতারা যে ভুল করেননি তারই বাস্তব প্রমাণ শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শী কর্তৃক ১৯ বছর বয়সে পালি ত্রিপিটকের মূল খণ্ড 'অঙ্গুত্তর নিকায়ের ৫ম নিপাত'টির বঙ্গানুবাদ কর্ম সম্পাদন করা। বাংলার অনুবাদ জগতে তার এই অবদান কেবল প্রথমই নহে, ত্রিপিটক চর্চার জগতে অবিস্মরণীয়ও বটে। শ্রামণ প্রজ্ঞাদর্শীর মাতা-পিতা তাদের এই যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠদানের সুদূর প্রসারী সুফলের দ্বারা যুগ যুগ ধরে বহু মাতা-পিতার নমস্য ও বন্দনীয় হোক এ-কামনায় আমি অন্তর ভরে আশীর্বাদ প্রদান করছি। তাঁদের এই মহৎ দানকর্ম আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শকে আরো মহনীয় সমৃদ্ধি দানে সহায় হোক এবং আরো বহু মাতা-পিতা ও গুণবান মেধাবী সন্তানেরা এ অনুপম দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হোক এই প্রার্থনায় আমার প্রব্রজ্যা জীবনের সমুদয় পুণ্যরাশি উৎসর্গ করছি। সাধু! সাধু! সাধু!

এক্ষণে স্নেহভাজন প্রজ্ঞাদর্শী শ্রামণের অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়ে পঞ্চম নিপাতটির উপরে আলোচনায় আসা যাক।

অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চম নিপাতে মোট ২৬টি বর্গকে পাঁচটি পঞ্চাশকে সাজানো হয়েছে, ৫ম পঞ্চাশকে ৬টি বর্গ এবং অপর চারটিতে ৫টি করে বর্গ আছে। নিম্নে এ সকল বর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হলো-

প্রথম পঞ্চাশকে পাঁচটি বর্গ। যথাক্রমে- ১) শৈক্ষ্যবল বর্গ, ২) বল বর্গ, ৩) পঞ্চাঙ্গিক বর্গ, ৪) সুমন বর্গ এবং ৫) মুণ্ডরাজ বর্গ।

<u>শৈক্ষ্যবল বর্গ</u> :

বর্গের ১ম সূত্রটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সূত্র, শ্রাবস্তী নিদান। এই সূত্রে বুদ্ধ শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপে ভয়, বীর্য এবং প্রজ্ঞাবল এই পঞ্চবিধ বল উল্লেখ করতঃ ভিক্ষুদের তা লাভের জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। বিস্তৃত সূত্রে পূর্বোক্ত সূত্রের বিস্তৃতার্থই ধৃত হয়েছে। পরবর্তী দুঃখ সূত্রে বলা হয়েছে যে পাঁচটি গুণে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ-পরলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যথা- বীতশ্রদ্ধা, নির্লজ্জা, পাপে নির্ভয়তা, আলস্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা। আবার এই পাঁচটির বিপরীত গুণ সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ-পর উভয়লোকেই সুখ প্রাপ্ত হয়। যথাবাহিত সূত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ গুণের কথাই স্বর্গ ও নরক গমনের কারণ হিসাবে আলোচিত হয়েছে। বর্গের ৫ম সূত্রটি হচ্ছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষা সূত্র। এই সূত্রে বলা হয়েছে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাগমনের ফলস্বরূপ পঞ্চবিধ নিন্দনীয় বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, সজল নেত্রে যদি কেউ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য উদযাপন করে তবে তার নিকট পঞ্চবিধ প্রশংসনীয় বিষয় আগত হয়। পরবর্তী সমাপত্তি সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- কুশল ধর্মে শ্রদ্ধা থাকলে অকুশলের সফলতা হয় না। কিন্তু, শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হলে বীতশ্রদ্ধা প্রাদুর্ভূত হয় তখন অকুশলেরই সফলতা হয়। একইরূপে পর্যায়ে লজ্জা, ভয়, উদ্যম, প্রজ্ঞা জ্ঞাতব্য। পরের সূত্রটি হচ্ছে কামসূত্র আলোচ্য সূত্রে ত্রিবিধ কাম সম্পর্কে আলোকপাত করে তথাগত অপর আকর্ষণীয় উপমাযোগে বুঝালেন যে আত্মরক্ষিত ভিক্ষু ব্যতীত অন্যজনের রক্ষক তিনি স্বয়ং নিজেই। পরবর্তী চ্যুতি সূত্রে পূর্ব সূত্রাদির ন্যায় পঞ্চবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে- পঞ্চবিধ গুণ ধর্মে সমৃদ্ধ জন সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় চ্যুত হয় না বিপরীতে পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ জন সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠা পায় না চ্যুত হয়। এরপর ১ম ও ২য় অগৌরব সূত্র দ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ও একই। সর্বমোট দশটি সূত্রে এই শৈক্ষ্য বল বর্গ সমাপ্ত।

বল বর্গ :

এ বর্গের ১০টি সূত্রের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব, কূট, সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, দ্রষ্টব্য এবং পুনকূট এই ছয়টি সূত্রের মূল বিষয়বস্তু একই, তবে তা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। পরের চারটি সূত্র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ হিত সূত্র নামে ধৃত হয়েছে। ১ম হিতে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন হয় পরহিতে নহে। যথা- সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন হয় কিন্তু অপরকে সেগুলো লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ২য় হিত সূত্রে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন আত্মহিতে নহে। যথা- সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বিমুক্তি ও বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন হয় না কিন্তু অপরকে তা লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ৩য় হিতে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্ম-পর উভয় হিতে প্রতিপন্ন হয় না। যথা- সে নিজে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি-জ্ঞান দর্শন সম্পন্ন হয় না এবং অপরকেও তা লাভে উদ্বুদ্ধ করে না। ৪র্থ হিত সূত্র অর্থাৎ বর্গের শেষ সূত্রে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর উভয় হিতে প্রতিপন্ন হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চাঙ্গিক বর্গঃ-

এই বর্গের ১ম দুই সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন যে- অবাধ্য, অশিষ্ট ভিক্ষু শীল-সমাধি লাভ করতে পারে না। এর বিপরীতে- যে ভিক্ষু বাধ্য, শিষ্ট সে শীল, সমাধি অর্জন করতে সক্ষম। পরের উপক্লেশ সূত্রটিতে বুদ্ধ কামছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পাঁচ প্রকার চিত্তের উপক্লেশকে স্বর্ণের পাঁচ প্রকার অবিশুদ্ধতার উপমা প্রদানে ব্যাখ্যা করেছেন। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্রে আরও আলোচিত হয়েছে বিবিধ ঋদ্ধি, দিব্যকর্ণ, দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্ত বিজানন এবং আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই বর্গের পরবর্তী সূত্রগুলো যথা দুঃশীল, অনুগৃহীত, বিমুক্তায়তন, সমাধি, পঞ্চাঙ্গিক, চংক্রমণ ও নাগিত সূত্রাদিতে বুদ্ধ বিষয় ভিত্তিক ধর্মদেশনা প্রদান করেন।

সুমন বর্গ ঃ-

এই বর্গের ১ম-এ সুমন সূত্রে রাজকন্যা সুমনা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ দানের মাহাত্ম্য তথা দান হেতু পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেন। ২য় নিপাতের অন্ত্র সূত্র হতেই পদ্যের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। পরের চুন্দী সূত্রেও পদ্যাবলীর ধারা অব্যাহত দেখা যায়। এই সূত্রে রাজকন্যা চুন্দী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন কিরূপে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি প্রসন্ন এবং শীল পালনকারী মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হয়, অপায়গামী নহে। উত্তরে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এবং আর্য শীলের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করে বুদ্ধ তার প্রশ্ন খণ্ডন করেন। এর পরের উগ্গহ সূত্রে বুদ্ধকে বিবাহোপযোগী কন্যাদের স্বামীর গৃহে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে দেখা যায়। বর্গের ৪র্থ সূত্রে দানের দর্শনযোগ্য সুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ বর্গের পরবর্তী সূত্রগুলো যথা- দানের সুফল, কাল দান, ভোজন, শ্রদ্ধা, পুত্র এবং মহাশাল সূত্রাদিতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন উপদেশের সমারোহ। প্রত্যেকটিতে গাথাও যুক্ত আছে।

মুণ্ডরাজ বর্গ ঃ-

এই বর্গের গ্রহনীয় সূত্রে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে বুদ্ধ ভোগ্য বিষয় লাভের ৫টি উপায় সম্পর্কে বলেন এবং ধন বৃদ্ধি বা হ্রাসের ব্যাপারে মনস্তাপহীনতার বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরের সৎপুরুষ সূত্রে বুদ্ধ সৎ ব্যক্তির উপযোগীতা ও পরিবারে তার পুণ্য পূত ভূমিকার কথা বলেন। বর্গের ৩য় সূত্র হচ্ছে ইষ্ট সূত্র। এই সূত্রে পাঁচটি ইষ্ট, কান্ত, কিন্তু দূর্লভ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। সেই পাঁচটি হচ্ছে দীর্ঘায়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও স্বর্গ, পরবর্তী মনোজ্ঞ বিষয় দাতা সূত্রে আমরা দেখতে পাই শ্রদ্ধাবান গৃহপতি উগ্র বুদ্ধকে সহস্তে আরাধনা পূর্বক দান করছে। এ বর্গের ৫ম সূত্র পূণ্যফল, ৬ষ্ঠ সূত্র সম্পদ এবং ধন সূত্রাদিও বিষয় ভেদে বৈচিত্রময়। বর্গের শেষ ৩টি সূত্র যথাক্রমে অলভনীয়স্থান, কোশল ও নারদ সূত্রাদির আলোচ্য বিষয় একই। পার্থক্য শুধুমাত্র শ্রোতা ও দেশকের মধ্যে। এই দশটি সূত্রের মাধ্যমে মুণ্ডরাজ বর্গ তথা ১ম পঞ্চাশক সমাপ্ত হল।

২য় পঞ্চাশকে ৫টি বর্গ, যথা- নীবরণ বর্গ, সংজ্ঞা বর্গ, যোদ্ধা বর্গ, স্থবির বর্গ, ককুধ বর্গ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নীবরণ বর্গ ঃ-

এই বর্গের ১ম সূত্রের নিদান হচ্ছে শ্রাবস্তী। এতে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা এই পাঁচটি আবরণ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যা প্রজ্ঞাকে দূর্বল করে। দূর্বল প্রজ্ঞা হেতু অরহত্ব লাভ অসম্ভব তা-ও উপমা যোগে বুদ্ধ এই সূত্রে প্রকাশ করেছেন। ২য় সূত্রেও একই নীবরণের কথা বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রের নাম প্রধানের অঙ্গ বা প্রচেষ্টার অঙ্গ। সূত্রের নামের সাথে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা এতে যথেষ্ট পরের সূত্রে প্রচেষ্টা করার ৫টি অসময় ব্যক্ত হয়েছে। বিপরীতে প্রয়াসের যথার্থ সময়ও কথিত হয়েছে। অবিদ্যা হেতু মাতা-পুত্রের মিলনকে কেন্দ্র করে বুদ্ধের উপদেশ পরবর্তী সূত্রে ধৃত হয়েছে। বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রটি হচ্ছে উপাধ্যায় সূত্র। এই সূত্রে বুদ্ধ কর্তৃক অন্যতর ভিক্ষুকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। ক্ষেত্রের উর্বরাশক্তি উৎপাদনে যথার্থ সময়ে সার প্রয়োগের ন্যায় বুদ্ধ কর্তৃক সেই ভিক্ষু উপদিষ্ট হয়ে অচিরেই অরহত্ব ফল লাভ করেন। এরপর সর্বদা প্রত্যবেক্ষনীয়, লিচ্ছবী কুমার, ১ম ও ২য় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্রাদি আলোচিত হয়েছে।

সংজ্ঞা বর্গ ঃ-

বর্গের ১ম ও ২য় সূত্রের নাম যথাক্রমে ১ম সংজ্ঞা ও ২য় সংজ্ঞা সূত্র। এই সূত্রদ্বয়ে ৫টি সংজ্ঞার কথা উক্ত হয়েছে যা ভাবিত হলে মহাসুফল হয়। ৩য় সূত্রটি হচ্ছে ১ম বৃদ্ধি এবং ৪র্থ সূত্রের নাম ২য় বৃদ্ধি সূত্র। এই সূত্র দ্বয়ে বুদ্ধ শ্রাবক-শ্রাবিকার আর্যোচিত বর্দ্ধন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন পরবর্তী সূত্রগুলো যথা- আলোচনা, সাজীব, ১ম ও ২য় ঋদ্ধিপাদ, নির্বেদ এবং আস্রবক্ষয় সূত্রাদিতে বিষয়ভিত্তিক নাতিদীর্ঘ উপদেশ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

যোদ্ধা বর্গ ঃ-

এ বর্গে ১ম দুটি সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নামাকরণেও একই। যথা- ১ম ও ২য় চিত্ত বিমুক্তিফল সূত্র। সূত্র দ্বয়ে পঞ্চবিধ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা ভাবিত হলে চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল আনিশংস লাভ হয়। পরের দুটি সূত্র হচ্ছে ১ম ও ২য় ধর্ম বিহারী সূত্র। এ সূত্রদ্বয়ে দেখা যায় জনৈক ভিক্ষুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ ধর্মবিহারীর সংজ্ঞা দিচ্ছেন। পরবর্তী সূত্র দুটি হচ্ছে ১ম ও ২য় যোদ্ধা সূত্র। যোদ্ধা সূত্রদ্বয়ে যোদ্ধার উপমাতুল্য পাঁচ প্রকার ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করেন। এরপর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অনাগত ভয় সূত্রে বুদ্ধ আরণ্যিক ভিক্ষুকে পাঁচটি অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করার উপদেশ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য- পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা হেতু ভিক্ষু অপ্রমত্ত হয়ে অবস্থানের জন্য প্রয়াসী হবে। এই চারটি অনাগত ভয় সূত্র এবং দুই যোদ্ধা, দুই ধর্মবিহারী ও দুই চিত্ত বিমুক্তিফল সূত্রে যোদ্ধা বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থবির বর্গ ঃ-

বর্গের ১ম ৫টি সূত্র যথা- প্রলোভন, বীতরাগ, প্রতারক, অশুদ্ধ, অক্ষম সূত্রাদিতে পৃথক পৃথক পঞ্চবিধ বিষয়ের অবতারণা হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয় শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পরবর্তী সূত্র যথা- প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত এবং শীলবান সূত্রদ্বয়ে পাঁচ প্রকার বিষয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। বর্গের নামের সাথে ৮ম সূত্রটির নাম একই এই সূত্রে ৫টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে বিষয়ে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিতে, দুঃখে প্রতিপন্ন হয়। এর পরবর্তী সূত্রদ্বয় হচ্ছে ১ম শৈক্ষ্য ও ২য় শৈক্ষ্যসূত্র, দুটিতেই ৫টি পৃথক পৃথক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির কারণ।

ককুধ বর্গ ঃ

১ম ও ২য় সম্পদ নামক সূত্রদ্বয়ে পাঁচ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সম্পদের কথা উক্ত হয়েছে। পরের ব্যাখ্যা সূত্রে পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হল, যথা- সুখ বিহার, স্থির, শ্রুতধর, কথা, আরণ্যিক, সিংহ ও ককুধ সূত্র। ককুধ সূত্রে মৌদ্গল্যায়নের সেবক ককুধ নামক কোলিয় পুত্রের দেবত্ব লাভ এবং দেবদত্তের পাপ দৃষ্টি উৎপন্নের বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চাশক-সুখ বিহার বর্গ ঃ

সুখ বিহার বর্গের ১ম সূত্রে শৈক্ষ্য ভিক্ষু ৫টি বৈশারদ্যকরণ ধর্মে সমৃদ্ধ হয়, যথা সে শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, আরদ্ধ বীর্য ও প্রজ্ঞাবান হয়। শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীন বীর্য ও দুষ্প্রাজ্ঞের দুঃখ উৎপন্ন হয় কিন্তু শ্রদ্ধাবান, শীলবান, বহুশ্রুত, বীর্যবান ও প্রজ্ঞাবানের সেই দুঃখ উৎপন্ন হয় না। তাই এই পাঁচ প্রকারই হচ্ছে শৈক্ষ্য ভিক্ষুর বৈশারদ্যকরণ ধর্ম। ২য় সূত্র যথা- সন্দিগ্ধ সূত্রে বেশ্যা, বিধবা, বয়স্কাকুমারী, পণ্ডক এবং ভিক্ষুণীর গৃহে যাতায়াতকারী অরহত্বলাভী ভিক্ষুকে অপরেরা পাপী ভিক্ষু ধারণায় অবিশ্বাস করে; এই বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তী মহাচোর সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষুর কার্যকলাপ উল্লেখ করেন। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি যথা- সুকোমল শ্রামণ, সুখবিহার আনন্দ, শীল অশৈক্ষ্য, চতুর্দিকস্থ এবং অরণ্য সূত্রাদিতে মূলতঃ ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক গুণাবলী আলোচিত হয়েছে এবং আরও সন্নিবেশিত হয়েছে প্রজ্ঞা তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্ধক বিন্দ বর্গ ঃ

কুলগামী সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে যিনি কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অগৌরবনীয় হয়। পরের পশ্চাৎ সূত্রেও এমনতরো পশ্চাৎগামী শ্রামণের কথা বলা হয়েছে যে অগ্রহণযোগ্য। বর্গের ৩য় সূত্রে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পর্শের প্রতি অক্ষম ভিক্ষুর সম্যক সমাধি অধিগত হয় না। বিপরীতে সেই ৫টি বিষয়ে সক্ষম ভিক্ষুর সম্যক সমাধি অধিগত হয়- ইহাই আলোচ্য। বর্গের নামানুসারে ৪র্থ সূত্রটির নামও অন্ধকবিন্দ সূত্র সূত্রটিতে দেখা যায় যে ভগবান অধুনা প্রব্রজিতদের উদ্দেশ্যে শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। বর্গের অন্যান্য সূত্র যথা মৎসরী, প্রশংসা, ঈর্ষাকারিণী, মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাবাক্য ও মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্রাদিতে পৃথক পৃথক পাঁচ প্রকার বিষয়ের কথা বিবৃত হয়েছে। যাতে সমৃদ্ধ জন নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বিপরীতে স্বর্গে গমন করে।

গ্লান বর্গঃ

বর্গের ১ম সূত্রটি হচ্ছে গ্লান সূত্র। এতে ৫টি বিষয়ের কথা আলোচিত হয়েছে। যাতে সমৃদ্ধ হলে পীড়িত ভিক্ষু অরহত্ব লাভ করে। যথা- সে যদি অশুভদর্শী, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞী, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞী, অনিত্যানুদর্শী ও মরণসংজ্ঞী হয়; তাহলে তার চিত্ত বিমুক্তি প্রত্যাশিত। ২য় সূত্রে ৫টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা ভাবিত করলে অরহত্ব কিংবা অনাগামী যে কোন ১টি লাভ হবেই। ১ম সেবক সূত্রে বলা হয়েছে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি নিজের অহিতকারী সেবক হয় এবং বিপরীতে ৫টি ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের হিতকারী সেবক হয়। ২য় সেবক সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ এমনতরো সেবকের কথা উল্লে-খিত হয়েছে; যে অসুস্থের সেবা করা অযোগ্য। তৎবিপরীতে যোগ্য। এরপর ১ম ও ২য় অনায়ু সূত্রে আয়ুচ্ছেদের পাঁচটি কারণ এবং দীর্ঘায়ুর উক্ত কারণের বিপরীত কারণ দর্শানো হয়েছে। বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রে ৫টি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থানের জন্য অনুপযুক্ত এবং বিপরীত ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু একাকী অবস্থানের জন্য উপযুক্ত। পরের সূত্রে পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য সুখ ও দুঃখ আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রদ্বয় হচ্ছে বিক্ষুব্ধ ও বিনাশ সূত্র।

রাজা বর্গ ঃ

১ম চক্রানুবর্তন সূত্রে অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ ও পরিষদজ্ঞ এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মতঃ চক্র চালনা করেন যা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। সেই একই পঞ্চবিধ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন যা অন্যদের দ্বারা অসম্ভব। ২য় চক্রানুবর্তন সূত্রে একই ৫টি অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তথাগতের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের কথা আলোচিত হয়েছে; যারা শুধুমাত্র পুনঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে সক্ষম। বর্গের ৩য় সূত্রটি হচ্ছে ধর্মরাজা সূত্র। ধার্মিক চক্রবর্তী রাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে। রাজাবাসীদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মতঃ রক্ষা করে ইত্যাদি প্রসঙ্গের সাথে তুলনা করে তথাগতের ধর্মচক্র প্রবর্তনের কথাই আলোচিত হয়েছে। বর্গের ৪র্থ সূত্রে ৫টি অঙ্গে সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজা যথায় অবস্থান করেন তথায় বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। পরবর্তী সূত্রদ্বয় যথা ১ম ও ২য় প্রার্থনা সূত্রে ৫টি বিষয় সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে- এ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫প্রকার মানুষেরা রাত্রিতে অল্পক্ষনই নিদ্রা যায়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে। যথা- স্ত্রীলোক পুরুষের আকাঙ্খায়, পুরুষ স্ত্রীলোকের আকাঙ্খায়, চোর চুরির আকাঙ্খায়, রাজা রাজকার্যে নিযুক্ততার দরুণ এবং ভিক্ষু নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়। পরের সূত্রাদি হচ্ছে- বহুভোগী অক্ষম ও শ্রোত সূত্র, সূত্রত্রয়ে হস্তীর ৫প্রকার বৈশিষ্ট্যের অবতারণাপূর্বক তাদৃশ ভিক্ষুর কথা আলোচিত হয়েছে।

ত্রিকন্টকী বর্গ ঃ

দান দিয়ে ঘৃনা করে, সহ অবস্থান হেতু ঘৃণা করে, গ্রহণীয় মুখ, টলায়মান এবং মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হয়। এই ৫প্রকার পুদ্গলের আলোচনা বর্গের ১ম সূত্রে ধৃত হয়েছে। ২য় সূত্র, যথা- অপরাধ করা সূত্রে অপরাধকারী কিন্তু তজ্জন্য তীব্র অনুতপ্ত, অপরাধকারী কিন্তু তজ্জন্য তীব্র অনুতপ্ত নয় প্রভৃতি ৫প্রকার পুদ্গলের স্বরূপ প্রকাশ তথা আস্রবাদির ক্ষয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় আলোচিত হয়েছে। পরের সূত্রে সারান্দদ চৈত্যে লিচ্ছবীদের ধর্মদেশনা করতে ভগবানকে দেখা যায়। বর্গের ৫ম সূত্রটিতে পঞ্চশীল ভঙ্গকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিপরীতে পঞ্চশীল পালনকারী স্বর্গে গমন করে- ইহাই আলোচ্য। পরের মিত্র সূত্রে ৫প্রকার বিষয়ে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য এবং বিপরীত গুণাবলী সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে- অসৎপুরুষ দান, সৎপুরুষ দান এবং ১ম ও ২য় সময় বিমুক্ত সূত্র।

৪র্থ পঞ্চাশক, সদ্ধর্ম বর্গ ঃ

১ম, ২য় ও ৩য় সম্যক পথ সূত্রাদিতে ৫প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ব্যক্তির কথা আলোচিত হয়েছে, যে সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে অক্ষম। বিপরীতে পঞ্চবিধ গুণ সমৃদ্ধ জন সক্ষম। ১ম, ২য় এবং ৩য় সদ্ধর্ম সম্মোহ সূত্রাদিতে ৫টি বিষয়ের কথা উক্ত হয়েছে যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। বর্গের ৭ম সূত্রটি হচ্ছে অপালাপ সূত্র। এতে বলা হয়েছে- শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, কৃপণ এবং দুষ্প্রাজ্ঞ; এই ৫প্রকার ব্যক্তির ভাষণ অপালাপ হয় যখন তারা যোগ্য ব্যক্তির নিকট আগমন করে। পরের দৌর্মনস্য সূত্রে শ্রদ্ধাহীন, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞতা- এই ৫প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় এবং তদ্বিপরীত গুণাবলী সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়। উদায়ী সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধর্মদেশনা. অপরকে ধর্মদেশনা করার সময় ৫টি গুণ নিজ মধ্যে স্থাপিত করে তবেই দেশনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করা সংগত। যথা- আনুপূর্বিক কথা বলব, অর্থের কারণদর্শী হয়ে কথা বলব, অনুকম্পাপূর্বক কথা বলব, নিঃস্বার্থপূর্ণ কথা বলব, আত্ম ও পরকে আঘাত না দিয়ে কথা বলব, বর্গের শেষ সূত্রে ৫প্রকার বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা উৎপন্ন হলে দমন করা দুরূহ। যথা- রাগ, দ্বেষ, মোহ, কথনেচ্ছা এবং ভ্রমণচিত্ত।

আঘাত বর্গ ঃ

১ম ও ২য় আঘাত অপসারণ সূত্রে আঘাত অপসৃত করার জন্য ৫প্রকার উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে যদ্বারা ভিক্ষুর উৎপন্ন আঘাত সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা উচিত। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি, যথা- আলোচনা, সাজীব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং নিরোধ সূত্রেও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে. দোষারোপ সূত্রে দেখা যায় ৫টি ধর্ম নিজ মধ্যে উপস্থাপিত করেই উপদেশ দেয়া উচিত। যথা- যথাসময়ে বলব, সত্য বলব, কোমল স্বরে বলব, অর্থপূর্ণ কথা বলব এবং মৈত্রীচিত্তে বলব। এই ৫প্রকার ব্যতীতও সূত্রটিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয় ধৃত হয়েছে। অপর সূত্রাদি হচ্ছে শীল সূত্র, দ্রুত মনোযোগ এবং ভদ্দজি সূত্র।

উপাসক বর্গ ঃ

বর্গের নামাকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রাদিরও মিল রয়েছে এই বর্গের সব সূত্রেই উপাসক কেন্দ্রিক আলোচনা ধৃত হয়েছে। দৌর্মনস্য সূত্রটির সাথে সদ্ধর্ম বর্গের 'জ' নং সূত্রটি সামঞ্জস্যতা প্রায় একই শুধুমাত্র এই সূত্রে তা উপাসককে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। বর্গের ২য় সূত্রটি হচ্ছে বিশারদ সূত্র। এতে বলা হয়েছে- পঞ্চশীল ভঙ্গকারী উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহবাস করে। পক্ষান্তরে, পঞ্চশীল পালনকারী উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহবাস করে। নিরয় সূত্রে পঞ্চশীল। ভঙ্গকারী উপাসকের কথা উক্ত হয়েছে যে মৃত্যুর পর নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। বিপরীতে শীল রক্ষাকারী উপাসক স্বর্গে গমন করে। বৈর সূত্রে পঞ্চশীল রক্ষার সুফল এবং ভঙ্গের কুফলই আলোচিত হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে চণ্ডাল, প্রীতি, বাণিজ্য, রাজা, গৃহী এবং গবেষী সূত্র।

অরণ্য বর্গ ঃ

অত্র বর্গের ১০টি সূত্রই হচ্ছে ১৩ প্রকার ধুতাঙ্গের শীল সংশ্লিষ্ট আলোচনা। সূত্রের নামানুসারেই তা কোন শীলাদির অন্তর্ভুক্ত তা জানা যায় যথা- আরণ্যিক, চীবর, বৃক্ষমূলিক, শ্মাশানিক, অবকাশিক, নৈশজ্জিক (শয়ন করেনা এমন) যথাসংস্থৃতিক, একাসনিক, খলু পচ্ছাভত্তিক সূত্রাদি। সূত্রাদির নামানুসারে ৫ প্রকার আরণ্যিক প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- কোন কোন মূর্খ ও মোহগ্রস্থ আরণ্যিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপ করে আরণ্যিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ আরণ্যিক হয়, বুদ্ধ ও শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ আরণ্যিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, প্রবিবেক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমর্থন করে আরণ্যিক হয়। এই ৫ জনের মধ্যে ৫ম জনই অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রবররূপে বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছেন একইরূপে বর্গের বাকী ৯টি সূত্র জ্ঞাতব্য।

ব্রাহ্মণ বর্গ ঃ

অত্র বর্গের কুকুর সূত্রে ভগবান ৫ প্রকার প্রাচীন ব্রাহ্মণ ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে বিদ্যমান ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে। সূত্রটিতে ব্রাহ্মণদের নীতি স্খলনের উদাহরণ মেলে। দ্রোন ব্রাহ্মণ সূত্রে ভগবানের সাথে ব্রাহ্মণ দ্রোনের আলাপ চারিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কিছু বিষয় নির্ভর আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে ব্রহ্মসম, দেবসম, মরিয়াদ, ভগ্নমরিয়াদ এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল- এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা এতে সুস্পষ্টরূপে ধৃত হয়েছে সঙ্গারব সূত্রে ভগবান দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত না হওয়া এবং মাঝে মধ্যে অল্প সময় অধ্যয়নে মন্ত্রাদির প্রতিভাত হওয়ার কারণ বিবৃত করেন। বর্গের অপর সূত্রদ্বয় হচ্ছে কারণপালী ও পিঙ্গিয়ানী সূত্র বর্গের ৬ষ্ঠ সূত্রে ৫টি মহাস্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। সেই স্বপ্নগুলো ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে দেখেছিলেন। মূলতঃ স্বপ্নগুলো হচ্ছে ভবিষ্যতের পূর্ব ইঙ্গিত। বর্ষা সূত্রে বৃষ্টিপাতের ৫ প্রকার অন্তরায় প্রদর্শিত হয়েছে: যা গণনার মাধ্যমেও ভবিষ্যদ্বক্তারা জ্ঞাত হতে পারে না। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে- বাক্য, কুল, নিঃসরণীয় সূত্র।

পঞ্চম পঞ্চাশক, কিম্বিল বর্গ ঃ

কিম্বিল সূত্রে আয়ুষ্মান কিম্বিলের সাথে বুদ্ধের কথোপকথন দৃষ্ট হয়। সূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সদ্ধর্মের দীর্ঘ ও ক্ষণ স্থায়ীত্ব। তথাগতের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকারা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ, শিক্ষা প্রভৃতির প্রতি সগৌরব এবং মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। ফলে সদ্ধর্ম দীর্ঘ স্থায়ী হয়। কিন্তু, তদ্বিপরীতে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ধর্মশ্রবণ সূত্রে ধর্ম শ্রবণের ৫ প্রকার সুফলের কথা বিবৃত হয়েছে যথা- অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, শ্রুত বিষয় পরিশুদ্ধ হয়, সন্দেহ দূরীভূত হয় প্রভৃতি। বল সূত্রে ৫ প্রকার বল বা ক্ষমতা; চেতোখিল সূত্রে ৫ প্রকার মানসিক বন্ধ্যাত্ব; চিত্ত বন্ধন সূত্রে ৫ প্রকার চিত্ত বন্ধনের কথা আলোচিত হয়েছে। বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে যাগু, দন্তকাষ্ঠ, গীতস্বর, বিস্মরণশীল ইত্যাদি।

আক্রোশকারী বর্গ ঃ

বর্গের ১ম সূত্রে সব্রহ্মচারীদের প্রতি আক্রোশকারী ভিক্ষুর ৫ প্রকার আদীনবের কথা উক্ত হয়েছে। ২য় সূত্রে ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী ভিক্ষুর ৫ প্রকার আদীনব প্রত্যাশিত। যথা- তার অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, দুর্নাম প্রচার হয়, সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে মারা যায় এবং মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়। শীল সূত্রে দুঃশীলের ৫ প্রকার আদীনব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রদর্শিত হয়েছে। যথা- সে প্রমাদ হেতু ভোগ্য সম্পত্তি নষ্ট করে, তার দুর্নাম প্রচার হয়, সে যে কোন পরিষদে হতোদ্যম হয়ে গমন করে। সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং মরণে নরকে যায়। শীলবানের ক্ষেত্রে তৎবিপরীত জ্ঞাতব্য বর্গের ৪র্থ সূত্রে বহুভাষী ব্যক্তির ৫ প্রকার দোষ উল্লেখিত হয়েছে। সে মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ, বৃথা বাক্য ভাষণ করে এবং মরণে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু, যে পরিমিত ভাষী সে স্বর্গে গমন করে ১ম ও ২য় অক্ষান্তি সূত্রে ক্ষান্তিহীনের ৫ প্রকার আদীনবের কথা আলোচিত হয়েছে বর্গের অন্যান্য সূত্রাদি হচ্ছে ১ম ও ২য় অপ্রাসাদিক, অগ্নি এবং মধুরা সূত্র

দীর্ঘ পর্যটন বর্গ ঃ

১ম ও ২য় দীর্ঘ পর্যটন সূত্র দ্বয়ে দীর্ঘ পর্যটন এবং উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদ্যমীর ৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদীনবের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বিপরীতে উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের সুফলও হয়েছে আলোচিত। পরের সূত্রে কোনস্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ৫টি আদীনব প্রদর্শিত হয়েছে। বিপরীতে উদ্দেশ্যপূর্ণ অবস্থানের ৫টি সুফল যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী সূত্রাদি হচ্ছে মৎসরী ১ম ও ২য় কুলগামী, ভোগ্য সম্পদ, মধ্যাহ্নের পর ভোজন এবং ১ম ও ২য় কৃষ্ণ সাপ সূত্র।

আবাসিক বর্গ ঃ

বর্গের ১ম সূত্রে ৫টি বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে, সে শ্রদ্ধার অযোগ্য। পরের প্রিয় সূত্রে দেখা যায় ৮৭নং সূত্রের উদ্ধৃত গুণাবলী সম্পন্ন আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। বর্গের ৩য় সূত্রটিতে সদাচারময় জীবন এবং বক্তার অপরিহার্য গুণাবলী সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষুর কথা বলা হয়েছে; যিনি সেই গুণে বিমণ্ডিত হয়ে আবাসে শোভিত হন। বহুপকার সূত্রে পঞ্চ ধর্ম সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার এবং অনুকম্পা সূত্রে উক্ত হয়েছে সে গৃহীদের অনুকম্পা করে ১ম অপবাদের শাস্তি সূত্রে পঞ্চধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চত রূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয় বলে কথিত হয়েছে। ১১৬ নং সূত্রে সাথে এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ২য় ও ৩য় অপরাধের শাস্তি সূত্রটিতে কিছু বৈশাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বিষয় বস্তু কিন্তু একই। ১ম মাৎসর্য সূত্রে বলা হয়েছে পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। যথা- আবাস, কুল, লাভ, যশ, মৎসরী এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্টকারী। বিপরীত গুণ সমৃদ্ধ ভিক্ষু কিন্তু স্বর্গে গমন করে। ২য় মাৎসর্য সূত্রটিও একই তবে পার্থক্য কেবল ৫টি ধর্মের শেষেরটিতে। এই সূত্রে শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্টকারীর স্থলে ধর্ম মৎসরী যুক্ত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুশ্চরিত্র বর্গ ঃ

দুশ্চরিত্র বর্গের অন্তর্ভূক্ত সূত্রাদি হচ্ছে ১ম-২য় দুশ্চরিত্র সূত্র, ১ম-২য় কায় দুশ্চরিত্র, ১ম-২য় বাক্য দুশ্চরিত্র, ১ম-২য় মন দুশ্চরিত্র, সিবথিকা শ্মশান এবং পুদ্গল প্রসাদ সূত্র, অপরের প্রতি প্রসন্নতা যে ক্ষেত্র বিশেষে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে তা পুদ্গল প্রসাদ সূত্রে দেখা যায়। উপসম্পদা বর্গ, সম্মতি পেয়্যাল, শিক্ষাপদ পেয়্যাল এবং রাগ পেয়্যাল প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক বর্গে স্মারক গাথা এবং সর্বশেষে বর্গ উদান বা নিপাতের সংশ্লিষ্ট বর্গের একত্রীকরণ হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। শুধু পঞ্চম নিপাতেই নয়; বরঞ্চ সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায়ে ক্রমিক বিন্যাস পদ্ধতিতে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। নামাকরণ তথা আভ্যন্তরিক বিন্যাসের সামঞ্জস্যতা একে এনে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা

এবারে সমগ্র অঙ্গুত্তর নিকায়ের উপরে কিছু আলোকপাত করা যাক্-

পালি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় গ্রন্থটি হচ্ছে অঙ্গুত্তর নিকায়। ইহা বিষয় বৈচিত্র ও বিন্যাসে সমগ্র ত্রিপিটকে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পালি সুত্ত পিটককে পঞ্চ নিকায় ও বলা হয়। কারণ, ইহা ১) দীর্ঘ নিকায়, ২) মজ্ঝিম নিকায়, ৩) সংযুক্ত নিকায়, ৪) অঙ্গুত্তর নিকায় এবং ৫) খুদ্দক নিকায়; এই পাঁচটি নিকায় নামক গ্রন্থ খণ্ডে সংগৃহীত করা হয়েছে সুত্ত পিটকভূক্ত সমস্ত সুত্ত গুলোকে এই পঞ্চ নিকায়ের বিষয় বস্তু উপস্থাপন রীতি ও রচনা রীতিতে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়

দীর্ঘ নিকায় ও মজ্ঝিম নিকায়ে বৃহদাকার সুত্ত সমূহে বুদ্ধের উপদেশসমূহ যেভাবে দীর্ঘায়িত করে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই সুত্ত সমূহের অনেক সুত্তকে সংযুক্ত নিকায়ের মতো এই অঙ্গুত্তর নিকায়ে ও অতি ক্ষুদ্র পরিসরে, অথচ স্পষ্ট ও পরিশীলিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সুত্তের মূল বিষয় বস্তু হলো:- শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা; এবং এ সমুদয় গুণাবলী ভিক্ষু সংঘ, ভিক্ষুণী সংঘ, উপাসক সংঘ ও উপাসিকা সংঘের সভ্যগণের মধ্যে কিভাবে তাঁদের আচার আচরণে প্রতিষ্ঠা দান সম্ভব হয় সেই লক্ষ্যে বুদ্ধ আদিষ্ট বিনয় বিধান সমূহের উপর আলোকপাত করা। তবে এ সকল বিষয় বস্তুর উপস্থাপনা ও আলোচনার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক শৃঙ্খলাটি রক্ষিত হয়েছে, এমনটি বলা যাবে না

মহামতি সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধকে সত্যিকার অর্থেই মহামানব রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎ আদেশে উৎকীর্ণ ভক্রু শিলালিপির এই বাক্যটি হচ্ছে- "ভগবতা বুদ্ধেন ভাসিতে সব্বে তে সুভাসিতে"; অর্থাৎ ভগবান যাহা ভাষণ করেছেন, তৎসমুদয় সত্যিই সুভাষিত।

অশোক শিলালিপির এই বক্তব্যটি অঙ্গুত্তর নিকায়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বিধৃত বাক্যটির যেন হুবহু প্রতিধ্বনি। এখানে বলা হয়েছে-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যং কিঞ্চি সুভাসিতং সব্বং তং তস্স ভগবতো বচনং, অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"।

নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় এ দুই গ্রন্থের সুত্ত সংখ্যার আধিক্য চোখে পড়ার মতো। সেক্ষেত্রে অঙ্গুত্তর নিকায়ের সুত্ত সংখ্যা M. Winternitz- এর মতে ২৩০৮টি এবং E. Hardy- এর মতে ২৩৪৪টি। অপরদিকে অঙ্গুত্তর নিকায় অট্ঠকথা সুমঙ্গল বিলাসিনী মতে এই সুত্ত সংখ্যা ৯৫৫৭টি। প্রায় একই কারণে সংযুক্ত নিকায়ের সুত্ত সংখ্যা ধরা হয়েছে ২৮৮৯টি।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে এ সকল সুত্ত একাদশ নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত; এবং প্রত্যেক নিপাত বা সুত্ত গুচ্ছ কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। প্রথম নিপাতের নাম- এক নিপাত, দুক নিপাত- এভাবে একাদশ নিপাত। নিপাতের সুত্তগুলোর অন্তর্ভুক্তিতে বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি; গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সংখ্যার সমতাকে; তাই এক নিপাত ভুক্ত সুত্ত সমূহের আলোচ্য বিষয় যা-ই হোক না কেন, এখানে প্রত্যেকটি সুত্তের উল্লেখে 'এক' শব্দটি অনিবার্যভাবে থাকতে হবে। অনুরূপভাবে- 'একাদশ নিপাতে' একাদশ শব্দটির উল্লেখই বিধৃত প্রত্যেকটি সুত্তে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কেন এ জাতীয় রীতি পদ্ধতির অনুসরণ? শুধু অঙ্গুত্তর নিকায়েই নহে, বলতে গেলে সমগ্র ত্রিপিটকের প্রায় ক্ষেত্রে পুনরুক্তির ন্যায় এ জাতীয় বিভাজন রীতি ও সবিশেষ লক্ষণীয়। আর এ সমুদয় রীতি পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য একটি, তা হচ্ছে; মুখে আবৃত্তির জন্যে স্মৃতিশক্তিতে ধারণের সুবিধার্থে।

সর্বাস্তিবাদীদের ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায়। চীনা বৌদ্ধগণ এই ত্রিপিটক রক্ষা করেন। এখানে অঙ্গুত্তর নিকায়কে নামাকরণ করা হয়েছে 'একোত্তরাগম'। কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক থেকে পালি অঙ্গুত্তর নিকায়ের সাথে সংস্কৃত 'একোত্তরাগম'- এর সাদৃশ্য খুবই সামান্য। পালি সুত্ত পিটকের চারি নিকায় (দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়) কে খৃস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'সংস্কৃত চারি আগম শাস্ত্র' হতে চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। 'একোত্তরাগম' কাশ্মীরী ভিক্ষু সংঘদেব কর্তৃক অপর কাশ্মীরী ভিক্ষু সংঘরক্ষিতের মৌখিক পাঠ হতে সংগ্রহ করে চীনা ভাষায় সম্পাদন করেছেন ৩৯৭ হতে ৩৯৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এই অনুবাদ পাঠে মনে হবে ভদন্ত সংঘদেব তোখরীয় ভিক্ষু ধর্মনন্দি (৩৮৪-৯০খৃঃ) সংকলিত সংস্করণই সবিশেষ অনুসরণ করেছেন তৎ অনুবাদে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গবেষকগণের কেহ কেহ মনে করেন অঙ্গুত্তর নিকায়ের সুত্ত সমূহ বিনয় পিটকের ঐতিহাসিক পটভূমি (Encyclopaedia of Buddhism; B.C.Law, Chronology of Pali Canon, Page. 33)। কারণ, এই অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাতিমোক্খ সহ বিনয় পিটকের অন্যান্য গ্রন্থের বহু বিধি বিধানের উল্লেখ আছে। Transaction of the Asiatic Society of Japan, 1908, xxxv. 11, pp. 83f- এর মধ্যে উল্লেখ আছে পালি অঙ্গুত্তর নিকায় এবং চৈনিক একোত্তরাগম যে অন্যান্য নিকায় গ্রন্থগুলোর চেয়ে নবীনতর তার প্রমাণ আছে গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উক্তিতে। বিশেষ করে অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে অন্যান্য নিকায় গ্রন্থের হুবহু উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সংযুক্ত নিকায়ের মার্গ সংযুক্তের অন্তর্গত 'মারধাতু' সুত্তের একটি গাথা অঙ্গুত্তর নিকায়ের মহাবগ্গের অন্তর্গত 'কালী সুত্তে' উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে সুত্তনিপাতের পরায়ণবগ্গের 'পুন্নকমানব পঞ্হো' এবং 'উদয় মানব পঞ্হ' এর কয়েকটি গাথা নামোল্লেখ সহ অঙ্গুত্তর নিকায়ের এক নিপাতের 'দেবদূতবগ্গে' গ্রহণ করা হয়েছে।

অপরদিকে অঙ্গুত্তর নিকায়ের বহু সুত্তে অভিধর্ম পিটকের বেশ কয়েক গ্রন্থের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, অভিধর্ম পিটকের ৪র্থ গ্রন্থ পুগ্গল পঞ্ঞত্তির একটি বিভাগ, অঙ্গুত্তর নিকায়ে হুবহু পাওয়া যায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর সূচনা হয়েছে অঙ্গুত্তর নিকায়ের মাধ্যমে। আর অঙ্গুত্তর নিকায়ের ক্রমিক শ্রেণী বিন্যাসই যেন অভিধর্ম পিটকের পরিকাঠামোর ভিত্তি তৈরী করেছিলেন।

সবশেষে বলা যায়, ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থের সুত্ত এবং গাথা অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাওয়া গেলেও, এ নিকায়ে বিধৃত প্রতিটি উক্তি যে স্বয়ং বুদ্ধের মুখ নিসৃতঃ এমনটি ধারণা করা যথার্থ নহে। তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে অঙ্গুত্তর নিকায়ের পঞ্চক নিপাতের অন্তর্গত মুণ্ডরাজ বর্গের সর্বশেষ সুত্তে। এই সুত্তে উল্লেখিত রাজা মুণ্ড বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৬০/৭০ বছর পরবর্তীকালের ব্যক্তি। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় ব্যবধান ও বিতর্কের যত কারণই থাক না কেন সুত্ত পিটকের বিষয় বস্তু, ভাষা, ও রচনা শৈলীর বিচারে অঙ্গুত্তর নিকায়ের অবদান গুরুত্বের সাথে অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমার সময় স্বল্পতার কারণে অঙ্গুত্তর নিকায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বিস্তারিত পর্যালোচনা- এখানে সম্ভব হলো না। তবুও যতটুকু দাঁড় করানো সম্ভব হলো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী মহোদয় লিখিত ভূমিকা এবং আয়ুষ্মান প্রজ্ঞাদর্শীর অনুদিত গ্রন্থের সার সংক্ষেপের সহায়তা নিয়ে আমি উভয়ের নিকটে এ কারণে কৃতজ্ঞ যে কোন অনুবাদ কর্মকে সফলতা দানের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত অনিবার্যভাবে পালন করতে হয়। তন্মধ্যে যে ভাষা হতে অনুবাদ করতে হবে, সেই ভাষার উপর দক্ষতা এবং যে ভাষায় অনুদিত হবে সেই ভাষার উপর দক্ষতা থাকা অত্যাবশ্যক। শুধু তা-ই নহে মূলের সৌন্দর্য অনুবাদে ধারণ করতে গেলে সাহিত্যের শৈল্পীক মননশীলতাও একটি অনিবার্য শর্ত। এ সকল গুণাবলী ক্রমান্বয়ে অর্জনের মতো মেধা, ও চর্চার বয়স এই তরুণ অনুবাদকের মাঝে যথেষ্ট আছে। আমি তাঁর সেই সুপ্ত প্রতিভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্!

২৫৫১ বুদ্ধবর্ষের
২৫শে বৈশাখ ১৪১৫ বাংলা
৮ই মে ২০০৮ খ্রীঃ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
গহিরা বৈজয়ন্ত শান্তিময় বিহার
রাউজান, চট্টগ্রাম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূচিপত্র

অঙ্গুত্তর নিকায় (৫ম নিপাত)

১। প্রথম পঞ্চাশক

১। শৈক্ষ্যবল বর্গ

বিষয় পৃষ্ঠা নং

(ক) সংখিত্ত সুত্তং– সংক্ষিপ্ত সূত্র.......... ০১

(খ) বিত্থত সুত্তং–বিস্তৃত সূত্র ০২

(গ) দুক্খ সুত্তং – দুঃখ সূত্র.......... ০৩

(ঘ) যথাভত সুত্তং–যথাবাহিত সূত্র.......... ০৩

(ঙ) সিক্খা সুত্তং – শিক্ষা সূত্র.......... ০৪

(চ) সমাপত্তি সুত্তং–সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র.......... ০৫

(ছ) কাম সুত্তং– কাম সূত্র.......... ০৫

(জ) চবণ সুত্তং- চ্যুতি সূত্র.......... ০৬

(ঝ) পঠম অগারব সুত্তং- প্রথম অগৌরব সূত্র.......... ০৭

(ঞ) দুতিয অগারব সুত্তং–দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র.......... ০৮

২. বলবর্গ

(ক) অননুস্সুত সুত্তং- অশ্রুতপূর্ব সূত্র.......... ০৯

(খ) কূট সুত্তং- কূট সূত্র.......... ১০

(গ) সংখিত্ত সুত্তং- সংক্ষিপ্ত সূত্র.......... ১০

(ঘ) বিত্থত সুত্তং- বিস্তৃত সূত্র.......... ১০

(ঙ) দট্ঠব্ব সুত্তং–দ্রষ্টব্য সূত্র.......... ১১

(চ) পুনকূট সুত্তং- পুনকূট সূত্র.......... ১২

(ছ) পঠম হিত সুত্তং–প্রথম হিত সূত্র.......... ১২

(জ) দুতিয হিত সুত্তং- দ্বিতীয় হিত সূত্র.......... ১৩

(ঝ) ততিয হিত সুত্তং–তৃতীয় হিত সূত্র.......... ১৩

(ঞ) চতুত্থ হিত সুত্তং–চতুর্থ হিত সূত্র.......... ১৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয় পৃষ্ঠা নং

৩। পঞ্চাঙ্গিক বর্গ

(ক) পঠম অগারব সুত্তং-প্রথম অগৌরব সূত্র ১৪
(খ) দুতিয অগারব সুত্তং-দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র ১৫
(গ) উপক্কিলেস সুত্তং উপক্লেশ সূত্র ১৫
(ঘ) দুস্সীল সুত্তং—দুঃশীল সূত্র ১৮
(ঙ) অনুগ্গহিত সুত্তং—অনুগৃহীত সূত্র ১৮
(চ) বিমুত্তাযতন সুত্তং—বিমুক্তায়তন সূত্র ১৯
(ছ) সমাধি সুত্তং—সমাধি সূত্র ২১
(জ) পঞ্চঙ্গিক সুত্তং—পঞ্চাঙ্গিক সূত্র ২১
(ঝ) চঙ্কম সুত্তং —চংক্রমণ সূত্র ২৬
(ঞ) নাগিত সুত্তং—নাগিত সূত্র ২৬

৪। সুমন বর্গ

(ক) সুমন সুত্তং - সুমন সূত্র ২৮
(খ) চুন্দী সুত্তং—চুন্দী সূত্র ৩০
(গ) উগ্গহ সুত্তং—উগ্গহ সূত্র ৩২
(ঘ) সীহ সেনাপতি সুত্তং—সিংহ সেনাপতি সূত্র ৩৪
(ঙ) দানানিসংস সুত্তং—দানের আনিশংস (সুফল) সূত্র ৩৬
(চ) কালদান সুত্তং—কালদান সূত্র ৩৭
(ছ) ভোজন সুত্তং—ভোজন সূত্র ৩৭
(জ) সদ্ধ সুত্তং—শ্রদ্ধা সূত্র ৩৮
(ঝ) পুত্ত সুত্তং—পুত্র সূত্র ৩৯
(ঞ) মহাসাল সুত্তং—মহাশাল সূত্র ৪০

৫। মুণ্ডরাজ বর্গ

(ক) আদিয সুত্তং—গ্রহনীয় সূত্র ৪১
(খ) সপ্পুরিস সুত্তং—সৎপুরুষ সূত্র ৪৩
(গ) ইট্ঠ সুত্তং—ইষ্ট সূত্র ৪৪
(ঘ) মনাপদাযী সুত্তং—মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র ৪৫

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) পুঞ্ঞাভিসন্দ সুত্তং–পুণ্যফল সূত্র........ ৪৮
(চ) সম্পদা সুত্তং–সম্পদ সূত্র........ ৪৯
(ছ) ধন সুত্তং–ধন সূত্র........ ৪৯
(জ) অভিণ্হপচ্চবেক্খিতব্বঠান সুত্তং–অলভ্যণীয় স্থান সূত্র........ ৫১
(ঝ) কোসল সুত্তং–কোশল সূত্র........ ৫৫
(ঞ) নারদ সুত্তং–নারদ সূত্র........ ৬১

২। দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) নীবরণ বর্গ

(ক) আবরন সুত্তং–আবরণ সূত্র........ ৬৯
(খ) অকুসলরাসি সুত্তং–অকুশলরাশি সূত্র........ ৭০
(গ) পধানিযঙ্গ সুত্তং–প্রধানের অঙ্গ সূত্র........ ৭০
(ঘ) সময় সুত্তং–সময় সূত্র........ ৭১
(ঙ) মাতাপুত্ত সুত্তং–মাতাপুত্র সূত্র........ ৭২
(চ) উপজ্ঝায সুত্তং–উপাধ্যায় সূত্র........ ৭৫
(ছ) অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বঠান সুত্তং–
বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র........ ৭৬
(জ) লিচ্ছবি কুমারক সুত্তং– লিচ্ছবী কুমার সূত্র........ ৮০
(ঝ) পঠম বুড্ঢপব্বজিত সুত্তং–প্রথম বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র........ ৮৩
(ঞ) দুতিয বুড্ঢ পব্বজিত সুত্তং– দ্বিতীয় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র........ ৮৪

(৭) ২। সঞ্ঞা বর্গ

(ক) পঠম সঞ্ঞা সুত্তং–প্রথম সংজ্ঞা সূত্র........ ৮৪
(খ) দুতি সঞ্ঞা সুত্তং–দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র........ ৮৪
(গ) পঠম বড্ঢি সুত্তং–প্রথম বৃদ্ধি সূত্র........ ৮৫
(ঘ) দুতিয বড্ঢি সুত্তং–দ্বিতীয় বৃদ্ধি সূত্র........ ৮৫
(ঙ) সাকচ্ছ সুত্তং–আলোচনা সূত্র........ ৮৬
(চ) সাজীব সুত্তং–সাজীব সূত্র........ ৮৬
(ছ) পঠম ইদ্ধিপাদ সুত্তং–প্রথম ঋদ্ধিপাদ সূত্র........ ৮৬
(জ) দুতিয ইদ্ধিপাদ সুত্তং–দ্বিতীয় ঋদ্ধিপাদ সূত্র........ ৮৭

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) নিব্বিদা সুত্তং–নির্বেদ সূত্র.. ৮৯
(ঞ) আসবক্খয় সুত্তং–আস্রবক্ষয় সূত্র.. ৯০

(৮) ৩। যোদ্ধা বর্গ

(ক) পঠম চেতোবিমুত্তিফল সুত্তং–প্রথম চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র................ ৯০
(খ) দুতিয় চেতোবিমুত্তি ফল সুত্তং– দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তি ফল সূত্র.......... ৯১
(গ) পঠম ধম্মবিহারী সুত্তং– প্রথম ধর্ম বিহারী........................... ৯৩
(ঘ) দুতিয় ধম্মবিহারী সুত্তং–দ্বিতীয় ধর্ম বিহারী সূত্র....................... ৯৪
(ঙ) পঠম যোধাজীব সুত্তং–প্রথম যোদ্ধা সূত্র.............................. ৯৫
(চ) দুতিয় যোদ্ধাজীব সুত্তং–দ্বিতীয় যোদ্ধা সূত্র............................ ৯৯
(ছ) পঠম অনাগত ভয় সুত্তং–প্রথম অনাগত ভয় সূত্র....................... ১০৬
(জ) দুতিয় অনাগত ভয় সুত্তং– দ্বিতীয় অনাগত সূত্র....................... ১০৮
(ঝ) ততিয় অনাগত ভয় সুত্তং– তৃতীয় অনাগত ভয় সূত্র.................... ১১০
(ঞ) চতুত্থ অনাগত ভয় সুত্তং– চতুর্থ অনাগত ভয় সূত্র.................... ১১২

৯। (৪) স্থবির বর্গ

(ক) রজনীয় সুত্তং–প্রলোভন সূত্র.. ১১৪
(খ) বীতরাগ সুত্তং–বীতরাগ সূত্র.. ১১৪
(গ) কুহক সুত্তং–প্রতারক সূত্র.. ১১৫
(ঘ) অস্সদ্ধ সুত্তং–অশ্রদ্ধ সূত্র.. ১১৫
(ঙ) অক্খম সুত্তং–অক্ষম সূত্র.. ১১৬
(চ) পটিসম্ভিদাপত্ত সুত্তং–প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সূত্র............................ ১১৬
(ছ) সীলবন্ত সুত্তং–শীলবান সূত্র.. ১১৬
(জ) থের সুত্তং–স্থবির সূত্র.. ১১৭
(ঝ) পঠম সেখ সুত্তং–প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র.. ১১৮
(ঞ) দুতিয় সেখ সুত্তং– দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র.................................. ১১৯

১০. ৫। ককুধ বর্গ

(ক) পঠম সম্পদা সুত্তং– প্রথম সম্পদ সূত্র................................ ১২০
(খ) দুতিয় সম্পদা সুত্তং– দ্বিতীয় সম্পদ সূত্র............................... ১২১
(গ) ব্যাকরণ সুত্তং– ব্যাখ্যা সূত্র.. ১২১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) ফাসুবিহার সুত্তং–সুখ বিহার সূত্র.. ১২১
(ঙ) অকুপ্প সুত্তং–স্থির সূত্র.. ১২২
(চ) সুতধর সুত্তং–শ্রুতধর সূত্র.. ১২২
(ছ) কথা সুত্তং–কথা সূত্র.. ১২২
(জ) আরঞ্ঞক সুত্তং– আরণ্যিক সূত্র.. ১২৩
(ঝ) সীহ সুত্তং– সিংহ সূত্র.. ১২৩
(ঞ) ককুধ থের সুত্তং–ককুধ স্থবির সূত্র.. ১২৪

তৃতীয় পঞ্চাশক

১১.১। সুখ বিহার বর্গ

(ক) সারজ্জ সুত্তং –দৌর্মনস্য সূত্র.. ১২৮
(খ) উসসঙ্কিত সুত্তং– সন্দিগ্ধ সূত্র.. ১২৮
(গ) মহাচোর সুত্তং– মহাচোর সূত্র.. ১২৯
(ঘ) সমন সুখুমাল সুত্তং–সুকোমল শ্রামণ সূত্র.. ১৩১
(ঙ) ফাসুবিহার সুত্তং– সুখ বিহার সূত্র.. ১৩২
(চ) আনন্দ সুত্তং– আনন্দ সূত্র.. ১৩২
(ছ) সীল সুত্তং– শীল সূত্র.. ১৩৪
(জ) অসেখ সুত্তং–অশৈক্ষ্য সূত্র.. ১৩৪
(ঝ) চাতুদ্দিস সুত্তং– চতুর্দিকস্থ সূত্র.. ১৩৪
(ঞ) অরঞ্ঞ সুত্তং–অরণ্য সূত্র.. ১৩৫

১২.২। অন্ধক বিন্দ বর্গ

(ক) কুলুপক সুত্তং– কুলগামী সূত্র.. ১৩৬
(খ) পচ্ছাসমন সুত্তং–পশ্চাৎগামী শ্রামণ সূত্র.. ১৩৬
(গ) সম্মাসমাধি সুত্তং– সম্যক সমাধি সূত্র.. ১৩৭
(ঘ) অন্ধকবিন্দ সুত্তং–অন্ধকবিন্দ সূত্র.. ১৩৭
(ঙ) মচ্ছরিনী সুত্তং মৎসরী সূত্র.. ১৩৮
(চ) বণ্ণনা সুত্তং–প্রশংসা সূত্র.. ১৩৯
(ছ) ইস্সুকিনী সুত্তং–ঈর্ষাকারিনী সূত্র.. ১৩৯
(জ) মিচ্ছাদিট্ঠিক সুত্তং–মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র.. ১৪০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) মিচ্ছাবাচা সুত্তং–মিথ্যাবাক্য সূত্র................................ ১৪০
(ঞ) মিচ্ছাবাযাম সুত্তং–মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্র................................ ১৪১

১৩.৩। গিলান বা গ্লান বর্গ

(ক) গিলান সুত্তং–গ্লান সূত্র................................ ১৪১
(খ) সতিসূপট্ঠিত সুত্তং–স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র................................ ১৪২
(গ) পঠম উপট্ঠক সুত্তং-প্রথম সেবক সূত্র................................ ১৪২
(ঘ) দুতিয় উপট্ঠাক সুত্তং– দ্বিতীয় সেবক সূত্র................................ ১৪৩
(ঙ) পঠম অনাযুস্সা সুত্তং– প্রথম অল্পায়ু সূত্র................................ ১৪৪
(চ) দুতিয় অনাযুস্সা সুত্তং–দ্বিতীয় অল্পায়ু সূত্র................................ ১৪৪
(ছ) বপকাস সুত্তং–বপকাশ (একাকী অবস্থান) সূত্র................................ ১৪৪
(জ) সমন সুখ সুত্তং– শ্রামণ্য সুখ সূত্র................................ ১৪৫
(ঝ) পরিকুপ্প সুত্তং– বিক্ষুব্ধ সূত্র................................ ১৪৫
(ঞ) ব্যসন সুত্তং–বিনাশ সূত্র................................ ১৪৬

১৪.৪। রাজা বর্গ

(ক) পঠম চক্কানুবত্তন সুত্তং–প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র................................ ১৪৬
(খ) দুতিয় চক্কানুবত্তন সুত্তং– দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র................................ ১৪৭
(গ) ধম্মরাজা সুত্তং–ধর্মরাজা সূত্র................................ ১৪৭
(ঘ) যস্সং দিসং সুত্তং– যেই দিক সূত্র................................ ১৪৯
(ঙ) পঠম পত্থনা সুত্তং–প্রথম প্রার্থনা সূত্র................................ ১৫০
(চ) দুতিয় পত্থনা সুত্তং– দ্বিতীয় প্রার্থনা সূত্র................................ ১৫১
(ছ) অপ্পংসুপতি সুত্তং– অল্প নিদ্রাগত সূত্র................................ ১৫৩
(জ) ভত্তাদক সুত্তং– বহুভোজী সূত্র................................ ১৫৩
(ঝ) অক্খম সুত্তং– অক্ষম সূত্র................................ ১৫৪
(ঞ) সোত সুত্তং- শ্রোত্র সূত্র................................ ১৫৮

(১৫) ৫. ত্রিকন্টকী বর্গ

(ক) অবজানাতি সুত্তং– অবজ্ঞা সূত্র................................ ১৬০
(খ) আরভতি সুত্তং– অপরাধ করা সূত্র................................ ১৬১
(গ) সারন্দদ সুত্তং– সারন্দদ সূত্র................................ ১৬৩

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঘ) তিকন্টকী সুত্তং– ত্রিকন্টকী সূত্র.. ১৬৪
(ঙ) নিরয় সুত্তং– নিরয় সূত্র.. ১৬৫
(চ) মিত্ত সুত্তং– মিত্র সূত্র.. ১৬৬
(ছ) অসপ্পুরিস দান সুত্তং– অসৎপুরুষ দান সূত্র.. ১৬৬
(জ) সপ্পুরিসদান সুত্তং– সৎপুরুষ দান সূত্র.. ১৬৭
(ঝ) পঠম সময়বিমুত্ত সুত্তং– ১ম সময় বিমুক্ত সূত্র.. ১৬৭
(ঞ) দুতিয় সময় বিমুত্ত সুত্তং– ২য় সময় বিমুক্ত সূত্র.. ১৬৮

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬). ১ সদ্ধর্ম বর্গ

(ক) পঠম সম্মত্তনিয়াম সুত্তং– প্রথম সম্যক পথ সূত্র.. ১৬৯
(খ) দুতিয় সম্মত্তনিয়াম সুত্তং–দ্বিতীয় সম্যকপথ সূত্র.. ১৬৯
(গ) ততিয় সম্মত্তনিয়াম সুত্তং– তৃতীয় সম্যকপথ সূত্র.. ১৭০
(ঘ) পঠম সদ্ধম্মসম্মোস সুত্তং– ১ম সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র.. ১৭০
(ঙ) দুতিয় সদ্ধম্মসম্মোস সুত্তং– দ্বিতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র.. ১৭১
(চ) ততিয় সদ্ধম্ম সম্মোহ সুত্তং– তৃতীয় সদ্ধর্ম সমোহ সূত্র.. ১৭২
(ছ) দুক্কথা সুত্তং– অপালাপ সূত্র.. ১৭৪
(জ) সারজ্জ সুত্তং– দৌর্মনস্য সূত্র.. ১৭৬
(ঝ) উদায়ী সুত্তং– উদায়ী সূত্র.. ১৭৬
(ঞ) দুপ্পটিবিনোদয় সুত্তং– দূর্দমনীয় সূত্র.. ১৭৭

(১৭)২. আঘাত বর্গ

(ক) পঠম আঘাত পটিবিনয় সুত্তং– প্রথম আঘাত অপসারণ সূত্র.. ১৭৭
(খ) দুতিয় আঘাত পটিবিনয় সুত্তং– দ্বিতীয় আঘাত অপসারণ সূত্র.. ১৭৮
(গ) সাকচ্ছ সুত্তং– আলোচনা সূত্র.. ১৮১
(ঘ) সাজীব সুত্তং– সাজীব সূত্র.. ১৮২
(ঙ) পঞ্হপুচ্ছা সুত্তং– প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সূত্র.. ১৮২
(চ) নিরোধ সুত্তং– নিরোধ সূত্র.. ১৮৩
(ছ) চোদনা সুত্তং– দোষারোপ সূত্র.. ১৮৭
(জ) সীল সুত্তং– শীল সূত্র.. ১৯০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) খিপ্পনিসন্তি সুত্তং– দ্রুত মনোযোগ সূত্র.............................. ১৯১
(ঞ) ভদ্দজি সুত্তং– ভদ্দজি সূত্র.. ১৯১

(১৮)৩. উপাসক বর্গ

(ক) সারজ্জ সুত্তং– দৌর্মনস্য সূত্র.. ১৯৩
(খ) বিসারদ সুত্তং– বিশারদ সূত্র... ১৯৩
(গ) নিরয় সুত্তং– নিরয় সূত্র.. ১৯৪
(ঘ) বের সুত্তং– বৈর সূত্র.. ১৯৪
(ঙ) চণ্ডাল সুত্তং– চণ্ডাল সূত্র.. ১৯৬
(চ) পীতি সুত্তং– প্রীতি সূত্র... ১৯৬
(ছ) বণিজ্জা সুত্তং– বাণিজ্য সূত্র.. ১৯৭
(জ) রাজা সুত্তং– রাজা সূত্র.. ১৯৮
(ঝ) গিহি সুত্তং– গৃহী সূত্র.. ২০০
(ঞ) গবেসী সুত্তং– গবেসী সূত্র.. ২০৩

(১৯) ৪. অরণ্যবর্গ

(ক) আরঞ্ঞিক সুত্তং– আরণ্যিক সূত্র...................................... ২০৭
(খ) চীবর সুত্তং– চীবর সূত্র... ২০৭
(গ) রুক্খমূলিক সুত্তং– বৃক্ষমূলিক সূত্র.................................... ২০৮
(ঘ) সোসানিক সুত্তং– শ্মশানিক সূত্র....................................... ২০৯
(ঙ) অব্ভোকাসিক সুত্তং– উন্মুক্ত স্থানেবাসকারী সূত্র..................... ২০৯
(চ) নেসজ্জিক সুত্তং– নৈশর্য্যিক সূত্র...................................... ২১০
(ছ) যথাসন্থতিক সুত্তং– যথাসন্থতিক সূত্র................................. ২১১
(জ) একাসনিক সুত্তং– একাসনিক সূত্র..................................... ২১১
(ঝ) খলুপচ্ছাভত্তিক সুত্তং– খলুপচ্ছাভত্তিক সূত্র.......................... ২১২
(ঞ) পত্তপিণ্ডিক সুত্তং– পাত্রপিণ্ডিক সূত্র.................................. ২১৩

(২০).৫ ব্রাহ্মণ বর্গ

(ক) সোণ সুত্তং– কুকুর সূত্র.. ২১৪
(খ) দোণ ব্রাহ্মণ সুত্তং– দ্রোণ ব্রাহ্মণ সূত্র................................ ২১৫
(গ) সঙ্গারব সুত্তং– সঙ্গারব সূত্র.. ২২১

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) কারণপালী সুত্তং– কারণ পালী সূত্র....................................... ২২৬
(ঙ) পিঙ্গিয়ানী সুত্তং– পিঙ্গিয়ানী সূত্র....................................... ২২৮
(চ) মহাসুপিন সুত্তং– মহাস্বপ্ন সূত্র....................................... ২২৯
(ছ) বস্‌স সুত্তং– বর্ষা সূত্র....................................... ২৩১
(জ) বাচা সুত্তং– বাক্য সূত্র....................................... ২৩২
(ঝ) কুল সুত্তং– কুল সূত্র....................................... ২৩২
(ঞ) নিস্‌সরণীয সুত্তং– নিঃসরণীয় সূত্র....................................... ২৩৩

পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. কিমিল বর্গ

(ক) কিমিল সুত্তং– কিমিল সূত্র....................................... ২৩৫
(খ) ধম্মস্‌সবণ সুত্তং– ধর্মশ্রবণ সূত্র....................................... ২৩৫
(গ) অস্‌সাজানীয সুত্তং– উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র....................................... ২৩৬
(ঘ) বল সুত্তং– বল সূত্র....................................... ২৩৬
(ঙ) চেতোখিল সুত্তং– চেতোখিল সূত্র....................................... ২৩৬
(চ) চেতসো বিনিবন্ধা সুত্তং– চিত্ত বন্ধন সূত্র....................................... ২৩৭
(ছ) যাগু সুত্তং– যাগু সূত্র....................................... ২৩৯
(জ) দন্তকট্ঠ সুত্তং– দন্তকাষ্ঠ সূত্র....................................... ২৩৯
(ঝ) গীতস্‌সর সুত্তং– গীতস্বর সূত্র....................................... ২৩৯
(ঞ) মুট্ঠস্‌সতি সুত্তং– বিস্মরণশীল সূত্র....................................... ২৪০

(২২) ২. আক্রোশকারী বর্গ

(ক) অক্কোসক সুত্তং– আক্রোশকারী সূত্র....................................... ২৪০
(খ) ভণ্ডনকারক সুত্তং– ঝগড়াকারী সূত্র....................................... ২৪১
(গ) সীল সুত্তং– শীল সূত্র....................................... ২৪১
(ঘ) বহুভাণি সুত্তং– বহুভাষী সূত্র....................................... ২৪২
(ঙ) পঠম অক্খন্তি সুত্তং– ১ম ক্ষান্তিহীন সূত্র....................................... ২৪৩
(চ) দুতিয অক্খন্তি সুত্তং– ২য় ক্ষান্তিহীন সূত্র....................................... ২৪৩
(ছ) পঠম অপাসাদিক সুত্তং– ১ম অপ্রাসাদিক সূত্র....................................... ২৪৩
(জ) দুতিয অপাসাদিক সুত্তং– ২য় অপ্রাসাদিক সূত্র....................................... ২৪৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) অগ্গি সুত্তং- অগ্নি সূত্র.. ২৪৪
(ঞ) মধুরা সুত্তং- মধুরা সূত্র.. ২৪৫

(২৩) ৩. দীর্ঘ পর্যটন বর্গ

(ক) পঠম দীঘচারিক সুত্তং- প্রথম দীর্ঘ পর্যটন সূত্র........................ ২৪৫
(খ) দুতিয় দীঘচারিক সুত্তং- দ্বিতীয় দীর্ঘ পর্যটন সূত্র........................ ২৪৬
(গ) অতিনিবাস সুত্তং- দীর্ঘ অবস্থান সূত্র.. ২৪৬
(ঘ) মচ্ছরী সুত্তং- মৎসরী (ঈর্ষাকারী) সূত্র.. ২৪৭
(ঙ) পঠম কুলূপক সুত্তং- প্রথম কুলগামী সূত্র.. ২৪৭
(চ) দুতিয় কুলূপক সুত্তং- দ্বিতীয় কুলগামী সূত্র.. ২৪৭
(ছ) ভোগ সুত্তং- ভোগ্যসম্পদ সূত্র.. ২৪৮
(জ) উস্সূরভত্ত সুত্তং- মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র.. ২৪৮
(ঝ) পঠম কণ্হসপ্প সুত্তং- ১ম কৃষ্ণসাপ সূত্র.. ২৪৯
(ঞ) দুতিয় কণ্হসপ্প সুত্তং- ২য় কৃষ্ণসাপ সূত্র.. ২৪৯

(২৪) ৪. আবাসিক বর্গ

(ক) আবাসিক সুত্তং- আবাসিক সূত্র.. ২৫০
(খ) পিয় সুত্তং- প্রিয় সূত্র.. ২৫০
(গ) সোভন সুত্তং- শোভন সূত্র.. ২৫১
(ঘ) বহুপকার সুত্তং- বহুপকার সূত্র.. ২৫১
(ঙ) অনুকম্প সুত্তং- অনুকম্পা সূত্র.. ২৫২
(চ) পঠম অবণ্ণারহ সুত্তং- প্রথম অপরাধের শাস্তি সূত্র........................ ২৫২
(ছ) দুতিয় অবণ্ণারহ সুত্তং- দ্বিতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র........................ ২৫৩
(জ) ততিয় অবণ্ণারহ সুত্তং তৃতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র........................ ২৫৩
(ঝ) পঠম মচ্ছরিয সুত্তং- প্রথম মাৎসর্য সূত্র.. ২৫৪
(ঞ) দুতিয় মচ্ছরিয সুত্তং-দ্বিতীয় মাৎসর্য সূত্র.. ২৫৪

(২৫) ৫. দুশ্চরিত্র বর্গ

(ক) পঠম দুচ্চরিত সুত্তং- প্রথম দুশ্চরিত্র সূত্র.. ২৫৫
(খ) পঠম কাযদুচ্চরিত সুত্তং- প্রথম কায় দুশ্চরিত্র সূত্র........................ ২৫৫
(গ) পঠম বচী দুচ্চরিত সুত্তং- প্রথম বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র........................ ২৫৬

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) পঠম বচী দুচ্চরিত সুত্তং– প্রথম মন দুশ্চরিত্র সূত্র...................... ২৫৬
(ঙ) দুতিয দুচ্চরিত্র সুত্তং– দ্বিতীয় দুশ্চরিত্র সূত্র.............................. ২৫৭
(চ) দুতিয কাযদুচ্চরিত সুত্তং– দ্বিতীয় কায় দুশ্চরিত্র সূত্র..................... ২৫৭
(ছ) দুতিয বচীদুচ্চরিত সুত্তং– দ্বিতীয় বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র.................. ২৫৭
(জ) দুতিয মনোদুচ্চরিত্র সুত্তং– দ্বিতীয় মনদুশ্চরিত্র সূত্র..................... ২৫৮
(ঝ) সিবথিক সুত্তং– সিবথিকা শ্মশান সূত্র.. ২৫৮
(ঞ) পুক্কালপ্পসাদ সুত্তং– পুদ্গল প্রসাদ সূত্র.. ২৫৯

(২৬) ৬. উপসম্পদা বর্গ

(ক) উপসম্পাদেতব্ব সুত্তং– উপসম্পদাতব্য সূত্র.......................... ২৬১
(খ) নিস্সয সুত্তং– নিশ্রয় সূত্র... ২৬১
(গ) সামণের সুত্তং– শ্রামণের সূত্র.. ২৬১
(ঘ) পঞ্চমচ্ছরিয সুত্তং– পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র.. ২৬২
(ঙ) মচ্ছরিযপ্পহান সুত্তং– মাৎসর্যের প্রহান সূত্র..................................... ২৬২
(চ) পঠম ঝান সুত্তং প্রথম ধ্যান সূত্র.. ২৬২
(ছ-ড) দুতিয ঝান সুত্তাদি সত্তকং– ২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক................ ২৬৩
(ঢ) অপর পঠম ঝান সুত্তং– অপর ১ম ধ্যান সূত্র.................................. ২৬৩
(ত-ফ) অপর দুতিয ঝান সুত্তাদি সত্তক–অপর ২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক.... ২৬৪

১. সম্মুতি পেয্যালং– সম্মতি ইত্যাদি

(ক) ভত্তুদ্দেসক সুত্তং– ভোজন উদ্দেশক সূত্র.................................... ২৬৪
(খ–ঢ) সেনাসন পঞ্ঞাপক সুত্তাদিতেরসকং–
শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক............................... ২৬৬

১. সিক্খাপদ পেয্যালং– শিক্ষাপদ ইত্যাদি

(ক) ভিক্খু সুত্তং– ভিক্ষু সূত্র.. ২৯০
(খ–ছ) ভিক্খুণী সুত্তাদি ছক্কং– ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক......................... ২৯০
(জ) আজীবক সুত্তং– আজীবক সূত্র.. ২৯১
(ঝ-থ) নিগণ্ঠ সুত্তাদি নবকং– নিগ্রন্থ সূত্রাদি নবক.............................. ২৯১
৩. রাগপেয্যাল - রাগ ইত্যাদি.. ২৯২
তত্রিদং বগ্গুদ্দানং.. ২৯৪

Visit: http://www.buddhistdownload.com

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অঙ্গুত্তর নিকায়

(পঞ্চম নিপাত)

'নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স'

১। প্রথম পঞ্চাশক

১। শৈক্ষ্যবল বর্গ

(ক) সংখিত্ত সুত্তং– সংক্ষিপ্ত সূত্র

১.১ আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর[১] অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহবান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন–

২। "ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্যবল[২] পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল সমূহ কি কি? যথা– শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্রাপ্য (পাপে ভয়) বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল ভিক্ষুগণ! এ সমস্ত হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে – 'আমরা শৈক্ষ্যবল যথা- শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্রাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হব।' ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

ভগবান এরূপ বললে সন্তুষ্ট চিত্তে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন করলেন।

সংক্ষিপ্ত সূত্র সমাপ্ত

১। সবত্থ নামক ঋষির আবাসস্থল কিংবা সমস্ত বস্তু এই নগরে পাওয়া যেত বলে পালি নাম 'সাবত্থি'। এর বর্তমান নাম সাহেট-মহেট। বলরামপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে এর ব্যবধান মাত্র ৮ মাইল। অনাথপিণ্ডিক নামে প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রেষ্ঠী সুদত্ত জেত নামক রাজকুমার হতে ১৮ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে উদ্যান ক্রয় করে, সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত হয়েছিল বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়।

২। **অশৈক্ষ্য** বলতে অরহতদের বুঝায়। করণীয় কার্য সমাধা হয়েছে বিধায় তাঁরা অশৈক্ষ্য অর্থাৎ তাদের দুঃখমুক্তির জন্য আর কোন করণীয় নাই। এই অরহতগণ ব্যতীত অন্য সকলেই শৈক্ষ্য **অর্থাৎ শিক্ষার্থী**। আর 'বল' বা পালিতে 'বলানি' বলতে শক্তিকে বুঝায়। এই 'বলানি' শব্দের ব্যবহার অন্যান্য গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। যথা- D. iii, 253; M.ii.12 এবং অত্র নিপাতের পঞ্চম পঞ্চাশকের কিমিল বর্গের প্রথম সূত্রে শৈক্ষ্যবল সম্পর্কে উক্ত আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) বিত্থত সুত্তং—বিস্তৃত সূত্র

২.১। "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার শৈক্ষবল সমূহ কি কি? যথা— শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্রাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল।

২। হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল হয়— 'ইনি সেই ভগবান অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠসারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাবল।

৩। হে ভিক্ষুগণ! লজ্জাবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন হয়। কায় দুশ্চরিত্রে, বাক্‌দুশ্চরিত্রে ও মনোদুশ্চরিত্রে লজ্জিত হয় এবং পাপ অকুশল ধর্ম সম্পাদনে লজ্জিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় লজ্জাবল।

৪। হে ভিক্ষুগণ! ঔত্রাপ্যবল (পাপে ভয়) কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক (পাপের প্রতি) ভয় সম্পন্ন হয়। কায় দুশ্চরিত্র, বাক্‌দুশ্চরিত্র, ও মনোদুশ্চরিত্রে ভীত হয় এবং পাপ অকুশল ধর্ম সম্পাদনে ভীত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় ঔত্রাপ্যবল।

৫। হে ভিক্ষুগণ! বীর্যবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরব্ধ বীর্যসম্পন্ন হয়। অকুশল ধর্ম প্রহাণে এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে দায়িত্বভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় বীর্যবল।

৬। হে ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয় ও বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখ ক্ষয়গামিনী আর্য নির্বেধিক (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাবল।"

১। কায় দুশ্চরিত্র বলতে কায় দ্বারা সম্পাদিত হয় এরূপ ত্রিবিধ বিষয়কে বুঝায়। যথা: প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার। বাক্‌দুশ্চরিত্র বলতে মিথ্যা, কর্কশ, বৃথা ও ভেদবাক্য এই চতুর্বিধ এবং মনোদুশ্চরিত্র বলতে লোভ, দ্বেষ, মোহকে বুঝায়।

২। বিদর্শনের যে ষোল প্রকার স্তরের মধ্যে এই নির্বেধ একটি। সংস্কার ধর্মকে অনিত্যরূপে দর্শনের ফলে যোগী বিষয়সমূহের প্রতি উদাসীন ও উৎকণ্ঠিত হন। বিশুদ্ধ জ্ঞানে যোগী দেহের প্রতি অনাসক্ত ভাব পোষণ করেন। যেহেতু যোগীর মধ্যে নির্বেদ ভাব জাগ্রত হয়, এই নির্বেদকে প্রজ্ঞার নির্বেদ এর নামান্তর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। হে ভিক্ষুগণ! এ সকল হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষবল। তজ্জন্য, ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে— 'আমরা শৈক্ষবল যথা শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্রাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হব।' ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

বিস্তৃত সূত্র সমাপ্ত

(গ) দুক্খ সুত্তং — দুঃখ সূত্র

৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তি মানসিক যন্ত্রণা (অনুশোচনা) ও বাধিত হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহ ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিই প্রত্যাশিত। সেই পঞ্চবিধ ধর্মসমূহ কি কি?

যেমন, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, নির্লজ্জ, অনপত্রাপী (পাপে ভয়হীন), হীনবীর্য (বা অলস) এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহ জীবনেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে, বিরক্তি মানসিক যন্ত্রণা (অনুশোচনা) ও বাধিত হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহ ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতিই প্রত্যাশিত।

২। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তিহীন, অনুশোচনাহীন ও বেদনাহীন হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহ ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিই প্রত্যাশিত। সেই পঞ্চবিধ ধর্মসমূহ কি কি?

যেমন, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, লজ্জাসম্পন্ন, পাপে ভয়সম্পন্ন, নিরলস এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু ইহজীবনেই সুখ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং বিরক্তিহীন, অনুশোচনাহীন ও বেদনাহীন হয়ে অবস্থান করে। তার নিকট দেহ ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিই প্রত্যাশিত।"

দুঃখ সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) যথাভত[১] সুত্তং—যথাবাহিত সূত্র

৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

১। শ্যামদেশ কর্তৃক সম্পাদিত পালি বইয়ে 'কতং'; P.T.S. এর সম্পাদনায় 'ভতং' থাকলেও ষষ্ঠ সংগায়ন সম্পাদনায় 'যথাভতং' শব্দটিই গৃহীত হয়েছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, নির্লজ্জ, অনপত্রাপী (পাপে ভয়হীন), হীনবীর্য (বা অলস) এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

২। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে স্বর্গে গমন করে। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

যেমন, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান, লজ্জাসম্পন্ন, পাপে ভয়সম্পন্ন, নিরলস এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্মে সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু উপযুক্ত সময়ে স্বর্গে গমন করে।"

যথাবাহিত সূত্র সমাপ্ত

(৬) সিক্খা সুত্তং – শিক্ষা সূত্র

৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী প্রজ্ঞপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ পরিত্যাগ করে হীন গৃহী জীবনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে আত্ম দোষারোপ ও নিন্দার জন্য পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কি কি?

২। (সে চিন্তা করে) তোমার মধ্যে কুশল ধর্মরূপ শ্রদ্ধা ছিল না, লজ্জা, উত্রাপ্য, বীর্য এবং প্রজ্ঞা ছিল না। ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী প্রজ্ঞপ্ত শিক্ষাপদ সমূহ পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ইহজীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে আত্ম দোষারোপ ও নিন্দার জন্য এই পাঁচটি বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়।

৩। পুনশ্চ, যদি কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) সহ্য করে অশ্রুপূর্ণ চোখে ক্রন্দন করতে করতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে তাহলে ইহ জীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রশংসার জন্য পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়। সেই পাঁচ প্রকার কি কি?

৪। (সে চিন্তা করে) তোমাতে কুশল ধর্মরূপ শ্রদ্ধা ছিল, লজ্জা, উত্রাপ্য, বীর্য ও প্রজ্ঞা ছিল। ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী দুঃখ, দৌর্মনস্য (বিষাদ) সহ্য করে অশ্রুপূর্ণ চোখে ক্রন্দন করতে করতে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য আচরণ করে তাহলে ইহ জীবনেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রশংসার জন্য এই পঞ্চবিধ বিষয় তার নিকট উপস্থিত হয়।"

শিক্ষা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) সমাপত্তি সুত্তং-সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র

৬.১ "হে ভিক্ষুগণ! যাবৎ কুশল ধর্মসমূহে শ্রদ্ধা থাকে তাবৎ অকুশল ধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হয় তখন বীতশ্রদ্ধা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশল ধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ! যাবৎ কুশল ধর্মসমূহে (পাপের প্রতি) লজ্জা থাকে তাবৎ অকুশল ধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন (পাপের প্রতি) লজ্জা অন্তর্হিত হয় তখন নির্লজ্জতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশল ধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ! যাবৎ কুশল ধর্মসমূহে (পাপের প্রতি) ভয় থাকে তাবৎ অকুশল ধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন (পাপের প্রতি) ভয় অন্তর্হিত হয় তখন নির্ভয়তা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশল ধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ! যাবৎ কুশল ধর্মসমূহে উৎসাহ বা উদ্যম থাকে তাবৎ অকুশল ধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন উৎসাহ বা উদ্যম অন্তর্হিত হয় তখন অনুৎসাহ বা অলসতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশল ধর্মের সফলতা হয়।

ভিক্ষুগণ! যাবৎ কুশল ধর্মসমূহে প্রজ্ঞা থাকে তাবৎ অকুশল ধর্মের সাফল্য বা সমাপত্তি হয় না। কিন্তু যখন প্রজ্ঞা অন্তর্হিত হয় তখন দুষ্প্রাজ্ঞতা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তা স্থিত হয়। অতঃপর অকুশল ধর্মের সফলতা হয়।"

সমাপত্তি বা সাফল্য সূত্র সমাপ্ত

(ছ) কাম সুত্তং- কাম সূত্র

৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! প্রায় সকল সত্ত্বগণই কাম্য বিষয়ে[1] (অনুরক্ত) লালায়িত। ভিক্ষুগণ! কুলপুত্র কাস্তে ও বহন দণ্ড ত্যাগ করে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হলে তার প্রতি ইহাই যথার্থ বচন যে 'শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত কুলপুত্র।' তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! তারুণ্য যৌবনের দ্বারা যে কোন কাম লব্ধ হয়। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ! হীন কাম, মধ্যম কাম এবং উৎকৃষ্ট কাম[2] এ সমস্ত কামই কামরূপে বিবেচিত। যেমন, ভিক্ষুগণ! উত্তানশায়ী অবোধ ছোট

১। কামেসু লালিতাতি- বা কাম্য বিষয়ে লালায়িত বলতে বস্তুকাম ও ক্লেশকামে লালায়িত এবং প্রতিবদ্ধকেই বুঝায়। (অর্থকথা)

২। হীনকামাদি- পঞ্চবিধ নীচকুলে জাতদের কামকে হীনকাম বলে। মজ্ঝিম কামাদি বা মধ্যম কাম বলতে মধ্যম শ্রেণীর কাম এবং পণীতা কামাদি- বলতে রাজা, রাজ অমাত্যদের কামকেই বোঝায় (অর্থকথা)। Dhs. Tst. 43n. দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বালক গাছের টুকরা বা নুড়ি পাথর ধাত্রীর অজ্ঞাতে নিজ মুখে দিলে অবিলম্বে ধাত্রী তা দ্রুত বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি বিবেচনা করে দ্রুত মুখ হতে তা (গাছের টুকরা বা নুড়ি পাথর) বের করে আনে। যদি দ্রুত মুখ গহ্বর হতে তা বের করে আনতে অক্ষম হয় তখন তা দ্রুত বের করার জন্য নিজ বাম হস্ত দ্বারা বালকটির মস্তক ধারণ পূর্বক ডান হস্তের অঙ্গুলি বক্র করে রক্ত নির্গত হলেও তা বের করে আনে। তার কারণ কি? কারণ, ভিক্ষুগণ! আমি বলছি ইহা বালকটির জন্য বিপদজনক হলেও ক্ষতিকারক নয়। হিতকামী, মঙ্গলকামী ও সমবেদনাময়ী ধাত্রীর নিকট বালকটির উপকারার্থে ইহাই করণীয়। অতঃপর যখন সেই বালকটি প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাজ্ঞ হয়; ভিক্ষুগণ! তখন ধাত্রী সেই বালকটির ব্যাপারে এই ভেবে কর্তব্য কর্মে শিথিলতা ভাব গ্রহণ করে যে- 'এখন এই আত্মরক্ষিত বালক মোটেই প্রমাদ প্রস্তু হবে না।'

এরূপেই, ভিক্ষুগণ! যাবৎ ভিক্ষু কর্তৃক কুশল ধর্মসমূহ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশল ধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) লজ্জার সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশল ধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) ভয়ের সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশল ধর্মসমূহ উদ্যমের সহিত সম্পাদিত হয় না, কুশল ধর্মসমূহ প্রজ্ঞার সহিত সম্পাদিত হয় না; তাবৎ আমার দ্বারা সেই ভিক্ষু রক্ষিত হয়। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! যখন ভিক্ষু কর্তৃক কুশল ধর্ম সমূহ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত হয়, কুশল ধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) লজ্জার সহিত সম্পাদিত হয়, কুশল ধর্মসমূহ (পাপের প্রতি) ভয়ের সহিত সম্পাদিত হয়, কুশল ধর্মসমূহ উদ্যমের সহিত সম্পাদিত হয়, কুশল ধর্মসমূহ প্রজ্ঞার সহিত সম্পাদিত হয়; ভিক্ষুগণ! তখন আমি সেই ভিক্ষুর প্রতি এই ভেবে নিরপেক্ষ ভাব গ্রহণ করি যে- 'এখন এই আত্মরক্ষিত ভিক্ষু মোটেই প্রমাদ প্রস্তু হবে না।'"

কাম সূত্র সমাপ্ত

(৮) চবণ সুত্তং- চ্যুতি সূত্র

৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! নির্লজ্জী (পাপে লজ্জাহীন) ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! ভয়হীন (পাপে ভয়হীন) ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! অলস ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

৩। পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

৪। হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) ভয়সম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! আরব্ধ বীর্যসম্পন্ন ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় চ্যুত হয় না। এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।"

চ্যুতি সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পঠম অগারব সুত্তং- প্রথম অগৌরব সূত্র

৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীন অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) নির্লজ্জী অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) ভয়হীন অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! অলস অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না, চ্যুত হয়।

৩। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) ভয়সম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! আরদ্ধ বীর্যসম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।

ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবান গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, চ্যুত হয় না।"

১ম অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

(৯) দুতিয় অগারব সুত্তং-দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র

১০.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী, অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।[1]

২. সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীন, অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) লজ্জাহীন অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) ভয়হীন অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ! অলস অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অগৌরবকারী ও অবাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে অসমর্থ।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমোন্নতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

৪। সেই পঞ্চবিধ ধর্ম সমূহ কি কি?

ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান, গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ! (পাপে) লজ্জাসম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

১। তুলনীয়- CLA. iii. 26; ii. 113; Vin. i, 60.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! (পাপে) ভয়সম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম

ভিক্ষুগণ! আরব্ধবীর্যসম্পন্ন গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম।

ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবান গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ গৌরবকারী ও বাধ্য ভিক্ষু এই ধর্ম-বিনয়ে ক্রমোন্নতি বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম

২য় অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

শৈক্ষ্যবল বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারক গাথা

সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, দুঃখ, যথাবাহিত, শিক্ষা,
সমাপত্তি, কাম, চ্যুতি, অগৌরব দুই হলো বিবৃত।

২. বলবর্গ

(ক) অননুস্সুত সুত্তং- অশ্রুতপূর্ব সূত্র

১১.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি পূর্বে অশ্রুতপূর্ব ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি, বলে স্বীকার করছি ভিক্ষুগণ! তথাগতের পাঁচ প্রকার বল (ক্ষমতা) আছে। যে বলের দ্বারা সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন এবং সিংহ নিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।[১]

২। সেই পঞ্চবিধ বল সমূহ কি কি?

যথা- শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্য বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! তথাগতের এই পাঁচ প্রকার বল, যে বল বা ক্ষমতার দ্বারা সমৃদ্ধ তথাগত শ্রেষ্ঠ স্থান বিশেষভাবে জ্ঞাত থাকেন এবং সিংহ নিনাদের ন্যায় পরিষদে গুরুগম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচক্র প্রকাশ করেন।"

অশ্রুতপূর্ব সূত্র সমাপ্ত

১। ইহা M. I. 69, S. II. 27, A.II. 9, V, 33 ইত্যাদিতেও উল্লেখ আছে। তবে সেখানে দশবিধ বলের কথা উল্লেখিত হয়েছে যা এই পাঁচ প্রকার বল হতে ভিন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) কূট সুত্তং- কূট সূত্র

১২.১ "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্যবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা- শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্য বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এগুলো হচ্ছে পঞ্চ শৈক্ষ্যবল।

২। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি যথা প্রজ্ঞাবল। যেমন, ভিক্ষুগণ![১] চূড়া যুক্ত গৃহের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি, যথা কূট বা চূড়া। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি যথা প্রজ্ঞাবল।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে- 'আমরা শৈক্ষ্যবল যথা- শ্রদ্ধাবল, (পাপে) লজ্জাবল, (পাপে) ভয়বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবলের অধিকারী হব।'

এরূপেই, ভিক্ষুগণ! তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।"

কূট সূত্র সমাপ্ত

(গ) সংখিত্ত সুত্তং- সংক্ষিপ্ত সূত্র

১৩.১ "হে ভিক্ষুগণ! বল বা ক্ষমতা পাঁচ প্রকার। কি কি? যথা- শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এ সমস্ত হচ্ছে পঞ্চবল।"

সংক্ষিপ্ত সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বিত্থত সুত্তং- বিস্তৃত সূত্র

১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! বল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার বল কি কি? যথা- শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল।

২। হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়- ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেব মনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।' ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাবল।

১। মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উপমা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! বীর্য বা উদ্যমবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরব্ধ বীর্যসম্পন্ন হয়। অকুশল ধর্ম প্রহাণে এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় বীর্যবল।

৪। হে ভিক্ষুগণ! স্মৃতিবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়, পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে কৃত ও ভাষিত বিষয় স্মরণ এবং অনুস্মরণ করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই বলা হয় স্মৃতিবল।

৫। হে ভিক্ষুগণ! সমাধিবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, আর্যশ্রাবক কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতা যুক্ত অবিতর্ক এবং বিচার বিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যান হতে উপনীত হলে আর্যগণ 'উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখবিহারী' বলে অভিহিত করে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এবং আর্যশ্রাবকের শারীরিক সুখ ও দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয়, সেই না-সুখ, না-দুঃখ উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই বলা হয় সমাধি বল।

৬। হে ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাবল কিরূপ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয় ও বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখ ক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এ সমস্ত হচ্ছে পঞ্চবল।"

বিস্তৃত সূত্র সমাপ্ত

(৬) দট্‌ঠব্ব সুত্তং—দ্রষ্টব্য সূত্র

১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! বল পাঁচ প্রকার কি কি? যথা— শ্রদ্ধাবল, বীর্য বা উদ্যমবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞা বল

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে শ্রদ্ধাবলকে দেখা উচিত?

এস্থলে চতুর্বিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গরূপে শ্রদ্ধাবলকে দর্শন করা উচিত।

৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে বীর্য বা উদ্যম বলকে দেখা উচিত?

এস্থলে চার প্রকার সম্যক প্রধানরূপে বীর্যবলকে দর্শন করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে স্মৃতিবলকে দেখা উচিত?

এস্থলে চারপ্রকার স্মৃতিপ্রস্থানরূপে স্মৃতিবলকে দর্শন করা উচিত।

৫। ভিক্ষুগণ! কিরূপে সমাধিবলকে দেখা উচিত?

এস্থলে চতুর্বিধ ধ্যানরূপে[1] সমাধিবলকে দর্শন করা উচিত।

৬। ভিক্ষুগণ! কিরূপে প্রজ্ঞাবলকে দেখা উচিত?

এস্থলে চার প্রকার আর্যসত্যরূপে প্রজ্ঞাবলকে দর্শন করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! এ সকল হচ্ছে পঞ্চবল।"

দ্রষ্টব্য সূত্র সমাপ্ত

(চ) পুনকূট সুত্তং- পুনকূট সূত্র

১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্যবল পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা- শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্য বল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এগুলো হচ্ছে পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবল।

২। হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি, যথা- প্রজ্ঞাবল।

যেমন, ভিক্ষুগণ![2] চূড়া যুক্ত গৃহের মধ্যে ইহাই অগ্র ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি, যথা কূট বা চূড়া। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শৈক্ষ্যবলের মধ্যে ইহাই অগ্র, ইহাই বন্ধনী এবং ইহাই গ্রন্থি যথা প্রজ্ঞাবল।"

পুনকূট সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম হিত সুত্তং—প্রথম হিত সূত্র

১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন, পরহিতে নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্মসমূহ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে শীল পালনে উদ্বুদ্ধ বা প্রণোদিত করে না।

নিজে সমাধিসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয়, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

৩। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন, পরহিতে নহে।"

১ম হিত সূত্র সমাপ্ত

১। ১৪ নং সূত্রে আলোচিত চতুর্বিধ ধ্যানের কথাই বলা হচ্ছে।

২। মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠার প্রান্ত টীকা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) দুতিয় হিত সুত্তং- দ্বিতীয় হিত সূত্র

১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন, আত্মহিতে নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্মসমূহ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে শীল পালনে উদ্বুদ্ধ বা প্ররোচিত করে।

নিজে সমাধিসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে, কিন্তু অপরকে সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু পরহিতে প্রতিপন্ন, আত্মহিতে নহে।"

২য় হিত সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) ততিয় হিত সুত্তং- তৃতীয় হিত সূত্র

১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন নহে, পরহিতেও প্রতিপন্ন নহে। সেই পাঁচ প্রকার ধর্মসমূহ কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও শীল পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে সমাধিসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে না।

৩। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন নহে, পরহিতেও নহে।"

৩য় হিত সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) চতুত্থ হিত সুত্তং-চতুর্থ হিত সূত্র

২০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন এবং পরহিতেও প্রতিপন্ন। সেই পাঁচ প্রকার ধর্মসমূহ কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও শীল পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং অপরকেও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং অপরকে ও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং অপরকে ও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং অপরকে ও সমাধি লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আত্মহিতে প্রতিপন্ন এবং পরহিতেও প্রতিপন্ন।"

৪র্থ হিত সূত্র সমাপ্ত

বলবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারকগাথা

অশ্রুতপূর্ব, কূট, সংক্ষিপ্ত আর বিস্তৃত,
দ্রষ্টব্য, পুনঃকূট, আর পরিহিত হলো বিবৃত,
দশ সূত্রে বলবর্গ এখানে হলো সমাপ্ত

৩। পঞ্চাঙ্গিক বর্গ

(ক) পঠম অগারব সুত্তং- প্রথম অগৌরব সূত্র

২১.১ "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অগৌরবকারী, অবাধ্য, ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বাস করতে জানে না, সে গৌণ (ক্ষুদ্র) শীলাদি পালন করবে তা অসম্ভব। গৌণশীল সমূহ পালন না করে সে শিক্ষা ধর্ম (শীল) পালন করবে তা অসম্ভব। শিক্ষা ধর্ম পালন না করে শীলসমূহ (চারি মহাশীল) পালন করবে তা অসম্ভব। শীলসমূহ পালন না করে সম্যকদৃষ্টি[1] বা বিদর্শন অর্জন করবে তা অসম্ভব। সম্যকদৃষ্টির অর্জন ব্যতিরেকে সম্যক সমাধি অর্জন করবে-তা অসম্ভব।

২। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু গৌরবকারী, বাধ্য ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে থাকতে জানে, সে গৌণ (ক্ষুদ্রতর) শীলাদি পালন করবে-তা সম্ভব। গৌণশীল সমূহ পালন করে সে শিক্ষা ধর্ম পালন করবে-তা সম্ভব। শিক্ষাধর্ম পালন করে শীল সমূহ পালন করবে তা সম্ভব। শীলাদি পালন করে সম্যকদৃষ্টি অর্জন করবে তা সম্ভব। সম্যকদৃষ্টি অর্জন করে সম্যক সমাধি অর্জন করবে-তা সম্ভব।"

১ম অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

১। পালিতে "সম্মাদিট্ঠি" অর্থাৎ সম্যকদৃষ্টি বা মতবাদ বা ধারণা ইত্যাদি। অর্থকথানুসারে সম্যকদৃষ্টির বিশেষণ হচ্ছে "বিপস্সনা সম্মাদিট্ঠি" অর্থাৎ বিশেষরূপে দর্শনই সম্যকদৃষ্টি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) দুতিয় অগারব সুত্তং- দ্বিতীয় অগৌরব সূত্র

২২.১ "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অগৌরবকারী, অবাধ্য এবং সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে বাস করতে জানে না, সে গৌণ শীলাদি পালন করবে-তা অসম্ভব। গৌণ শীলসমূহ পালন না করে শৈক্ষ্য ধর্ম পালন করবে-তা অসম্ভব। শৈক্ষ্য ধর্ম পালন না করে শীলস্কন্ধ (রাশি) পালন করবে-তা অসম্ভব। শীলস্কন্ধ পালন না করে সমাধিস্কন্ধ অর্জন করবে-তা অসম্ভব। সমাধিস্কন্ধ অর্জন না করে প্রজ্ঞাস্কন্ধ অর্জন করবে-তা অসম্ভব।

২। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু গৌরবকারী, বাধ্য ও সব্রহ্মচারীদের সাথে একত্রে মিলেমিশে থাকতে জানে; সে গৌণ (ক্ষুদ্রতর) শীলাদি পালন করবে তা সম্ভব। গৌণ শীলাদি পালন করে শৈক্ষ্য ধর্ম পালন করবে-তা সম্ভব। শৈক্ষ্য ধর্ম পালন করে শীলস্কন্ধ পালন করবে-তা সম্ভব। শীলস্কন্ধ পালন করে সমাধি স্কন্ধ অর্জন করবে-তা সম্ভব। সমাধিস্কন্ধ অর্জন করে প্রজ্ঞা স্কন্ধ অর্জন করবে-তা সম্ভব।"

২য় অগৌরব সূত্র সমাপ্ত

(গ) উপক্কিলেস সুত্তং-উপক্লেশ সূত্র

২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ![1] স্বর্ণের পাঁচ প্রকার অবিশুদ্ধতা (খাদ) আছে। যে অবিশুদ্ধতা দ্বারা দুষ্ট হয়ে স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহার যোগ্য হয় না।

২। সেই পাঁচ প্রকার খাদ কি কি?

যথা- লোহা, তামা, টিন, সিসা, এবং রূপা। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে স্বর্ণের খাদ। যে অবিশুদ্ধতা দ্বারা দুষ্ট হয়ে স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহার যোগ্য হয় না। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! যখন স্বর্ণ এই পাঁচ প্রকার খাদ হতে বিযুক্ত হয়, তখন সেই স্বর্ণ নমনীয়, কাজের যোগ্য, উজ্জ্বল, অভঙ্গুর এবং উত্তম কাজে ব্যবহার যোগ্য হয়। এবং যে কোন প্রকারের অলঙ্কার যদি কেউ চায়, যেমন- মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরি, কানের দুল, গলার হার বা স্বর্ণের মালা (Chain); ইহা সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

৩। ঠিক এরূপে, হে ভিক্ষুগণ! চিত্তের পাঁচ প্রকার উপক্লেশ আছে। যে উপক্লেশের দ্বারা দুষ্ট হয়ে চিত্ত অনমনীয়, কাজের অযোগ্য, অপ্রভাস্বর, ভঙ্গুর এবং আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয় না।

১। এই সূত্রটির প্রথম অংশ সংযুক্ত নিকায় ৫ম খণ্ড, ৭৭;- এ অংশবিশেষে উদ্ধৃত হয়েছে এবং সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ২৩১; - এ সম্পূর্ণই যুক্ত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সেই পাঁচ প্রকার উপক্লেশ সমূহ কি কি?

যথা, কামছন্দ, ব্যাপাদ, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা।[1] ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যে উপক্লেশের দ্বারা দুষ্ট হয়ে চিত্ত নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জ্বল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং আস্রব সমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয় না। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! যখন চিত্ত এই পঞ্চবিধ উপক্লেশ হতে বিমুক্ত হয় তখন সেই চিত্ত নমনীয়, কাজের যোগ্য, প্রভাস্বর অভঙ্গুর এবং আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য শান্ত বা কেন্দ্রীভূত হয়। যে সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে, সে শুধু সে অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে সে তথায় তথায়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

সে যদি আকাঙ্খা করে,- 'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত হই, যথা- এক হয়েও বহু হব, বহুসংখ্যক হয়েও এক হব, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসব ও ডুববো, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব, এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্খা করে,- 'আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।' স্মরণের প্রয়োজন উপস্থিত হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্খা করে- 'আমি অপরসত্ত্ব ও অপর পুদ্গলের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাসম্পন্ন চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (একাগ্রচিত্ত) সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে

১। দুলনীয়-টী, ১ম খণ্ড, ২৪৬; ১ম খণ্ড, ৬০; সংযুক্ত নিকায় ৫ম, ৬০; অ. ৪র্থ ৪০৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জানব, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে— 'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি, যথা এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থলে জন্ম গ্রহণ করেছি— তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে— 'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব— এই সকল সত্ত্ব কায়-বাক্-মন দুশ্চরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং এই সকল সত্ত্ব কায়-বাক্-মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে— 'আমি আস্রব সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে উহা লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।"

উপক্লেশ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) দুস্সীল সুত্তং—দুঃশীল সূত্র

২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! দুঃশীলের শীল ভঙ্গ হেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্ট হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ বিরাগ বিনষ্ট হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! শাখা ও পল্লবহীন বৃক্ষ। (শাখা-পত্রাদির অপরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাঠ এবং আভ্যন্তরীণ কাঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্ট হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ বিরাগ বিনষ্ট হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

২। হে ভিক্ষুগণ! শীলবানের শীল পালন হেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্ন হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! শাখা ও পত্রাদি সম্পন্ন বৃক্ষ। (শাখা ও পত্রাদির পরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহির্ভাগের বাকল, বহির্ভাগের কাঠ এবং আভ্যন্তরীণ কাঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! শীলবানের শীল পালন হেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্ন হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়।"

দুঃশীল সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অনুগ্গহিত সুত্তং – অনুগৃহীত সূত্র

২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গের দ্বারা অনুগৃহীত সম্যকদৃষ্টি চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস, এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস হয়।

২। সেই পঞ্চবিধ অঙ্গ সমূহ কি কি?

যথা— শীলানুগৃহীত, শ্রুতানুগৃহীত, আলোচনানুগৃহীত, সমথ অনুগৃহীত এবং বিদর্শনানুগৃহীত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি অঙ্গের দ্বারা অনুগৃহীত সম্যকদৃষ্টি চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস, এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস হয়।"

অনুগৃহীত সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) বিমুত্তায়তন সুত্তং – বিমুক্তায়তন সূত্র

২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার বিমুক্ত আয়তন আছে যে বিষয়ে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

২। সেই পাঁচ প্রকার বিমুক্ত আয়তন কি কি ?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন। যতদূর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হেতু প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্ন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখী চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম বিমুক্ত আয়তন যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্মদেশনা করেন না, কিন্তু, তিনি নিজে যা শুনেছেন এবং হৃদয়স্থ করেছেন তা অন্যদের বিস্তারিতভাবে দেশনা করেন। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হেতু প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্ন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখী চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় বিমুক্তি আয়তন যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম দেশনা করেন না এবং অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করেন না; অধিকন্তু, সে যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যায় করে। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যায় করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হেতু প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্ন হেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখী চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় বিমুক্ত আয়তন যাতে অপ্রমত্ত, আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম দেশনা করেন না। অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করেন না; এবং যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নও করে না। অধিকন্তু, সে যথানুরূপ শ্রুত হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবিতর্ক ও বিচার করে এবং মনের দ্বারা উত্তমরূপে বিবেচনা করে। যতদূর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবিতর্ক ও বিচার করে এবং মনের দ্বারা উত্তমরূপে বিবেচনা করে; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হেতু প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্ন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখী চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ বিমুক্ত আয়তন যাতে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুকে শাস্তা বা অন্য গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম দেশনা করেন না। অপরের নিকট যথানুরূপ শ্রুত এবং হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে দেশনা করেন না; এবং যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়নও করে না। সে যথানুরূপ শ্রুত ও হৃদয়স্থ ধর্ম চিত্তের দ্বারা অনুবিতর্ক ও বিচার করে না এবং মনের দ্বারা উত্তমরূপে বিবেচনাও করে না। অধিকন্তু, তার দ্বারা অন্যতর সমাধি নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনস্কৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। যতদূর পর্যন্ত, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর দ্বারা অন্যতর সমাধি নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনস্কৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; ঠিক ততদূর পর্যন্ত সেই ধর্মের অর্থ অভিজ্ঞাত হয় এবং ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়। তার অর্থ ও ধর্ম অভিজ্ঞাত হেতু প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হয়। প্রমোদিতভাব উৎপন্ন হেতু প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি উৎপন্ন হেতু কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ উপলব্ধ হয় এবং সুখী চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম বিমুক্ত আয়তন যাতে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! এই সমস্ত হচ্ছে পাঁচ প্রকার বিমুক্তি আয়তন। যে বিষয়ে অপ্রমত্ত আগ্রহশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানকারী ভিক্ষুর অবিমুক্ত চিত্ত বিমুক্ত হয়; অপরিক্ষীণ আস্রবসমূহ পরিক্ষয়ে গমন করে এবং অলব্ধ অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগত হয়।"

বিমুক্তি আয়তন সূত্র সমাপ্ত

(ছ) সমাধি সুত্তং – সমাধি সূত্র

২৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! বিচক্ষণ ও প্রতিস্মৃত (মনোযোগী) হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা কর। ভিক্ষুগণ! বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা করলে পঞ্চবিধ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

২। সেই পঞ্চবিধ জ্ঞান কি কি?

'এই সমাধি সত্য সত্যই প্রত্যুৎপন্ন সুখ এবং ভবিষ্যতে সুখ বিপাক প্রদায়ী'– এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

'এই সমাধি আর্য ও নিরামিষ'– এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

'এই সমাধি সৎপুরুষ সেবিত'– এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

'এই সমাধি শান্ত, প্রণীত, প্রশান্তি লব্ধ, একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর অধিগত, সংস্কার নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধগত নয়'– এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

'সত্য সত্যই আমি সজ্ঞানে এই সমাধিতে নিরত হই এবং সজ্ঞানে উত্থিত হই'– এরূপ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা কর। ভিক্ষুগণ! বিচক্ষণ ও মনোযোগী হয়ে সমাধিকে অপ্রমাণরূপে ভাবনা করলে এই পঞ্চবিধ পৃথক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।"

সমাধি সূত্র সমাপ্ত

(জ) পঞ্চঙ্গিক সুত্তং – পঞ্চাঙ্গিক সূত্র

২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির বৃদ্ধি (ভাবনা) প্রকাশ করব। তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করব।" 'তথাস্তু ভন্তে'– বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন:

২। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির বৃদ্ধি বা বিস্তৃতি কত প্রকার?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচার সহিত নির্জনতা জনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে বিবেকজনিত প্রীতি সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশ ও বিদ্যমান থাকে না যা বিবেক জনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। যেমন ভিক্ষুগণ! নাপিত বা নাপিতের অন্তেবাসী (সহযোগী) কাঁসের থালায় চূর্ণ (স্নানের গুঁড়া) বিকীর্ণ করে তাতে সামান্য জল দিতে দিতে দলাই-মলাই করে। সেই মিশ্রিত চূর্ণপিণ্ড জল ও স্নেহ দ্বারা অনুলিপ্ত ও পরিগৃহীত এবং অভ্যন্তর বাহিরে পরিব্যাপ্ত কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষরিত নহে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই কায়কে বিবেকজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশ ও বিদ্যমান থাকে না যা বিবেক জনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা প্রথম ভাবনা।

পুনশ্চ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও একাগ্রতা যুক্ত অবিতর্ক এবং বিচারবিহীন সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশ ও বিদ্যমান থাকে না যা সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না।

যেমন, ভিক্ষুগণ! উদ্ভিদ ও জলপূর্ণ গভীর হ্রদ। যদি তার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে জল প্রবেশের দ্বার না থাকে এবং (বৃষ্টি বর্ষণকারী) দেবতাও যদি যথাসময়ে সম্যকরূপে বর্ষণ না করে; তাহলে, অতঃপর সেই হ্রদ হতে শীতল জলধারা নির্গত হয়ে সেই হ্রদকে প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে। হ্রদের কোনও অংশে বিদ্যমান থাকে না যা শীতল জল দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না।

ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই কায়কে সমাধিজনিত প্রীতি-সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশ ও বিদ্যমান থাকে না যা সমাধি জনিত প্রীতিসুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা দ্বিতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক সুখ অনুভব করে। যে ধ্যান স্তরে উপনীত হলে আর্যগণ "উপেক্ষক স্মৃতিমান সুখ বিহারী"- বলে অভিহিত করে, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে এই কায়কে প্রীতিহীন সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশও বিদ্যমান থাকে না যা প্রীতিহীন সুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। যেমন, ভিক্ষুগণ! উৎপল, পদুম, শ্বেত পদ্ম কিংবা জলে জাত জলে বর্ধিত, জলের অনুগামী এবং জলের গভীরে নিমজ্জিত। সেগুলোর আগা এবং মূল শীতল জল দ্বারা প্লাবিত, পরিসিক্ত, পরিপূর্ণ এবং পরিব্যাপ্ত। উৎপল, পদুম, শ্বেত পদ্মের কোন ও অংশ বিদ্যমান থাকে না যা শীতল জল দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না।

ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়কে প্রীতিহীন সুখের দ্বারা প্লাবিত করে, পরিসিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে এবং পরিব্যাপ্ত করে; কায়ের কোন এক অংশও বিদ্যমান থাকে না যা প্রীতিহীন সুখের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধির ইহা তৃতীয় ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহাণের পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য অস্তগত হয়। সেই না সুখ-না দুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি পারিশুদ্ধি নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে এই কায়কে পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে উপবিষ্ট হয়। কায়ের কোন ও অংশ নাই যা পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না। যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কোন ব্যক্তি শ্বেত বস্ত্র দ্বারা মস্তক পর্যন্ত আবৃত করে উপবিষ্ট হয়, তার কায়ের এমন কোন ও অংশ বিদ্যমান থাকে না যা শ্বেত বস্ত্র দ্বারা অনাবৃত হয়।

ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই কায়কে পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে উপবিষ্ট হয়। কায়ের কোন ও অংশ বিদ্যমান থাকে না যা পরিশুদ্ধ ও প্রভাস্বর চিত্তের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক ভাবনার ইহা চতুর্থ ভাবনা।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনস্কৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয়, এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি অপরকে নিরীক্ষণ করে। স্থিত হয়ে উপবিষ্টকে এবং উপবিষ্ট হয়ে শায়িতকে নিরীক্ষণ করে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত সুগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনস্কৃত হয়, উত্তমরূপে উপধারিত হয়, এবং প্রজ্ঞার দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! আর্যের পঞ্চাঙ্গিক সম্যক ভাবনার ইহা পঞ্চম ভাবনা।

৪। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভাবিত আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধিতে এরূপে বহুলীকৃত, যেই যেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যান্য প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! জল পাত্রে স্থাপিত পূর্ণ জল যাতে কাকপেয়া জল আছে। যদি শীঘ্র কোন বলবান পুরুষ সেই জলের পাত্রটি পশ্চাৎ দিকে দোলায় তাহলে স্থিত জল কি উপচে পড়বে ? 'হ্যাঁ ভন্তে।'

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভাবিত আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধিতে এরূপে বহুলীকৃত, সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

যেমন, ভিক্ষুগণ! চতুর্দিকে বাঁধ নির্মিত পুষ্করিণী যার ভূমিভাগ সমান এবং পরিপূর্ণ জলসম্পন্ন। যাতে কাক পানি পান করতে সক্ষম। তথায় যদি যথাশীঘ্র বলবান পুরুষ পার্শ্ববর্তী বাঁধ ভেঙ্গে দেয়; তাহলে কি স্থিত জল বাহিরে প্রবাহিত হবে ? 'হ্যাঁ ভন্তে!'

ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভাবিত আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধিতে এরূপে বহুলীকৃত, সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

যেমন, ভিক্ষুগণ! প্রকৃষ্ট বংশজাত অশ্বযুক্ত রথ (গাড়ী) সমান চৌরাস্তার সন্ধিস্থলে আছে; যাতে অঙ্কুশ বিদ্যমান। তথায় শীঘ্র দক্ষ, অশ্বাচার্য, অশ্বদমনকারী সারথি অভিরোহণ করে। সে বাম হস্তে লাগাম গ্রহণ পূর্বক ডান হস্তে অঙ্কুশ ধারণ করে এবং যথেচ্ছা গমন করে ও প্রত্যাবর্তন করে। ঠিক তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ভাবিত আর্য পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধিতে এরূপে বহুলীকৃত, সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করে; যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে— 'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত হই, যথা— এক হয়ে ও বহু হব, বহুসংখ্যক হয়ে ও এক হব, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ভাসব ও ডুববো, মাটির ন্যায় জলে অভগ্নভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যাঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব, এবং যতদূর, ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব ' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথাই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে- 'আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।' স্মরণের প্রয়োজন উপস্থিত হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে- 'আমি অপর সত্ত্ব ও অপর পুদ্গলের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (একাগ্রচিত্ত) সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্গত বা অপ্রমাণ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব, অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে জানব, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব।' স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে- 'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি, যথা- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে- অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি- তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণ করার প্রয়োজন তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে- 'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব- এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্ দুশ্চরিত, মনো দুশ্চরিত সমন্বিত; আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহান্তে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে, এবং এই সকল সত্ত্ব কায় সুচরিত, বাক্ সুচরিত, মনো সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিগত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়োজন হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে— 'আমি আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়োজন হলে তথায় তথায়ই সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।"

পঞ্চাঙ্গিক সূত্র সমাপ্ত

(৯) চঙ্কম সুত্তং — চংক্রমণ সূত্র

২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! চংক্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস (সুফল) রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি?

যথা, দীর্ঘ পথ ভ্রমণে সক্ষম হয়; প্রচেষ্টাসম্পন্ন হয়; রোগহীন হয়; ভুক্ত খাদ্য পানীয় উত্তমরূপে পরিপাক হয় এবং চংক্রমণের মাধ্যমে অধিগত সমাধি (চিত্তের একাগ্রতা) দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভিক্ষুগণ! এ পাঁচটি হচ্ছে চংক্রমণের আনিশংস।"

চংক্রমণ সূত্র সমাপ্ত

(১০) নাগিত সুত্তং — নাগিত সূত্র

৩০.১। আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে— এক সময় ভগবান মহতী ভিক্ষুসংঘের সাথে কোশল রাজ্যে[1] পরিভ্রমণ করতে করতে যেখানে ইচ্ছানঙ্গল[2] নামক কোশলদের ব্রাহ্মণ গ্রাম তথায় উপনীত হলেন। অতঃপর ভগবান ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে অবস্থান করতে লাগলেন। ইচ্ছানঙ্গলের গৃহপতিরা এরূপ

১। **কোশল রাজ্য**— উত্তর ভারতীয় (বর্তমান উত্তর প্রদেশস্থ) এক প্রাচীন রাজ্যের নাম। এই রাজ্যের তৎকালীন রাজা ছিলেন মহারাজ প্রসেনজিৎ। এই রাজ্য বর্তমান গোরক্ষপুর শহর হতে প্রায় [illegible] মাইল দূরবর্তী স্থানে ছিল। বর্তমানে এটা "সাহেত মাহেত" নামে অধিক পরিচিত।

২। **ইচ্ছানঙ্গল**— ইহা কোশল রাজ্যের অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এর সন্নিকটে অবস্থিত বনখণ্ডে অবস্থানকালীন সময়ে বুদ্ধ অম্বট্ঠ সূত্র দেশনা করেন (১ম খণ্ড, দী. নি.)। সুত্ত নিপাতে ইচ্ছানঙ্গল শব্দের পরিবর্তে ইচ্ছানকল শব্দটি ধৃত হয়েছে। সুত্ত নিপাত এবং মধ্যম নিকায় ২য় খণ্ড, বাসেট্ঠ সূত্র, ৩০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে— এখানে তখনকার বিখ্যাত বিত্তশালী বহু ব্রাহ্মণ যথা, চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্খরসাতি, জানুস্সোণি তোদেয়্য প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। বুদ্ধ স্বয়ং নিজেই এখানে বাসেট্ঠ সূত্রটি বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দু'জন বিদ্যার্থীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে দেশনা করেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শুনলেন যে— শ্রামণ, শ্রমণ গৌতম, শাক্যপুত্র, শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত তিনি এখন ইচ্ছানঙ্গলে উপনীত হয়েছেন এবং ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবনে অবস্থান করছেন। সেই গৌতমের এরূপ কল্যাণ, কীর্তিশব্দ প্রচার হয়েছে যে, "তিনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তিনি এই পৃথিবী, দেবতা, মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব মনুষ্যদের স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম দেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন, শুধুমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেইরূপ অরহত দর্শন মঙ্গল।" অতঃপর ইচ্ছানঙ্গলের ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা সেই রাত্রির অবসানে অনেক খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে যেখানে ইচ্ছানঙ্গলের কুঞ্জবন সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে বহির্দ্বারে উচ্চশব্দ-মহাশব্দে স্থিত হলেন।

সেই সময় আয়ুষ্মান নাগিত[1] ভগবানের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান নাগিতকে ডেকে বললেন, "এরা কারা, হে নাগিত! মৎস ধরার সময় কৈবর্তদের ন্যায় উচ্চশব্দ, মহাশব্দ করছে?"

"ভন্তে! এরা ইচ্ছানঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতি। এরা বুদ্ধ এবং ভিক্ষু-সংঘের জন্য প্রস্তুত খাদ্য ভোজ্য নিয়ে দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"হে নাগিত! আমি যশের দ্বারা সমাগম নই এবং যশ ও আমার দ্বারা নহে নাগিত! আমি এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ (নির্জনতার সুখসমূহ), উপশম সুখ এবং সম্বোধি সুখ (সাংবোধিক জ্ঞান জনিত সুখ) বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে, অনায়াসে অর্জন করতে পারি; কিন্তু, যে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন করতে পারে না সে-ই বিষ্ঠাসুখ, লাভসৎকার জনিত সুখ উপভোগ করুক।"

"ভন্তে! ভগবান তাদের দান গ্রহণ করুন। সুগত তাদের দান গ্রহণ করুন। ভন্তে! ভগবানের জন্য এখন দান গ্রহণের উপযুক্ত সময়। এই সময় হতে যে কোনও স্থানে ভগবান যদি গমন করেন নগর ও গ্রাম্য ব্রাহ্মণ গৃহপতিরাও তথায় গমন করবে। যেমন, ভন্তে! বৃষ্টি দেবতা বৃহৎ ফোঁটা বিশিষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করলে পানি নিম্নে প্রবাহিত হয়, ঠিক তদ্রূপ, ভন্তে! এই সময় হতে যে কোনও স্থানে ভগবান যদি গমন করেন নগর ও গ্রাম্য ব্রাহ্মণ গৃহপতিরাও তথায় গমন করবে। তার কারণ কী? ভন্তে! তথাগতের শীল ও প্রজ্ঞাই এর কারণ।"

১। নাগিত স্থবির কিছু সময়ের জন্য বুদ্ধের ব্যক্তিগত সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সীহ শ্রামণের মাতুল। অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ নিপাত; দীর্ঘ নিকায় ১ম খণ্ড, ১৫১ অনুচ্ছেদ ও ৮ম খণ্ড সহ সংযুক্তেও এই নাগিত স্থবিরের উপস্থিতি দেখা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"হে নাগিত! আমি যশের সঙ্গে সমাগম নই এবং যশ আমার সঙ্গে নহে। আমি এই নৈষ্ক্রম্যসুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন করতে পারি। কিন্তু, যে এই নৈষ্ক্রম্য সুখ, প্রবিবেক সুখ, উপশম সুখ, সম্বোধি সুখ বিনা বাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে অর্জন করতে পারে না, সে এই বিষ্ঠাসুখ, লাভসৎকার জনিত সুখ উপভোগ করুক। সত্য সত্যই, নাগিত! আহার গ্রহণ, পানীয় পানের পরিণাম হচ্ছে বাহ্য-প্রস্রাব। প্রিয় বা ভালবাসা দরুণ বিপরিণাম ও অন্যথাভাব উৎপন্ন হয়। শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (নিরাশা) উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। নাগিত! অশুভ নিমিত্তে অনুযোগ ও অনুযুক্ততার দরুণ শুভ-নিমিত্তে প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। ছয় প্রকার স্পর্শ আয়তনে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থানের ফলে স্পর্শের প্রতি প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম। নাগিত! পঞ্চবিধ উপাদান স্কন্ধে (রাশি) উদয়-ব্যয় দর্শনকারী হয়ে অবস্থানের ফলে উপাদানের প্রতি প্রতিকূলতা উৎপন্ন হয়। ইহাই তার পরিণাম।

নাগিত সূত্র সমাপ্ত

পঞ্চাঙ্গিক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং – স্মারকগাথা

দুই অগৌরব, উপক্লেশ আর দুঃশীল অনুগ্রহ
বিমুক্তায়তন, সমাধি ও পঞ্চাঙ্গিক হলো বিবৃত;
চংক্রমণ আর নাগিত সূত্রে দশে সমাপিত।

৪। সুমন বর্গ

(ক) সুমন সুত্তং – সুমন সূত্র

৩১.১ এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর রাজকন্যা সুমনা[১] পাঁচশত রাজকুমারী কর্তৃক পরিবৃতা হয়ে পঞ্চশত রথের মাধ্যমে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্টা রাজকুমারী সুমনা ভগবানকে এইরূপ বললেন—

১। রাজকন্যা সুমনা– তিনি ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর বোন। বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধা উপাসিকাদের মধ্যে তিনিও অন্যতমা। (অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! মনে করুন, ভগবানের দুইজন শ্রাবক (শিষ্য) সমশ্রদ্ধা, সমশীল, এবং সমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন; কিন্তু, একজন দায়ক অপর জন নয়। যদি তাঁরা কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়; তাহলে কি ভন্তে! তথায় সেই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন– "অবশ্যই থাকবে সুমনা। সুমনা! সেই দেবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে সমান পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা, যথা– দিব্য আয়ু, দিব্য বর্ণ, দিব্য সুখ, দিব্য যশ ও দিব্য আধিপত্যের দ্বারা অতিক্রম করবে। সুমনা! সেই দেবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা অতিক্রম করবে।"

"যদি ভন্তে! তারা সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে (ইহলোকে) উৎপন্ন হয়, তাহলে কি ভন্তে! সেই মানুষদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন- "অবশ্যই থাকবে সুমনা! সুমনা! সেই মানবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে সমান পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা, যথা– মনুষ্য আয়ু, মনুষ্য বর্ণ, মনুষ্য সুখ, মনুষ্য যশ, ও মনুষ্য আধিপত্যের দ্বারা অতিক্রম করবে। সুমনা! সেই মানবত্ব প্রাপ্ত দায়ক অপর অদায়ককে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ের দ্বারা অতিক্রম করবে।"

"যদি ভন্তে! তারা উভয়েই আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয় তাহলে কি ভন্তে! সেই প্রব্রজিতদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

ভগবান বললেন– "অবশ্যই থাকবে, সুমনা। সুমনা! সেই প্রব্রজিত দায়ক অপর অদায়ক প্রব্রজিতকে সমান একই পঞ্চবিধ বিষয়ে অতিক্রম করবে। যেমন– সে চীবর গ্রহণ করার জন্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে। পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য সে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে। গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য, প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয় গ্রহণের জন্য সে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়; কদাচিৎ নহে। এবং সে যে সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করে তারা তার সাথে পুনঃ পুনঃ মনোজ্ঞ আচার-আচরণের (কায়-কর্ম) মাধ্যমে মেলামেশা করে; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। পুনঃ পুনঃ মনোজ্ঞ বাক্‌কর্মের দ্বারা মেলামেশা করে; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। তারা তাকে মনোজ্ঞ নানাবিধ বস্তু দান দেয়; কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। সুমনা! সেই প্রব্রজিত দায়ক অপর অদায়ক প্রব্রজিতকে এই একই পঞ্চবিধ বিষয়ে অতিক্রম করে।"

"যদি ভন্তে! তারা উভয়েই অরহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহলে কি, ভন্তে! সেই অরহত্ত্ব প্রাপ্তদের মধ্যে পার্থক্য, বৈসাদৃশ্য থাকবে না?"

"এক্ষেত্রে, সুমনা! আমি বলছি যে (তাদের মধ্যে) আর কোন ও বৈসাদৃশ্য থাকবে না; যেহেতু বিমুক্তির সাথে বিমুক্তির তুলনাই বলা হচ্ছে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! ভন্তে! দান এবং পুণ্য কর্ম সম্পাদন হেতু তারা দেবকায় প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায়, মানবত্ব প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায় এবং প্রব্রজিত হলেও সাহায্য ও দান পায়।"

"ইহা তদ্রূপ, হে সুমনা ইহা তদ্রূপই। এইমাত্র তুমি যা বললে— দান এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন হেতু তারা দেবকায় প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায়, মানবত্ব প্রাপ্ত হলেও সাহায্য ও দান পায় এবং প্রব্রজিত হলেও সাহায্য ও দান পায়।"

ভগবান এইরূপ বললেন। এইরূপ বলে সুগত, শাস্তা ইহা বললেন—

"উজ্জ্বল চন্দ্রিমা যথা ঘুরে আকাশ মাধ্যমে,
সর্ব তারা ও লোকে করে প্রভায় অতিক্রমে;
সেইরূপ শীলবান ও শ্রদ্ধান্বিত পুরুষ,
ত্যাগগুণে অতিক্রমে মাৎসর্য মল সবে
মেঘমালার বর্ষণে হয় যথা বৃষ্টিপাত,
বিজলী চমক বজ্রধ্বনি হয় প্রতিভাত;
বসুধরায় যদি হয় সেইরূপ বর্ষণ,
ছোট বড় গর্ত হইবে জলেতে পূরণ
সেইরূপ দর্শনজ্ঞানী সম্বুদ্ধ শ্রাবক,
পণ্ডিত ধীমান তিনি ত্যাগী পর্যবেক্ষক;
আয়ু, যশ, সুখাধিপত্য ও উজ্জ্বল বরণ,
এ পঞ্চে করে সে মাৎসর্যকে অতিক্রমণ;
ভোগ সুখে নিমজ্জিত হয়ে আমোদিত,
মৃত্যু পরে স্বর্গলোকে থাকে প্রমোদিত।"

সুমন সূত্র সমাপ্ত

(খ) চুন্দী সুত্তং—চুন্দী সূত্র

৩২.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের[1] বেণুবনের কলন্দক নিবাপে[2] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর রাজকুমারী চুন্দী পঞ্চশত কুমারী দ্বারা পরিবৃত হয়ে পঞ্চশত রথের মাধ্যমে যেখানে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শে উপবেশনের পর রাজ কুমারী চুন্দী ভগবানকে এরূপ বললেন—

১। রাজগৃহ— মগধ রাজ্যের রাজধানী।

২। বেণুবনের কলন্দক নিবাপ— রাজগৃহের নিকটস্থ বিম্বিসার রাজার প্রমোদ উদ্যান। বুদ্ধত্ব লাভের পর এ উদ্যানটি বিম্বিসার রাজা হতে দানস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন এবং কলন্দক নিবাপ বেণুবনের অন্তর্ভুক্ত নিকটতম স্থান। সেখানে বুদ্ধ অবস্থান করতেন। বুদ্ধ এই আরামে তার ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বর্ষা যাপন করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে! আমাদের ভ্রাতা রাজকুমার চুন্দ সে এরূপ বলে যে "স্ত্রী কিংবা পুরুষ যেই হোক না কেন সে যদি বুদ্ধের শরণাগামী হয়, ধর্মের শরণাগামী হয়, সংঘের শরণাগামী হয় এবং সে যদি প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, চৌর্য বৃত্তি হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় ও মদ পান হতে বিরত হয়, (নেশাজাতীয় দ্রব্য সকলও পরিত্যাজ্য) তাহলে সে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে¹ পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে² নহে। তদহেতু, ভন্তে! আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছি— কিরূপে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধাবানেরা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে? কিরূপে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবানেরা কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে? এবং কিরূপে শীল সমূহ পরিপূর্ণকারী কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ভূমিতে পুনর্জন্ম লাভ করে, দুর্গতিতে নহে?"

৩। "হে চুন্দী! যত প্রাণী রয়েছে যেমন— পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, বহুপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, কিংবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞীদের মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ। চুন্দী! যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল (লাভ) হয়।

চুন্দী! যে কোনও সংস্কৃত ধর্ম হতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই³ শ্রেষ্ঠ। চুন্দী! যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

চুন্দী! যে কোনও সংস্কৃত কিংবা অসংস্কৃত ধর্ম হতে বিরাগ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ অহংকারের দমন, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, তৃষ্ণার মূলোৎপাটন, পুনর্জন্মের উচ্ছেদ, তৃষ্ণার ক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ। চুন্দী! যারা বিরাগ ধর্মে প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

চুন্দী! যে কোনও সংঘ কিংবা সম্প্রদায় হতে তথাগতের শ্রাবক সংঘই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ— ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে আট আর্য পুদ্গলই আহুতি লাভের যোগ্য, পূজার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। চুন্দী! যারা সংঘের প্রতি প্রসন্ন তারা শ্রেষ্ঠে প্রসন্ন। শ্রেষ্ঠে প্রসন্নদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।

১। সুগতি ভূমি— মনুষ্যলোক সহ স্বর্গ লোককে সুগতি ভূমি বলে।
২। দুর্গতি ভূমি— চারি অপায় যথা, তির্যক, অসুর, প্রেত ও নিরয়কেই দুর্গতি ভূমি বলে।
৩। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ- যথা সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চুন্দী! যে কোনও শীল হতে আর্য সম্প্রযুক্ত[1] শীলসমূহই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ (যথা)–অখণ্ড, নিচ্ছিদ্র, নির্মল, ত্রুটিহীন, মুক্ত, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অনুষিত এবং সমাধি লাভের সহায়ক (শীলাদি)। চুন্দী! যারা আর্য সম্প্রযুক্ত শীলাদি পরিপূর্ণকারী তারা শ্রেষ্ঠ বিষয়ই পূর্ণকারী। শ্রেষ্ঠ শীল পরিপূর্ণকারীদের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।"

"শ্রদ্ধাবান শ্রেষ্ঠ ধর্ম করিয়া অনুস্মরণ,
অনুত্তর ধর্ম যথা করেন অনুধাবন।
লোকুত্তর তথাগত সদা শ্রেষ্ঠ দক্ষিণেয়্য,
শ্রদ্ধাবানের নিকট তিনি শ্রেষ্ঠ পূজনীয়।
ধর্ম মাঝে শ্রেষ্ঠ সদা উপশম সুখ বিরাগ,
শ্রদ্ধাবানের কাছে শ্রেষ্ঠ বর্জিত এই সরাগ।
ভক্ত কুশের দানগ্রহণে আছে শ্রেষ্ঠ পাত্র,
সংঘ নামে উক্ত তারা অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র।
প্রবর্দ্ধিত হয় পুণ্য অগ্রেতে দান হেতু,
শ্রেষ্ঠ বর্ণ, যশ, কীর্তি আর হয় আয়ু;
সুখ, বল সংযোগে অতীব বিনন্দিত,
প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তিনি অতি আনন্দিত।
মেধাবী সতত তিনি অগ্র পাত্রের দাতা,
চিত্ত হয় সমাহিত শ্রেষ্ঠ ধর্মাচারিতা।
দেব কিংবা মনুষ্য সদা হয় প্রমোদিত,
অগ্র বিষয় লাভের তরে হয় আমোদিত।"

চুন্দী সূত্র সমাপ্ত

(গ) উগ্গহ সুত্তং—উগ্রহ সূত্র

৩৩.১। এক সময় ভগবান ভদ্রিয়ের জাতিয়া বনে[2] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর মেণ্ডকনাতি উগ্রহ যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট মেণ্ডকনাতি উগ্রহ ভগবানকে এরূপ বললেন—

১। অর্থকথানুসারে আর্যসম্প্রযুক্ত বলতে মার্গ-ফল সম্প্রযুক্ত বুঝানো হয়েছে।
২। ভদ্রিয়ের জাতিয়াবন – অঙ্গ নামক রাজ্যের অন্তর্গত শহরের নাম ছিল ভদ্রিয়। ভগবান ভদ্রিয়ায় পরিভ্রমণে আসলে এর নিকটস্থ জাতিয়া বনে অবস্থান করতেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে! অনুগ্রহ করে আপনি সহ চারজন আগামীকালের জন্য আমার গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন" ভগবান মৌনভাব অবলম্বন পূর্বক তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মেন্ডকনাতি উগ্গহ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হয়ে আসন হতে উঠে বুদ্ধকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর ভগবান সেই রাত্রির অবসানে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে যেখানে মেন্ডকনাতি উগ্গহের গৃহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর মেন্ডকনাতি উগ্গহ ভগবানকে স্বহস্তে উৎকৃষ্ট খাদ্য, ভোজ্য পরিবেশন পূর্বক পরিতৃপ্ত করালেন। যখন মেন্ডকনাতি উগ্গহ ভগবানকে পাত্র হতে হাত সরাতে দেখলেন তখন তিনি একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট মেন্ডকনাতি ভগবানকে এরূপ বললেন- "ভন্তে! এই কুমারীরা স্বামীর গৃহে গমন করবে। ভন্তে! অনুগ্রহ করে তাদেরকে উপদেশ দিন, ভন্তে! অনুগ্রহ করে তাদেরকে অনুশাসন করুন; যাতে তাদের দীর্ঘ জীবনের হিত ও সুখ হয়।"

অতঃপর ভগবান সেই কুমারীদেরকে এইরূপ বললেন- "তদ্ধেতু তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে- 'আমাদের মঙ্গলকামী, হিতকামী, সহানুভূতিশীল মাতাপিতাগণ আমাদের প্রতি অনুকম্পা করে যে স্বামীদের দিয়েছেন; আমরা সেই স্বামীদের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করব, রাত্রিতে সবার পরে শয্যা গ্রহণ করব।' কুমারীগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে- যারা তোমাদের স্বামীদের গুরু যথা- মাতা-পিতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ; তাদের সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব, মান্য করব, পূজা করব এবং তারা গৃহে আগমন করলে তাদেরকে আসন-জল দিয়ে সেবা করব। কুমারীগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে- 'আমরা আমাদের স্বামীদের ঘরে যা কিছু কর্ম আছে, অর্থাৎ- উর্ণা বা ছাগল মেষ প্রভৃতির লোম কার্য, কার্পাস বা সুতার কার্যে দক্ষ ও অনলস হব। সেই কার্যসমূহে অনলস, নানা উপায় উদ্ভাবন নিজে করতে অথবা অপরের দ্বারা করাতে দক্ষ হব।' কুমারীগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে- 'আমরা আমাদের স্বামীর গৃহের আভ্যন্তরিক লোকজন যথা- দাস, বার্তাবহ, মজুরদের দ্বারা সম্পাদিত কাজকে সম্পাদিত এবং অসম্পাদিত কাজকে অসম্পাদিতরূপে জ্ঞাত থাকব। অসুস্থদের শারীরিক সক্ষমতা এবং অক্ষমতা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকব। এবং যার যার অংশানুযায়ী খাদ্য-ভোজ্য ভাগ করে দিব।' কুমারীগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে— 'আমাদের স্বামীগণ যে সমস্ত ধন-ধান্য, স্বর্ণ রৌপ্য আহরণ করবে তৎসমস্ত আমরা সযত্নে সংরক্ষণ করব এবং তৎ বিষয়ে শঠতাহীনা, চৌর্য প্রবৃত্তিহীনা হব এবং অমদ্যপায়ী ও অনষ্টকারী হব।' কুমারীগণ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।

৫। হে কুমারীগণ! এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধা স্ত্রী কায়ভেদে মৃত্যুর পর মনোময় কায়সম্পন্ন দেবতাদের সাহচর্যে উৎপন্ন হয়।"

"স্বামীর সেবায় যে নারী উৎসুক সতত,
প্রদান করেন বিষয়াদি সর্বকাম্য যত;
সেইরূপ স্বামীর প্রতি না হয় দূর্ণিত।
ঈর্ষাচারে না দেখিয়া করে স্বামীকে যত্ন,
তাকেই বলে লোকে পতিব্রতা উত্তম রত্ন!
পূজা করে সেরূপ নারী পণ্ডিত সুলক্ষণা,
স্বামী-শ্বশুর, নারে যাদের হৃদয়ে আরাধনা।
দক্ষ, অনলস, মনোজ্ঞ আচরণ শীলা,
স্বামীর মানসাচারে নিপুণ হয় সে প্রবীণা;
আহরিত বিষয়াদি রক্ষণে হয় সুশীলা।
স্বামীর অনুবর্তী এরূপ ব্রতশীলা নারী,
কায়ভেদে মরণেতে হয় দেব অনুসারী;
মনোময় দেব নামে পরিচিতদের মাঝে,
প্রমোদিত হয় সদা নিত্য নতুন সাজে।"

উগ্গহ সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) সীহ সেনাপতি সুত্তং—সিংহ সেনাপতি সূত্র

৩৪.১। এক সময় ভগবান বৈশালী রাজ্যের[১] মহাবনের কূটাগার শালায়[২] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর সিংহ সেনাপতি[৩] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন—

১। **বৈশালী রাজ্য—** লিচ্ছবীদের রাজধানীর নাম ছিল বৈশালী। বুদ্ধ অভিসম্বোধি লাভের পাঁচ বৎসর পর এখানে আগমন পূর্বক বর্ষা যাপন করেন। বুদ্ধ যুগে বৈশালী ছিল অত্যন্ত, সমৃদ্ধ সম্পদশালী ও নয়নাভিরাম নগর।

২। **মহাবনের কূটাগারশালা—** বৈশালীর নিকটস্থ সুবৃহৎ অরণ্যকে মহাবন বলা হত। এর কিছু অংশ মনুষ্য রোপিত এবং বাকী অংশ প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট। এ অরণ্যের মধ্যে নির্মিত শালাকে কূটাগার শালা বলা হত।

৩। **সিংহ সেনাপতি—** বৈশালীর লিচ্ছবী সেনাপতি। পূর্বে ইনি নির্গ্রন্থদের ভক্ত ছিলেন। যখন বুদ্ধ বৈশালীতে আগমন করেন তখন সিংহ সেনাপতি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের বাধা সত্ত্বেও বুদ্ধ দর্শনে যান এবং বুদ্ধের নিকট ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ হয়ে শরণাগত উপাসকরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. "ভন্তে ভগবান! দানের দর্শনযোগ্য বিপাক প্রদর্শন করা কি সম্ভব?"

"হ্যাঁ সম্ভব, সিংহ!" এরূপে ভগবান বললেন,

"সিংহ! দায়ক বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়। সিংহ! এই যে দানপতি দায়ক বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়- ইহা হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।"

পুনশ্চ, সিংহ! দানপতি দায়ককে ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন- ইহাও হচ্ছে দর্শনযোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ! দানপতি দায়কের কল্যাণ-কীর্তিশব্দ প্রচার হয়। এই যে দানপতি দায়কের কল্যাণ কীর্তি শব্দ প্রচার হয়, ইহাও হচ্ছে দর্শন যোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ! দানপতি দায়ক যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয়, যথা- ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হয় তথায় বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হন। এই যে দানপতি দায়ক যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয়, যথা ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হয় তথায় বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হন, ইহাও হচ্ছে দর্শন যোগ্য দানের ফল।

পুনশ্চ, সিংহ! দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। এই যে দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হন, ইহাও হচ্ছে দর্শন যোগ্য দানের ফল।"

এরূপ ব্যক্ত হলে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে এরূপ বললেন-

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যে চারপ্রকার সন্দৃষ্টিক দান ফল আখ্যাত হয়েছে এই বিষয়াদির জন্য আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই; আমি তা পূর্বেই জ্ঞাত আছি। ভন্তে, আমি দানপতি দায়ক আমি বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ। ভন্তে! আমি দানপতি দায়ক। তাই আমাকে ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন। ভন্তে আমি দানপতি দায়ক। আমার কীর্তিশব্দ প্রচার হয়েছে যে- 'সিংহ সেনাপতি দায়ক, কার্যসম্পাদক,[2] ও সংঘের উপস্থায়ক (সেবক)।' ভন্তে! আমি দানপতি দায়ক আমি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হই, যথা- ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি কিংবা শ্রমণ পরিষদে উপস্থিত হই বিশারদের ন্যায় উৎকণ্ঠাহীন হয়ে উপস্থিত হই। ভন্তে! এই যে চার প্রকার সন্দৃষ্টিক দান ফল ভগবান কর্তৃক আখ্যাত হয়েছে তৎ বিষয়াদির জন্য আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। আমি তা পূর্বেই জ্ঞাত আছি। কিন্তু, ভন্তে! ভগবান যখন আমাকে এরূপ বললেন যে-

---

১। অর্থকথানুসারে দায়ক তিন প্রকার যথা দানপতি, দানসহায় ও দান দাস। এই সূত্রে বুদ্ধ দানপতির ন্যায় উত্তম দায়ককেই বুঝিয়েছেন।

২। কার্যসম্পাদক শব্দটি এখানে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পাদনার্থে প্রযোজ্য হওয়ায় কথাটি গ্রহণীয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সিংহ! দানপতি দায়ক কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।' তখন আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই। কারণ তা আমি পূর্বে জানতাম না।"

"হে সিংহ! ইহা তদ্রূপই, সিংহ! ইহা তদ্রূপই যে দানপতি দায়ক কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।"

"দানপতি হয় প্রিয় ভজেন বহু জনে,
কীর্তি হয় প্রবর্দ্ধিত যশ ক্রমে ক্রমে।
বিশারদ দানপতি নয় অমৎসরী,
প্রবেশ করেন পরিষদে হয়ে উদাসী।
সেই হেতু দান কার্য করেন পণ্ডিত,
মাৎসর্যমল ত্যাগে হয় সুখে প্রতিষ্ঠিত।
দীর্ঘকাল থাকেন তারা স্বর্গে অধিষ্ঠিত,
দেবমাঝে রমিত হয়ে থাকে পুলকিত।
অবকাশ ও কৃত কুশলে চ্যুত হয়ে তারা,
নিজ প্রভায় ভ্রমেন সদা নন্দনে[1] ওরা।
পঞ্চ কামগুণে তারা হয়ে সমর্পিত,
নন্দিত ও রমিত হয় অতি প্রমোদিত।
সুগতের সেরূপ বাক্য করে স্মরণ,
রমিত হয় স্বর্গলোকে বুদ্ধ শিষ্যগণ।"

সিংহ সেনাপতি সূত্র সমাপ্ত

(৫) দানানিসংস সুত্তং—দানের আনিশংস (সুফল) সূত্র

৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! দানের আনিশংস পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা:

২। বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; ধার্মিক ও সৎপুরুষেরা ভজনা করেন; কল্যাণ-কীর্তি শব্দ প্রচার হয়; সে গৃহী ধর্ম[2] হতে চ্যুত হয় না; এবং কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে দানের আনিশংস।"

১। নন্দন বলতে এখানে সুগতি স্বর্গলোকের নন্দনকানন নামক প্রমোদ উদ্যানকেই বুঝানো হচ্ছে।

২। অর্থকথা মতে গৃহীধর্ম বলতে পঞ্চশীলকে বুঝানো হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যথাযথ মার্গ সদা করে অনুসরণ,
দানকারী প্রিয় হয় শ্রেষ্ঠ অনুস্মরণ
আত্মজয়ী সৎপুরুষেরা ভজন তাকে;
দুঃখক্ষয়ী ধর্ম দেশনা করেন তাকে,
আস্রবনিহীন হয় সে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম;
নির্বাপিত হবে দুঃখে লোকুত্তরের মর্ম।"

দানের সুফল সূত্র সমাপ্ত

(চ) কালদান সুত্তং—কালদান সূত্র

৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! উপযুক্ত সময়ে দান পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা—

২। আগন্তুককে দান দেয়া; পথিক বা গমনকারীকে দান দেয়া; অসুস্থকে দান দেয়া; দুর্ভিক্ষের সময়ে দান দেয়া এবং যে সকল নতুন শস্য ও অগ্র ফল আছে তা প্রথমে শীলবানদেরকে প্রদান করা। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে উপযুক্ত সময়ে দান।"

"যথাকালে করেন দান অতি শ্রদ্ধাবান,
অমৎসরী বদান্য নামে তাই হন বাখান।
প্রসন্ন চিত্তে যারা দান করে আর্যদের,
বিপুলত্ব প্রাপ্ত হয় দান ফল তাদের।
অনুমোদন কর্তব্যাদি করে যারা সম্পাদন,
দক্ষিণা না কমে বাড়ে তাদের পুণ্য বিনোদন।
অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই করবে সম্প্রদান,
যে স্থানে দান হেতু ফল লভে অপ্রমাণ।
সেইরূপ কর্ম যদি হয় সম্পাদিত,
পরলোকের জন্য পুণ্য হয় হেথ প্রতিষ্ঠিত।

কালদান সূত্র সমাপ্ত

(ছ) ভোজন সুত্তং—ভোজন সূত্র

৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! ভোজন দানকারী দায়ক প্রতিগ্রাহককে পঞ্চবিধ বিষয় দান করে। সেই পঞ্চবিধ বিষয় কি কি? যথা—

২। সে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল এবং প্রতিভান (বুদ্ধিমত্তা) দান করে। আয়ু দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য আয়ু লাভ করে; বর্ণ দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য বর্ণ লাভ করে; সুখ দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য সুখ লাভ করে; বল দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য বল লাভ করে; প্রতিভান দান করে সে দিব্য ও মনুষ্য প্রতিভান লাভ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! ভোজন দানকারী দায়ক প্রতিগ্রাহককে এই পঞ্চবিধ বিষয় দান করে।"

"আয়ু, বল, বর্ণ, সুখ, আর প্রতিভান,
পঞ্চ বিষয় সদা যিনি করেন দান;
সেরূপ মেধাবী দাতা লভে সুখপ্রাণ।
আয়ু বল বর্ণ যিনি করেন অর্পণ,
সুখ ও প্রতিভান করিয়া সমর্পণ;
হন তিনি দীর্ঘায়ু যশবান অতি,
স্বর্গে জন্ম হয় তার পুণ্য পূত গতি।

ভোজন সূত্র সমাপ্ত

(৫) সদ্ধ সুত্তং–শ্রদ্ধা সূত্র

৩৮.১ "হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! জগতের মধ্যে যে সকল ধার্মিক ও সৎপুরুষ আছেন তাঁরা অনুকম্পাকালে প্রথমেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অনুকম্পা করে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নহে; তারা উপস্থিত হওয়ার সময় প্রথমেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হয়, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নহে; এবং দান গ্রহণের সময় প্রথমেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে গ্রহণ করে, অশ্রদ্ধ হয়ে নহে; তারা ধর্ম দেশনা করার সময় প্রথমেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ধর্ম দেশনা করে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নহে; শ্রদ্ধাবান কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বিষয়ই হচ্ছে শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদের আনিশংস।

যেমন, ভিক্ষুগণ! পল্লী অঞ্চলের চতুর্মহাপথের সন্ধিস্থলে বৃহৎ নিগ্রোধবৃক্ষ (বটবৃক্ষ) থাকলে তা চতুর্দিকের সমস্ত পক্ষীদের প্রতিস্মরণ (আশ্রয়স্থল) হয়। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র বহুজন যথা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকাদের জন্য প্রতিস্মরণ হয়।"

"শাখা, পত্র, ফল, মূল, অতি শোভনীয়,
বৃহৎ কাণ্ড যুক্ত গ্রন্থ হয় রমণীয়;
সেরূপ মহাবৃক্ষ নিশ্রয় হয় সদা,
চতুর্দিকের পক্ষী যত উড়ে সর্বদা।
ছায়াকামী ফলকামী যত আছে পাখি,
ছায়া ফল পেয়ে তারা হয় সদা সুখী;
মনোরম সম্মিলনে চিত্তানন্দময়,
মহাবৃক্ষ তাই পাখিদের মিলনালয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেরূপই শীলবান শ্রদ্ধান্বিত নর,
নম্র ভদ্র হয় সে বদান্যময় ধীর;
কোমলমতি হয় আর থাকে সদাশয়,
পুণ্যপূত গুণে শ্রেষ্ঠ হয় অতিশয়।
সেইরূপ নর-কে করে ভজনা তারা,
বীতরাগ দ্বেষ মোহ হয়েছেন যাঁরা;
পুণ্য ক্ষেত্র, আসবহীন, মার্গলাভীগণ,
দুঃখক্ষয়ী ধর্মকথা করে তাকে বর্ণন।
আসববিহীন হয় সে জ্ঞাত হয়ে ধর্ম,
নির্বাপিত হয়ে বুঝে লোকুত্তরের মর্ম।"

শ্রদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

(খ) পুত্ত সুত্তং—পুত্র সূত্র

৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতাপিতা পরিবারের মধ্যে পুত্র সন্তানের জন্য ইচ্ছা করে। সেই পাঁচটি বিষয় কি কি? যথা—

২। সে আমাদের ভরণ-পোষণ করবে; আমাদের জন্য করণীয়াদি সম্পাদন করবে; কুলবংশ দীর্ঘদিন রক্ষা করবে; পৈতৃক সম্পত্তি যোগ্যতাবশে প্রাপ্ত হবে; এবং আমাদের মৃত্যুর পর প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করবে।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতা-পিতা পরিবারে পুত্র সন্তানের জন্য ইচ্ছা করে।"

"পণ্ডিতগণ করে চিন্তা পঞ্চ বিষয় অতি,
পুত্র লাভের তরে তাই চিত্ত পায় গতি;
পুত্র মোদের করবে পরে ভরণ-পোষণ,
প্রয়োজনীয় কার্য নিত্য করবে সম্পাদন;
কুলবংশ করবে রক্ষা দীর্ঘদিন ধরে,
পিতৃসম্পদ প্রাপ্ত হবে মোদের মৃত্যু পরে;
যথাবিধি করবে পুত্র প্রেতোদ্দেশে দান,
সেই হেতুতে তখন মোরা লভিব সুখ প্রাণ।
পণ্ডিতগণ করে চিন্তা উক্ত পঞ্চ বিষয়,
পুত্র লাভের তরে চিত্ত বেগ প্রাপ্ত হয়;
সেই কারণে শান্ত আর সৎপুরুষগণ,
কৃতজ্ঞ ও বাঞ্ছিত থাকেন পুণ্যপূত মন;
মাতাপিতার গুণ তারা করে অনুস্মরণ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিত্য করে সেবা পূজা তাদের আমরণ,
উপকারীর প্রত্যুপকার করে নিরন্তর।
সেইরূপ মান্যকারী পালিত পুত্রগণ,
মাতাপিতাকে করে পোষণ অক্ষুণ্ণ মন;
যথা সময়ে করে তারা কুলবংশ রক্ষণ।
সেরূপ শীল ও শ্রদ্ধাবান পুত্র যত আছে,
প্রশংসিত হয় তারা এ জগত মাঝে।"

পুত্র সূত্র সমাপ্ত

(৩) মহাসাল সুত্তং–মহাশাল সূত্র

৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পর্বতরাজ হিমালয়কে নিশ্রয় করে মহাশাল বৃক্ষাদি পঞ্চ বিষয়ে বর্দ্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা–

২। শাখা, পাতা, পল্লবগুচ্ছের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; বাকলের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; অঙ্কুর উদ্গমের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তরুমজ্জার বহির্ভাগের কাঠের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মূল সারাংশের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! পর্বতরাজ হিমালয়কে নিশ্রয় করে মহাশাল বৃক্ষাদি এই পঞ্চ বিষয়ে বর্দ্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

৩। ঠিক একরূপেই, ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রকে নিশ্রয় করে পরিবারের সদস্যেরা পঞ্চ বিষয়ে বর্দ্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা–শ্রদ্ধার মাধ্যমে বর্দ্ধিত হয়; শীলের মাধ্যমে বর্দ্ধিত হয়; শ্রুত বা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বর্দ্ধিত হয়; বদান্যতার মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রকে নিশ্রয় করে পরিবারের সদস্যেরা এই পঞ্চ বিষয়ে বর্দ্ধনের মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

"শিলাময় পর্বত যেমন উচ্চ অতিশয়;
অবস্থিত আছে তা মহারণ্যে মহাশয়,
বৃক্ষরাজি আছে অনেক সেই অরণ্যেতে;
বর্দ্ধিত হয় সেসব অরণ্যের আশ্রয়েতে।
ঠিক সেরূপে শীলবান কুলপুত্র হয় শ্রদ্ধান্বিত অতি;
তার আশ্রয়েতে বর্দ্ধিত হয় স্ত্রী, পুত্র-জ্ঞাতি,
আছে যত পোষ্য আর বন্ধু-বান্ধবগণ;
সকলে হয় পালিত তার পুণ্যপূত মন।
সেরূপ শীলবানের শীল আর ত্যাগগুণ,
সুচরিত কর্মাদি যারা দেখে সর্বক্ষণ;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাদৃশ বিচক্ষণেরা আচরিয়া সেই ধর্ম,
নন্দিত হয় দেবলোকে পুণ্যপূত কর্ম;
সুগতি মার্গগামী ধর্ম করে অনুসরণ,
মোদিত হয় তথায়, সুখ লভে অনুক্ষণ।"

মহাশাল সূত্র সমাপ্ত

সুমন বর্গ সমাপ্ত

৩। তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

সুমন, চুন্দী, উগ্গহ আর সিংহ সেনাপতি,
দান, অনিশংস আর কাল দানাদি;
ভোজন সূত্র, শ্রদ্ধা সূত্র এবং বিধৃত,
পুত্র এবং মহাশাল মিলে দশে নিরুক্ত;
এরূপে সুমন বর্গ হলো সমাপিত।

৫। মুণ্ডরাজ বর্গ

(ক) আদিয় সুত্তং—গ্রহণীয় সূত্র

৪১.১ এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন—

২। "হে গৃহপতি! ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য পাঁচটি কারণ বিদ্যমান। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে। সে নিজেকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। মাতা-পিতাকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। এবং সে স্বীয় পুত্র, স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকজনকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকভাবে সুখকে ধারণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের প্রথম কারণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে। সে মিত্র-আমাত্যদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যক ভাবে সুখকে ধারণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের দ্বিতীয় কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে। যে সকল আপদসমূহ যথা অগ্নি, জল, রাজা, চোর, শত্রু এবং ধনাধিকারী জ্ঞাতি (দায়াদ) হতে সম্ভাব্য বিপদ হতে নিরাপদ হয়। এবং সে নিরাপদে নিজ বিষয়াদি সংরক্ষণ করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের তৃতীয় কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে। সে পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যে দানকারী হয়। যথা— জ্ঞাতি, অতিথি, পূর্বপ্রেত, রাজা এবং দেবতার উদ্দেশ্যে দানকারী হয়। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের চতুর্থ কারণ।

পুনশ্চ, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা আত্মাভিমান ও প্রমাদ হতে প্রতিবিরত; ক্ষান্তি ও অমায়িকতায় প্রতিষ্ঠিত; যারা প্রত্যেকে আত্মদমন করে, নিজেকে শান্ত ও নির্বাপিত করে সেইরূপ স্বর্গের পথপ্রদর্শক, সুখফলদায়ক ও স্বর্গলাভে সহায়ক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদেরকে আর্যশ্রাবক শ্রেষ্ঠ দানে পূজিত করে। ইহা হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের পঞ্চম কারণ গৃহপতি! এই পাঁচটি হচ্ছে ভোগ্য বিষয় লাভের কারণ।

৩। হে গৃহপতি! যদি পাঁচটি কারণ রক্ষণকালে আর্যশ্রাবকের ভোগ্য বিষয় পরিক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তখন তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়— 'আমি, ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য আমি সেসব কারণ রক্ষা করছি। তবুও আমার ধন পরিক্ষয় হচ্ছে।' —এরূপে সে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় না।

৪। হে গৃহপতি! যদি পাঁচটি কারণ রক্ষণকালে আর্যশ্রাবকের ভোগ্য বিষয় অভিবৃদ্ধি হয়; তখন তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়— 'সত্যিই, ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য আমি সেসব কারণ রক্ষা করছি এবং আমার ধনও বর্দ্ধিত হচ্ছে।' এরূপে সে উভয় ঘটনায় মনস্তাপহীন হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভুক্ত, ভোগ্য, দাস, ভৃত্য আরও বিভাজন,
এই পঞ্চ আপদ মম তাই মুক্ত মন;
পূজিত, শীলবান, আর ব্রহ্মচারী যত,
পঞ্চ দান ও ঊর্ধ্বগ দক্ষিণা হয় প্রাপ্ত।
ভোগ্য বিষয় আছে যত জগত সংসারে,
গৃহপতি পণ্ডিতগণ যাহা কামনা করে;
সে বিষয় অর্জিত হয় অনায়াসে মম,
অনুতাপহীন এই তাতে হয়ে উত্তম।
আর্য ধর্মে স্থিত জন এরূপে করে মূল্যায়ন,
ইহধামে প্রশংসিত হয় সুধীজন মন;
পরলোকে প্রমোদিত থাকে প্রফুল্ল বদন।"

আদিয় সূত্র সমাপ্ত

(খ) সপ্পুরিস সুত্তং—সৎপুরুষ সূত্র

৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যখন পরিবারে সৎপুরুষ জন্ম গ্রহণ করে তা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। তা মাতাপিতাদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। পুত্র-স্ত্রীর মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। দাস, শ্রমিক ও লোকদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। মিত্র অমাত্যদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয় এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়

২। যেমন ভিক্ষুগণ! উত্তমরূপে বৃষ্টিপাত হলে তা সকল প্রকার শস্যের পরিপক্কতা আনয়ন করে। যা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! যখন পরিবারে কোন সৎপুরুষ জন্ম গ্রহণ করে তা বহুজনের মঙ্গল, হিত ও সুখের কারণ হয়।"

"সৎপুরুষ আছে যত জগত মাঝারে;
বহুজনের তরে ধন অন্বেষণ করে,
কৃতজ্ঞ, ধার্মিক সেই যশস্বী সর্বথা:
সেরূপ ধর্মাচারীকে করে রক্ষা দেবতা,
ধর্মে সংযমে হয় সে নিপুণ অতিশয়;
ধর্মেতে হয় স্থিত আর শীলাচারময়,
সত্যবাদী, ধর্মভীরু, পুণ্যেতে মতি তার;
জম্বুনদ স্বর্ণ তুল্য সে পুণ্যপুরুষ সার,
'লোকেতে আছে কে দোষ দিবার তাহার'
দেবগণ আছে যত করে প্রশংসা,
ব্রহ্মারাও করে তাকে নন্দিত সদা।"

সৎপুরুষ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) ইট্ঠ সুত্তং—ইষ্ট সূত্র

৪৩.১ অনন্তরঃ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপার্শ্বে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন—

২। "হে গৃহপতি! জগতের মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রিয়), মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা,—

৩। গৃহপতি! জগতের মধ্যে আয়ু (দীর্ঘায়ু) হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ; জগতে বর্ণ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ; জগতে সুখ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ; জগতে যশ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ; জগতে স্বর্গ হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ। গৃহপতি! জগতের মধ্যে এই পাঁচটি বিষয় ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ।

৪। গৃহপতি! আমি বলি জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ এই পঞ্চবিধ বিষয় যাচ্ঞাকরণে ও প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা যায় না। গৃহপতি! জগতে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ কিন্তু দুর্লভ বিষয় প্রার্থনার মাধ্যমে লাভকারণ যদি এরূপ হতো, তাহলে কেন যে কেউ এখানে জীর্ণ হবে?

৫। গৃহপতি! আয়ুকামী অরহত্ আর্যশ্রাবকের পক্ষে আয়ু যাচ্ঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা আয়ু সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি! আয়ুকামী অরহত আর্যশ্রাবকের দ্বারা আয়ু লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। আয়ু লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা আয়ু প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য আয়ু লাভী হয়।

গৃহপতি! বর্ণকামী অরহত আর্যশ্রাবকের পক্ষে বর্ণ যাচ্ঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা বর্ণ সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি! বর্ণকামী অরহত আর্যশ্রাবকের দ্বারা বর্ণ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। বর্ণ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা বর্ণ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য বর্ণ লাভী হয়।

গৃহপতি! সুখকামী অরহত আর্যশ্রাবকের পক্ষে সুখ যাচ্ঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা সুখ সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি! সুখকামী অরহত আর্যশ্রাবকের দ্বারা সুখ লাভের সহায়ক পন্থা অনুস্মরণ করা কর্তব্য। সুখ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা সুখ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য সুখ লাভী হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহপতি! যশকামী অরহত্ আর্যশ্রাবকের পক্ষে যশ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা যশ সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি! যশকামী অরহত্ আর্যশ্রাবকের দ্বারা যশ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। যশ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা যশ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য যশ লাভী হয়।

গৃহপতি! স্বর্গকামী অরহত্ আর্যশ্রাবকের পক্ষে স্বর্গ যাচঞা করা, অভিনন্দন করা কিংবা স্বর্গ সংশ্লিষ্ট বিষয় চিন্তা করা অনুচিত। গৃহপতি! স্বর্গকামী অরহত্ আর্যশ্রাবকের দ্বারা স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা অনুসৃত হলে তখন তা স্বর্গ প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। এবং সে দিব্য কিংবা মনুষ্য স্বর্গ লাভী হয়।"

"আয়ু, বর্ণ, যশ, কীর্তি আর স্বর্গ কুলীনতা;
পুনঃপুনঃ প্রার্থনাতে চায় শ্রেষ্ঠত্ব সদা।
অপ্রমাদ ও পুণ্যকার্য যা জগতে স্থিত;
পণ্ডিতের সদা তাতে, প্রশংসায় মুখরিত।
অপ্রমত্ত পণ্ডিতজন লভে সদা উন্নত,
উভয় অর্থে মহত্ত্ব যা হয়েছে প্রকাশিত;
ইহও পরলোকে তার মঙ্গল সুনিশ্চিত।
পণ্ডিত ও ধীর সেজন, জ্ঞানী অতিশয়;
হিতানুধারী রূপে যুক্ত সে এ জগতময়।"

ইট্ঠ সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) মনাপদায়ী সুত্তং—মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র

৪৪.১ এক সময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে যেখানে গৃহপতি উগ্রের[১] আবাস সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর গৃহপতি ভগবান সকাশে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি উগ্র ভগবানকে এরূপ বললেন—

১। ইনি বৈশালীর গৃহপতি। মনোজ্ঞ দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে ইনি বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়, ২৬ পৃষ্ঠা; ১ম খণ্ড।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে! শালপুষ্প দ্বারা তৈরীকৃত খাদ্য[1] আমার মনোজ্ঞ খাদ্য। তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে- 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে! মিষ্টিরস দ্বারা রঞ্জিত (সম্পূর্ণ কালো) শুকরের মাংস আমার প্রিয় খাদ্য। তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে- 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে। ভন্তে! তৈলাক্ত নালি শাক আমার প্রিয় খাদ্য। তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে- 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে! বহু প্রকার সূপ ও ব্যঞ্জনাদি কালো দানামুক্ত শালী ভাত আমার প্রিয়। তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করলেন।

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে- 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে! কাশীতে[2] প্রস্তুতকৃত বস্ত্রসমূহ আমার মনোজ্ঞ তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা পূর্বক গ্রহণ করলেন

"ভন্তে! আমি ভগবানের সম্মুখে এরূপ শুনেছি এবং এরূপ গ্রহণ করেছি যে- 'মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী মনোরমই লাভ করে।' ভন্তে! মেষলোমের ন্যায় পশমী, পুষ্প পরিশোভিত, কদলি মৃগচর্মের কম্বল, উপরে চাঁদোয়া যুক্ত এবং উভয়দিকে লোহিত কুশনযুক্ত পালঙ্ক আমার মনোজ্ঞ। অধিকন্তু, ভন্তে! আমরা ইহাও জানি যে,- 'ইহা ভগবানের উপযুক্ত (কল্প্য) নয়।' ভন্তে! ইহা আমার শত সহস্রাধিক মূল্যের উপযুক্ত চন্দন ফলক। তাই, ভগবান! আমাকে অনুকম্পা পূর্বক তা গ্রহণ করুন।" ভগবান অনুকম্পা করে গ্রহণ করলেন। অতঃপর ভগবান বৈশালীর গৃহপতি উগ্রকে এইরূপ অনুমোদনের মাধ্যমে আশীর্বাদ করলেন

১। শালপুষ্প দ্বারা তৈরীকৃত খাদ্য- শালপুষ্পের বৃন্ত, পাতা, আঁশ এবং ঘি এর মধ্যে জিরা দিয়ে ইহা তৈরি করা হয়। বর্তমানে শ্রীলংকায় শাল বৃক্ষের বাকল বা ছাল ব্যবহার করতে দেখা যায়; তবে খাদ্য তৈরিতে নয়।

২। কাশী- ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে এটি একটি এর রাজধানী ছিল বারাণসী সিল্ক কাপড়ের জন্য কাশী সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং কাশী বস্ত্র উপহার হিসাবে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মনোজ্ঞ, মনোরম যা করে দান পণ্ডিত;
সেহেতু লভে সে উত্তম, হয় সুখ বর্দ্ধিত
প্রত্যয়াদি নানাবিধ আর শয্যা-আচ্ছাদন;
অন্ন-পানীয় প্রদানে রত, প্রফুল্ল মন
নিষ্ট হয়ে দেয় দান অন্ন প্রমোদিত চিত্তে;
উৎসর্গীকৃত, সুমুক্ত ও অগৃহীত চিত্তে।
জ্ঞাত হয়ে করে দান উত্তম অতিশয়;
ক্ষেত্রোপম অর্হৎ, ত্যাগ করেছে যারা ক্ষয়
এরূপ মনোরম দান করেন সুপণ্ডিত;
সেহেতু লভে উত্তম, হয় সুখে অধিষ্ঠিত।"

অতঃপর ভগবান গৃহপতি উগ্রকে এই অনুমোদন বাক্য দ্বারা আশীর্বাদ করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন।

অনন্তর বৈশালীর গৃহপতি উগ্র অপর সময়ে কালগত হলেন। কালগত হয়ে গৃহপতি উগ্র এক মনোময় কায় (দেবত্ব) প্রাপ্ত হলেন। সেই সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীর সন্নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামের অবস্থান করছিলেন। অনন্তর দেবপুত্র উগ্র রাত্রির অন্তিম যামে দিব্য জ্যোতিতে সমগ্র জেতবন উদ্ভাসিত করে সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত উক্ত দেবপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন—

"হে উগ্র! পূর্বের সেই আকাঙ্ক্ষা[১] আছে কি?"

"ভন্তে! আমার অভিপ্রায় সেরূপই আছে।"

অতঃপর ভগবান দেবপুত্র উগ্রকে এই গাথাটি ভাষণ করলেন।

"মনোময় দানকারী পায় মনোজ্ঞ সদা;
অগ্র বিষয় দানে লভে পুনশ্চ সর্বদা
সমদানে করে লাভ সদা উত্তম ফল;
শ্রেষ্ঠ স্থান লভে তাতে শ্রেষ্ঠ দানের বল।
অগ্র আর উত্তমদাতা, শ্রেষ্ঠ দাতা যিনি;
দীর্ঘায়ু ও যশস্বী হন, জন্মে জন্মে তিনি।"

মনোজ্ঞ বিষয় দানকারী সূত্র সমাপ্ত

১। 'পূর্বের সেই আকাঙ্ক্ষা' বলতে অর্হত্ত্ব লাভের বাসনাকে বুঝানো হচ্ছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) পুঞ্ঞাভিসন্দ সুত্তং—পুণ্যফল সূত্র

৫১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয় (চালিত হয়)।

২. সেই পাঁচ প্রকার কি কি?

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু চীবর পরিভোগ কালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু পিণ্ডপাত পরিভোগ কালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক; যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু বিহারে অবস্থান কালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু বিছানা ও কেদারা (চেয়ার) ব্যবহার কালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু রোগের সময় ঔষধ পথ্যাদি পরিভোগকালে অপ্রমাণ চিত্তের সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করে; অপরিমেয় হয় তার পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়।

৩. এই পঞ্চবিধ পুণ্যফল, কুশলফলে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের পক্ষে পুণ্যফল পরিমাপ করা সহজ নহে, যেমন— এই পরিমাণ হচ্ছে পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়। কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্য ফলও পরিমাপ করা অসম্ভব।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! একরূপে মহাসমুদ্রের জল পরিমাপ করা সহজ নয়, যথা—'এত পরিমাণ জলপাত্র, এত শত পরিমাণ জলপাত্র, এত সহস্র পরিমাণ জলপাত্র কিংবা এত শত সহস্র (লক্ষ) পরিমাণ জলপাত্র।' কিন্তু, অসংখ্য, অপ্রমেয় মহাজলরাশিও পরিমাপ করা সম্ভব। ঠিক সেরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ পুণ্যফল, কুশলফল, সুখের আহার, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফলদায়ী এবং স্বর্গ লাভের সহায়ক। যা ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, হিত ও সুখের জন্যই সংবর্তিত হয়। কিন্তু অসংখ্য ও অপ্রমেয় মহাপুণ্যফল ও পরিমাপ করা সম্ভব।"

সুবৃহৎ, গভীর আর পরিমাপ অযোগ্য,
ভৈরব সাগর আছে, ধনালয় অসংখ্য।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়;
ধাবমান হয় নদী তথা সমুদ্রাভিমুখে।
একরূপে যেবা করে দান, অন্ন, বস্ত্র, আসন;
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-রে তর্পণ;
সেইরূপ পণ্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত;
নদী যেমন সাগরেতে সদা হয় যুক্ত।"

পুণ্যফল সূত্র সমাপ্ত

(চ) সম্পদা সুত্তং—সম্পদ সূত্র

৪৬.১ "হে ভিক্ষুগণ! সম্পদ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচপ্রকার কি কি? যথা—শ্রদ্ধাসম্পদ, শীলসম্পদ, শ্রুতসম্পদ, ত্যাগসম্পদ, এবং প্রজ্ঞাসম্পদ। ভিক্ষুগণ! এই হচ্ছে পঞ্চবিধ সম্পদ।"

সম্পদ সূত্র সমাপ্ত

(ছ) ধন সুত্তং—ধন সূত্র

৪৭.১ "হে ভিক্ষুগণ! ধন পাঁচ প্রকার। সেই পঞ্চ কি কি? যথা—শ্রদ্ধাধন, শীলধন, শ্রুতধন, ত্যাগধন এবং প্রজ্ঞাধন।

২। হে ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি বা পরম জ্ঞানের আস্থাশীল হয়—'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠসারথি, দেব মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় শ্রদ্ধাধন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! শীলধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়; অদত্ত গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়; মিথ্যা কামাচার হতে প্রতিবিরত হয়; মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয়; এবং সুরা মেরেয় (পুষ্প ও ফলাসব) ও মদ্যাদি সেবন দ্বারা প্রমাদের কারণ হতে প্রতিবিরত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয় শীলধন।

৪। হে ভিক্ষুগণ! শ্রুতধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়। যে সকল ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশ করে সেরূপ ধর্ম তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যবেক্ষিত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয় শ্রুতধন।

৫। হে ভিক্ষুগণ! ত্যাগধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক মাৎসর্য মলহীন চিত্তে গৃহে বাস করে; মুক্ত দানশীল, মুক্ত হস্ত, দানানুরত, যাচ্ঞাকারীর অনুনয়ে দান করতে প্রস্তুত এবং দান বিতরণে রত থাকে। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয় ত্যাগধন।

৬। হে ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞাধন কিরূপ?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। উদয় ও বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখ ক্ষয়গামিনী আর্যোচিত নির্বেধ(তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় প্রজ্ঞাধন। ভিক্ষুগণ! এ-সকলই হচ্ছে পঞ্চবিধ ধন।"

"তথাগতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা অবিচল,
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তাদের বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তার;
নির্মল শীল পালনে রত আছেন যারা।
যথাযথ ভাবে যে করে সংঘকে দর্শন;
সে-হেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্দ্ধন
অদরিদ্ররূপে তাকে কহে যায় অভিহিত;
অব্যর্থ তার জীবন ধারণ, এ জেনো সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করে অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করে অনুস্মরণ;
শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকে যুক্ত তারা যে এ তিনে অবিরত।"

ধন সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) অলব্ভনীয়ঠান সুত্তং—অলভনীয় স্থান সূত্র

৪৮.১ "হে ভিক্ষুগণ! এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

২। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– 'জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'– এই জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক'– এই জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক'– এই জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক'– এই জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক'– এই জগতে শ্রামণ ব্রাহ্মণ দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।"

৩। ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগজনকে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্রবা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে'– সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে।' এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্রবা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে মরণ ধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৪। হে ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করাচ্ছে। এবং যদি জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করাচ্ছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' যেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করাচ্ছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' যেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় না, বিপরীতে শত্রুরা অশ্রুমুখে ব্যথিত হতে দেখে আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্ত হয় না, পরিতপ্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয়– শ্রুতবান আর্যশ্রাবক; যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে ভিক্ষুগণ! জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

"শোক ও পরিদেবনে নাইতো কোন ফল;
বিন্দুমাত্র লাভ নাই, খরচ হয় বল,
শোকক্লিষ্ট দুঃখ জাত হয়ে শত্রুগণ;
আনন্দিত হয় তারা থাকে প্রফুল্ল বদন,
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুঃখে হয়ে অপ্রমত্ত,
নির্বিকার মুখছবি তার দেখে তখন;
দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিচরণ,
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী[১] দ্বারা
যত্র উত্তম তত্র উচিৎ পরাক্রম করা,
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তম রূপে:
মম কিংবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে,
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিৎ:
কেন আমি কর্মাদিতে দিচ্ছি শ্রম অধিক?"

অলভনীয় স্থান সূত্র সমাপ্ত

(খ) কোসল সুত্ত–কোশল সূত্র

৪৯.১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর কোশল রাজ প্রসেনজিৎ[২] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন

১। রীতি-নীতি বা প্রথা।

২। ইনি ছিলেন কোশল রাজ্যের রাজা এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি মহাকোশল রাজার পুত্র ছিলেন। লিচ্ছবী মহালি ও মল্ল বন্ধুলের সাথে সহ প্রসেনজিৎ তক্ষশিলায় বিদ্যা শিক্ষা করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করলেন। (সেই সময়ে রাণি মল্লিকা দেবী[১] কালগত হলেন) অতঃপর জনৈক ব্যক্তি যেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর কানের কাছে চুপি চুপি বললেন 'দেব! মল্লিকা দেবী মৃত্যু বরণ করেছেন।' এরূপ বলার পর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দুঃখী, দুর্মন, পতিতস্কন্ধ, অধোবদন, এবং চিন্তা করতে করতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বসে রইলেন

অতঃপর, ভগবান কোশল রাজ প্রসেনজিৎকে দুঃখী, দুর্মনা, পতিতস্কন্ধ অধোবদন এবং চিন্তা করতে করতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে জ্ঞাত হয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে এরূপ বললেন–

২। "মহারাজ! এই জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা–

৩। 'জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'– এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক'– এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক'– এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক'– এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক'– এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।"

৪। "হে মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্‌জনকে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়, অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বগণকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করছে। এখন যদি জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহারও আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অন্তর্দুঃখে ব্যথিত হবে, শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্‌জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

১। মল্লিকাদেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর প্রধান রাণী। তিনি ছিলেন কোশলের প্রধান মালাকারের সুদর্শনা ও গুণবতী কন্যা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে- 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'- যেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়- 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে- 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়, অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'- যেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়- 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে- 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'- যেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়- 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে— 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'— সেহেতু সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৫। হে মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা— 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা— 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' যেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগজন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে।' এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' যেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগজন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা— 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে, এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তুষ্ট করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে মহারাজ! জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

"শোক ও পরিদেবনে নাহিতো কোন ফল;
বিন্দুমাত্র লাভ নাই খরচ হয় বল,
শোককারীর দুঃখ জ্ঞাত হয়ে শত্রুগণ;
আনন্দিত হয় এবং থাকে প্রফুল্ল বদন,
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুঃখে হয়ে অপ্রমত্ত,
নির্বিকার মুখচ্ছবি তার দেখে তখন;
দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিহরণ,
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী দ্বারা
যাতে উত্তম তত্ত্ব উচিৎ পরাক্রম করা,
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তম রূপে;
মম কিংবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে,
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিৎ;
কেন আমি কর্মাদিতে বিচ্ছিন্ন হয় তবিৎ?"

কোশল সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) নারদ সুত্তং—নারদ সূত্র

৫০.১। এক সময় আয়ুষ্মান নারদ পাটলিপুত্রে[1] কুক্কুট আরামে[2] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে মুণ্ডরাজার[3] প্রিয়া ও আনন্দদায়িনী রাণী ভদ্রাদেবী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুণ স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মান্তিতে নিযুক্ত না হয়ে রাতদিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন। অতঃপর মুণ্ডরাজ কোষাধ্যক্ষ পিয়ককে ডেকে বললেন, "সৌম্য পিয়ক! ভদ্রা দেবীর শরীরকে লৌহময় তৈল দ্রোণিতে (পাত্রে) রেখে অন্য একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আবৃত্ত করো, তাহলে আমরা ভদ্রা দেবীকে দীর্ঘদিন ব্যাপী দেখতে পারব।"

"তথাস্তু দেব!" এরূপ বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক রাজার নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করে ভদ্রাদেবীর শরীরটি লৌহময় তৈল দ্রোণিতে রেখে অপর একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আবৃত করলেন।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ পিয়কের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো— 'এখন মুণ্ডরাজার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবী কালগত হয়েছেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুণ স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মান্তিতে নিযুক্ত না হয়ে রাতদিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। যদি মুণ্ডরাজা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হন, তাহলে কি ধর্মকথা শ্রবণ করে তার শোকশল্য উৎপাটিত হবে!'

অতঃপর পুনঃ কোষাধ্যক্ষ পিয়কের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো— 'আয়ুষ্মান নারদ নিকটস্থ পাটলিপুত্রে কুক্কুট আরামে অবস্থান করছেন। সেই আয়ুষ্মান নারদের খ্যাতি এরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচারিত হয়েছে যে— 'তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণ উৎসুক, জ্ঞানী এবং অরহত্ত লাভী।' যদি তাই হয় তাহলে মুণ্ডরাজা যদি আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের নিকট গমন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের ধর্ম কথায় স্বীয় শোকশল্য পরিত্যাগ করতে পারবেন।'

১। **পাটলিপুত্র** মগধরাজ্যের অন্তর্গত ছিলেন এবং এর অবস্থান ছিল আধুনিক পাটনার সন্নিকটে। বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের পূর্বে এখানে এসেছিলেন। ইহা ছিল পাটলিগ্রাম নামে সুপরিচিত কেবল একটিমাত্র গ্রাম।

২। **কুক্কুট আরামে**— ইহা পাটলিপুত্রের অন্তর্গত ছিল; বহুপূর্ব হতে ইহা ভিক্ষুদের আবাসস্থল রূপে পরিচিত হয়ে আসছিল। মহাবর্গে উল্লেখ আছে নিলবাসি, সানবাসি গোপক, ভগু, ফলিকসন্দ প্রমুখ স্থবিরগণ এই স্থানে বাস করতেন।

৩। **মুণ্ডরাজা**— ইনি ছিলেন মগধের রাজা অজাতশত্রুর প্রপৌত্র এবং অনুরুদ্ধের পুত্র। ইনি নিজ পিতা অনুরুদ্ধকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন। কিন্তু পরিণতিতে নিজ পুত্র নাগদাসক কর্তৃক হত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্তরঃ কোষাধ্যক্ষ পিয়ক যেখানে মুণ্ডরাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে মুণ্ডরাজাকে এরূপ বললেন,– "আয়ুষ্মান নারদ নিকটস্থ পাটলিপুত্রে কুক্কুট আরামে অবস্থান করছেন। সেই আয়ুষ্মান নারদের প্রতি এরূপ কল্যাণ, কীর্তিশব্দ প্রচারিত হয়েছে যে– 'তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী, বহুশ্রুত, বিচিত্র বক্তা, কল্যাণ উৎসুক, জ্ঞানী এবং অর্হত্ত্ব লাভী।' সম্ভবত যদি, দেব আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের নিকট গমন করেন তাহলে নিশ্চয়ই দেব আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের ধর্ম কথা শুনে শোকশল্য উৎপাটিত করতে পারবেন।"

"তাহলে সৌম্য পিয়ক! আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে জ্ঞাপন কর। এবং তিনি চিন্তা করলেন– 'মাদৃশ রাজার পক্ষে পূর্বে না জানিয়ে রাজ্যে বসবাসরত একজন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গমন করা কি উচিত!'"

"তথাস্তু দেব!"– বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক মুণ্ডরাজকে সম্মতি জানিয়ে যেখানে আয়ুষ্মান নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট কোষাধ্যক্ষ পিয়ক আয়ুষ্মান নারদকে এরূপ বললেন– "মুণ্ডরাজার প্রিয়া ও মনোজ্ঞ ভদ্রাদেবী কালগত হয়েছেন। সে তার প্রিয়া ও মনোজ্ঞা ভদ্রাদেবীর মৃত্যুর দরুণ স্নান না করে, মর্দন না করে, আহার গ্রহণ না করে এবং কর্মান্তে নিযুক্ত না হয়ে রাতদিন ভদ্রাদেবীর শরীরোপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। ইহা উত্তম হয়, ভন্তে! যদি আপনি মুণ্ডরাজাকে সেইরূপ ধর্মদেশনা করেন যাতে মুণ্ডরাজা আপনার নিকট ধর্মকথা শুনে স্বীয় শোকশল্য উৎপাটিত করতে পারেন।"

"হে পিয়ক! রাজামুণ্ড যদি মনে করেন তাহলে এখনই যথোপযুক্ত সময়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ পিয়ক আসন হতে উঠে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে মুণ্ডরাজার সমীপে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে মুণ্ডরাজকে এরূপ বললেন– "দেব! আয়ুষ্মান নারদ ভন্তের সাথে মিলিত হওয়ার অবকাশ আছে। এখন আপনি যদি যথাযথ সময় মনে করেন।"

"তাহলে, সৌম্য পিয়ক! উত্তম, উত্তম বাহন প্রস্তুত কর।"

"তথাস্তু দেব!" বলে কোষাধ্যক্ষ পিয়ক মুণ্ডরাজকে সম্মতি প্রকাশ করে উত্তম, উত্তম যান প্রস্তুত করিয়ে মুণ্ডরাজাকে এরূপ বললেন–

"দেব! উত্তম উত্তম যান যুক্ত করা হয়েছে। এখন দেব যথা সময় মনে করেন।"

অতঃপর মুণ্ডরাজ উত্তম যানে অধিরোহন করে অন্যান্য উত্তম উত্তম যানের সাথে আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে দর্শনের জন্য মহতী রাজানুভবে কুক্কুটারামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অতঃপর যতদূর যানে যাওয়া সম্ভব ততদূর যান দ্বারা গমন করে, যান হতে অবতরণ পূর্বক পদব্রজে আরামে প্রবেশ করলেন। তারপর মুণ্ডরাজ যেখানে আয়ুষ্মান নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান নারদকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শে বসলেন। একপার্শে উপবিষ্ট মুণ্ড রাজাকে আয়ুষ্মান নারদ এরূপ বললেন—

২। "হে মহারাজ! এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা—

৩। 'জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক'— এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত না করুক'— এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন না করুক'— এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত না করুক'— এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।

'নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ না করুক'— এই জগতে শ্রামণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা অসম্ভব।"

৪। "হে মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে— 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্ত হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'— সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্ত হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বগণকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অহংমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে আক্রান্ত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বগণকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অহংমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বগণকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে। এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অহংমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! অশ্রুতবান পৃথগ্জনকে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলেও এরূপ বিবেচনা করে না যে– 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।'– সেহেতু সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্থ হয়, পরিশ্রান্ত হয়, পরিদেবন করে, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে, সম্মোহ প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'অশ্রুতবান পৃথগ্জন যে বিষযুক্ত শোকশল্য বিদ্ধ হয়ে নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয়।'

৫. হে মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে জরা ধর্ম জীর্ণ করে। সে জরা ধর্মে জীর্ণ হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র জরা ধর্ম আমাকে জীর্ণ করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও জরা ধর্ম জীর্ণ করছে। এবং যদি জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে জরা ধর্মে জীর্ণ হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করে। সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা– 'শুধুমাত্র ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ব্যাধি ধর্ম আক্রান্ত করছে। এবং যদি ব্যাধি ধর্ম আমাকে আক্রান্ত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ব্যাধি ধর্মে আক্রান্ত হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করে। সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা— 'শুধুমাত্র মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও মরণ ধর্ম মরণাপন্ন করছে। এবং যদি মরণ ধর্ম আমাকে মরণাপন্ন করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করাবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে মরণ ধর্মে মরণাপন্ন হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করে। সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হলে এরূপ বিবেচনা করে। যথা- 'শুধুমাত্র ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করছে তা নয়। অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও ক্ষয় ধর্ম ক্ষয়িত করছে।' এবং যদি ক্ষয় ধর্ম আমাকে ক্ষয়িত করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করাবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হলে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে ক্ষয় ধর্মে ক্ষয়িত হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়— 'শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগ্জন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত। শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহারাজ! শ্রুতবান আর্যশ্রাবককে নশ্বর ধর্ম বিনাশ করে। সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হলে এরূপ বিবেচনা করে যথা– 'শুধুমাত্র নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করছে, তা নয়; অধিকন্তু, যে সকল সত্ত্বগণ আগত হচ্ছে, গত হচ্ছে, চ্যুত এবং পুনঃ উৎপন্ন হচ্ছে সেই সকল সত্ত্বদেরকেও নশ্বর ধর্ম বিনাশ করছে। এবং যদি নশ্বর ধর্ম আমাকে বিনাশ করে তখন আমিও শোকগ্রস্থ হব, পরিশ্রান্ত হব, পরিদেবন করব, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করব, সম্মোহপ্রাপ্ত হব (বুদ্ধি ভ্রষ্ট হব), আহার আমাকে তৃপ্ত করবে না, কায় মলিনত্ব প্রাপ্ত হবে, কর্মাদি করতে সক্ষম হব না, মিত্ররা অশ্রুমুখে ব্যথিত হবে শত্রুরা আনন্দিত হবে।' সেহেতু সে নশ্বর ধর্মে বিনাশ হয়ে শোকগ্রস্থ হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না, পরিদেবন করে না, বুক চাপড়িয়ে ক্রন্দন করে না, এবং সম্মোহ প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! ইহাকে বলা হয়– শ্রুতবান আর্যশ্রাবক। যেই বিষযুক্ত শোকশল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অশ্রুতবান পৃথগজন নিজে নিজেই পরিতাপ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ বিষযুক্ত শোকশল্য তার উৎপাটিত; শোকহীন, শল্যহীন আর্যশ্রাবক নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হয়।'

হে মহারাজ! জগতের মধ্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার, ব্রহ্মা কিংবা অন্য কারও দ্বারা এই পঞ্চবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

"শোক ও পরিদেবনে নাইতো কোন ফল;
বিন্দুমাত্র লাভ নাই বরং হয় বল,
শোককারীর দুঃখ জ্ঞাত হয়ে শত্রুগণ;
আনন্দিত হয় তারা থাকে প্রফুল্ল বদন,
কিন্তু যখন পণ্ডিত উত্তম বিচারজ্ঞ,
অকম্পিত থাকেন দুঃখে হয়ে অপ্রমত্ত,
নির্বিকার মুখচ্ছবি তার দেখে তখন;
দুঃখিত, দুর্মনা হয়ে শত্রুরা করে বিচরণ,
জপ, মন্ত্র, সুভাষণ ও দান প্রবেণী দ্বারা
যত্র তত্র তার উচিৎ পরাক্রম করা,
যদি সে হয় জ্ঞাত অতি উত্তম রূপে;
মম কিংবা অপরের ইহা সুলভ্য নহে,
তাহলে এরূপ চিন্তায় ধৈর্য ধরা উচিৎ;
কেন আমি কর্মাদিতে দিচ্ছি শ্রম অবিৎ?"

এই রূপ বুদ্ধ হলে মুণ্ডরাজা আয়ুষ্মান নারদ ভন্তেকে এরূপ বললেন :
"ভন্তে! এই ধর্মপর্যায়ের কি নাম?"
"মহারাজ! এই ধর্মপর্যায়ের নাম হচ্ছে শোকশল্য উৎপাদন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"নিঃসন্দেহে, ভন্তে! শোকশল্য উৎপাটিত! ভন্তে! এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে আমার শোকশল্য প্রহীন হয়েছে।"

অনন্তর মুণ্ডরাজা কোষাধ্যক্ষ পিয়ককে বললেন- "তাহলে, সৌম্য পিয়ক! ভদ্রা দেবীর শরীরকে দাহ কর এবং স্মৃতিস্তূপ তৈরি কর। এখন হতে আমরা স্নান করব, পরিমর্দন করব, আহার গ্রহণ করব এবং কর্মান্তে নিযুক্ত হব।"

নারদ সূত্র সমাপ্ত

মুণ্ডরাজ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারক গাথা

গ্রহণীয়, সৎপুরুষ ও ইষ্ট, মনাপদায়ী,
পুণ্য কর্ম, সম্পদ, ধন, অলভ্য বিষয়াদি,
অষ্ট সহ কোশল নারদ হলো বিবৃত,
দশে মিলে মুণ্ডরাজ বর্গ হলো সমাপ্ত।

প্রথম পঞ্চাশক সমাপ্ত।

****

****

****

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। দ্বিতীয় পঞ্চাশক

(৬) নীবরণ বর্গ

(ক) আবরণ সুত্ত—আবরণ সূত্র

৫১.১। আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান সমবেত ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ!' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর দিলেন। ভগবান এরূপ বললেন—

২। "হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার আবরণ-নীবরণ যা চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বলতর করে। সেগুলো কি কি হয়।

৩। ভিক্ষুগণ, কামচ্ছন্দরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; ব্যাপাদরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; স্ত্যানমিদ্ধরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যরূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে; বিচিকিৎসারূপ আবরণ-নীবরণ চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার আবরণ-নীবরণই চিত্তের উপর আরূঢ় হয় এবং প্রজ্ঞাকে দুর্বল করে।

৪। ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পাঁচটি আবরণ-নীবরণ ত্যাগ না করে যে ভিক্ষু বলহীন ও দুর্বল প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মহিত জানবে, পরহিত জানবে, উভয়হিত জানবে এবং মনুষ্যধর্মের উর্ধ্বে যে অলমার্য জ্ঞানদর্শন বিশেষ তা সাক্ষাৎ করবে—এরূপ অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, পর্বত হতে দূরে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী, দ্রুতগামী এবং সবকিছু বহনকারী নদী। তখন কোন ব্যক্তি নদীর উভয় তীরে খাল খনন করে দেয়। ফলে, ভিক্ষুগণ, সেই নদীর মধ্যস্থ স্রোত বিক্ষিপ্ত হয়, বিস্তীর্ণ হয়, বিচ্ছিন্ন হয়; নদীটি দূরগামী হবে না, দ্রুতগামী হবে না এবং সবকিছু বহন করবে না। ঠিক সেরূপেই, ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরূঢ় ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পাঁচটি আবরণ-নীবরণ ত্যাগ না করে যে ভিক্ষু বলহীন ও দুর্বল প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মহিত জানবে, পরহিত জানবে, উভয়হিত জানবে এবং মনুষ্যধর্মের উর্ধ্বে যে অলমার্য জ্ঞানদর্শন বিশেষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ, চিত্তের উপর আরোহী ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ ত্যাগ করে যে ভিক্ষু বলবতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত জানবে, পরহিত জানবে, 'উভয়' হিত জানবে এবং উত্তর মনুষ্যধর্ম অলং আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ সাক্ষাৎ করবে, তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ, পার্বত্য নদী দূরগামী, দ্রুতগামী, স্রোতবাহিনী এবং সর্বস্বহারিণী হয়। তথায় যদি কোনো লোক উভয় তীরের মুখ বন্ধ করে দেয়, তাহলে, ভিক্ষুগণ! নদীর মধ্যস্রোত বিক্ষিপ্ত হবে না, বিস্তৃত হবে না, ছিন্নভিন্ন হবে না, নদী দূরগামী, দ্রুতগামী এবং সর্বস্বহারিণী হবে। ঠিক তেমনিভাবে, ভিক্ষুগণ! চিত্তের উপর আরোহী ও প্রজ্ঞাকে দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ আবরণ-নীবরণ ত্যাগ করে যে ভিক্ষু বলবতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে আত্মহিত জানবে, পরহিত জানবে, উভয় হিত জানবে এবং সে উত্তর মনুষ্যধর্ম তথা আর্যজ্ঞানদর্শন বিশেষ সাক্ষাৎ করবে, তা সম্ভব।"

আবরণ সূত্র সমাপ্ত

(খ) অকুসলরাসি সুত্তং—অকুশলরাশি সূত্র

৫২.১। "ভিক্ষুগণ, 'অকুশলরাশি' বলতে নীবরণকেই সঠিকভাবে বলতে হয়। পঞ্চনীবরণই হচ্ছে এই 'কেবল অকুশলরাশি'। সত্যিকারভাবে, ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশি হচ্ছে এই পঞ্চনীবরণ।

২। সেই পাঁচটি কী কী? যথা : কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, আলস্য-তন্দ্রা নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ এবং বিচিকিৎসা নীবরণ।

ভিক্ষুগণ, 'অকুশলরাশি' বলতে এই পঞ্চনীবরণকেই সঠিকভাবে বলতে হয়। ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণ অকুশলরাশি হচ্ছে এই পঞ্চনীবরণ।"

অকুশলরাশি সূত্র সমাপ্ত

(গ) পধানিযঙ্গ সুত্তং—প্রধানীয় অঙ্গ সূত্র

৫৩.১। "ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার প্রধানীয় অঙ্গ। সেই পাঁচ প্রকার কী কী? যথা :—

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়—'তিনি সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।'

সে নীরোগ ও আতঙ্কহীন হয়। সমপাচনশক্তিসম্পন্ন হয়, যা অধিক শীতলও নয়, অতিরিক্ত উষ্ণও নয়, প্রধান সাধনার উপযোগী মধ্যম হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে শঠতাহীন এবং অমায়াবী হয়, [illegible] বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথাযথ প্রকাশ করে।

সে আরব্ধবীর্য ও উদ্যোগী হয়, অকুশল ধর্ম প্রহাণে ও কুশল ধর্ম অর্জনে [illegible], দৃঢ়পরাক্রমী এবং কুশল ধর্মসমূহে [illegible] না হয়ে অবস্থান করে।

সে প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-ব্যয়গামী [illegible] প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং সম্যকভাবে দুঃখক্ষয়গামী আর্য নির্বেধক (তীক্ষ্ণ) প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার [illegible] অঙ্গ।"

প্রধানের অঙ্গ সূত্র সমাপ্ত

(৪) সময় সুত্ত–সময় সূত্র

৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার [illegible] অসময়। সেই পাঁচ কি কি? যথা—

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জীর্ণ বা জরায় অভিভূত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রচেষ্টা করার জন্য প্রথম অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত এবং ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রচেষ্টা করার জন্য দ্বিতীয় অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, দুর্ভিক্ষ হয়; [illegible] অন্ন দুষ্প্রাপ্য হয়। এবং উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সহজ হয় না। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রচেষ্টা করার জন্য তৃতীয় অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, [illegible] ভয় উপস্থিত হয় এবং দেশবাসী [illegible] আরোহণ করে পলায়ন করে। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রচেষ্টা করার জন্য চতুর্থ অসময়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, সংঘ ভিন্ন হয়। [illegible] সেখানে অপ্রসন্নেরা প্রসন্ন হয় না এবং প্রসন্নদের [illegible] উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রচেষ্টা করার জন্য পঞ্চম অসময়। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য অসময়।

২। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে প্রচেষ্টা করার জন্য উপযুক্ত সময়। সেই পাঁচ কি কি? যথা—

১। [illegible]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[illegible] ভিক্ষুগণ! [illegible] অঙ্গ।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! [illegible] অঙ্গ।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! [illegible]। ভিক্ষুগণ! ইহা [illegible] অঙ্গ।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! [illegible]। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে [illegible] অঙ্গ।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! [illegible]। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে [illegible]। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার [illegible] উপযুক্ত হন।"

সপ্তম সূত্র সমাপ্ত

(৮) [illegible] সূত্র

৬৮. ১। এক সময় [illegible]। সেই সময়ে [illegible] শ্রাবস্তীতে [illegible]।

[illegible]

[illegible]

মাতাপুত্র সাথে বর্ষাবাসকারী ছিলেন। একে অপরকে সর্বদা দর্শন হেতু তাদের সংসর্গ সৃষ্টি হলো। সংসর্গ হতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হতে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। তারা প্রেমাসক্ত চিত্ত হয়ে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান না করে দুর্বলতা প্রকাশ না করে মৈথুন ধর্মে রত হলেন।"

তিনি বললেন, 'ভিক্ষুগণ! সেই মোঘপুরুষ কি মনে করেছে যে মাতা পুত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না, অথবা পুত্র মাতার প্রতি অনুরক্ত হয় না? ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক রূপও দেখিনা যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিজনক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের বাধা অন্তরায়কর যা যেমন স্ত্রী রূপ। ভিক্ষুগণ! পুরুষগণ স্ত্রী রূপের প্রতি আসক্ত, আকুল আসক্তি, গ্রথিত, মূর্ছিত ও অধ্যবসিত হয়। তারা স্ত্রী রূপের প্রতি অনুরক্ততার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক শব্দও দেখিনা যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিজনক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের বাধা অন্তরায়কর যা যেমন স্ত্রী শব্দ। ভিক্ষুগণ! পুরুষগণ স্ত্রী শব্দের প্রতি আসক্ত, আকুল আসক্তি, গ্রথিত, মূর্ছিত ও অধ্যবসিত হয়। তারা স্ত্রী শব্দের প্রতি অনুরক্ততার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক গন্ধও দেখিনা যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিজনক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের বাধা অন্তরায়কর যা যেমন স্ত্রী গন্ধ। ভিক্ষুগণ! পুরুষগণ স্ত্রী গন্ধের প্রতি আসক্ত, আকুল আসক্তি, গ্রথিত, মূর্ছিত ও অধ্যবসিত হয়। তারা স্ত্রী গন্ধের প্রতি অনুরক্ততার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক রসও দেখিনা যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিজনক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের বাধা অন্তরায়কর যা যেমন স্ত্রী রস। ভিক্ষুগণ! পুরুষগণ স্ত্রী রসের প্রতি আসক্ত, আকুল আসক্তি, গ্রথিত, মূর্ছিত ও অধ্যবসিত হয়। তারা স্ত্রী রসের প্রতি অনুরক্ততার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

ভিক্ষুগণ! আমি অন্য এক স্পর্শও দেখিনা যা এরূপ প্রলোভনকারী, কমনীয়, আসক্তিজনক, বন্ধনকারী, মোহাচ্ছন্নকারী এবং অনুত্তর যোগক্ষেম অধিগমের বাধা অন্তরায়কর যা যেমন স্ত্রী স্পর্শ। ভিক্ষুগণ! পুরুষগণ স্ত্রী স্পর্শের প্রতি আসক্ত, আকুল আসক্তি, গ্রথিত, মূর্ছিত ও অধ্যবসিত হয়। তারা স্ত্রী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ততার কারণে দীর্ঘদিন ধরে অনুশোচনা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[illegible] ইহা যখন [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়, [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়, [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়, [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়। [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়, [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়। [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়। [illegible] (অধিমুক্ত) [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়। [illegible] পুদ্গলের চিত্তকে পরিচ্ছিন্ন করে স্থিত হয়। [illegible] (টীকা) [illegible] সেই [illegible] বলেন—'ইহা সম্পূর্ণ বাক্যের শোভা।'

[illegible] আকাশ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] না থাকে, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অভিজ্ঞা।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) উপজ্ঝায় সুত্তং—উপাধ্যায় সূত্র

৫৬. ১। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু যেখানে নিজ উপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে নিজ উপাধ্যায়কে এরূপ বললেন—"ভন্তে! এক্ষণে আমার কায়ে অলসতা উৎপন্ন হয়েছে। দিক-সমূহও আমার কাছে স্পষ্ট নহে, ধর্মও আমার নিকট প্রতিভাত নয়। স্ত্যান-মিদ্ধ আমার চিত্তকে আবৃত করে স্থিত হয়। আমি অনভিরত মনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা (সন্দেহ) আছে।"

অতঃপর সেই ভিক্ষু তার সার্ধবিহারী ভিক্ষুকে নিয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন—"ভন্তে! এই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বলছে—'ভন্তে! এক্ষণে আমার কায়ে অলসতা উৎপন্ন হয়েছে। দিক-সমূহও আমার কাছে স্পষ্ট নহে, ধর্মও আমার নিকট প্রতিভাত নয়। স্ত্যান-মিদ্ধ আমার চিত্তকে আবৃত করে স্থিত হয়। আমি অনভিরত মনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা (সন্দেহ) আছে।'"

(বুদ্ধ বললেন—) "ভিক্ষু! এরূপই হয়ে থাকে, যে ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত হয়, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, কুশল ধর্মসমূহ দর্শন করে না এবং রাত্রির পূর্ব ও শেষ যামে বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ ভাবনায় অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করে না, তার কায়ে অলসতা উৎপন্ন হয়; দিক-সমূহও তার নিকট স্পষ্ট হয় না, ধর্মসমূহও তার নিকট প্রতিভাত হয় না। স্ত্যান-মিদ্ধ তার চিত্তকে আবৃত করে স্থিত হয়। সে অনভিরত মনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে এবং ধর্মসমূহে তার বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়।

অতএব ভিক্ষু! তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত—'আমি ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত হব, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হব, জাগরণে অনুযুক্ত হব, কুশল ধর্মসমূহ দর্শনকারী হব এবং রাত্রির পূর্ব ও শেষ যামে বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ ভাবনায় অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করব।' ভিক্ষু! তোমার এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

২। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের নিকট এরূপ উপদেশ দ্বারা অনুশাসিত হয়ে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রস্থান করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষু একাকী, নির্জনে অপ্রমত্ত, উৎসাহী ও আত্মসংযমী হয়ে বিহার করে অচিরেই যে উদ্দেশ্যে কুলপুত্রগণ আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পরিসমাপ্তি ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে এবং উপলব্ধি করে অবস্থান করতে লাগলেন। "জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য পরিপূর্ণ হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং পুনরায় এখানে আসার আর কিছু বাকী নেই"—তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত হলেন। সেই আয়ুষ্মান অর্হৎদের মধ্যে অন্যতম হলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনন্তর সেই অরহত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষু নিজ উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে উপাধ্যায়কে এরূপ বললেন-"ভন্তে! বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভাব উৎপন্ন হয় না, দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত হয়, আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। আমি প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা নাই।"

অতঃপর তার উপাধ্যায় তাকে সাথে নিয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুটি ভগবানকে এরূপ বললেন-"ভন্তে! এই ভিক্ষু আমাকে এরূপ বললেন যে-'ভন্তে! বর্তমানে আমার কায়ে গুরুভার উৎপন্ন হয় না, দিক-অনুদিক আমার দ্বারা দৃষ্ট। ধর্মাদিও আমার নিকট প্রতিভাত হয়, আলস্য-তন্দ্রা আমার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। আমি প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করছি এবং ধর্মসমূহে আমার বিচিকিৎসা নাই।'"

(অতঃপর বুদ্ধ বললেন)-"ইহা তদ্রূপই! যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে গুপ্তদ্বার হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, কুশল ধর্মসমূহ দর্শন করে এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করে তখন তার কায়ে গুরুভার উৎপন্ন হয় না। দিক-অনুদিক দৃষ্ট হয়। ধর্মসমূহও তার নিকট প্রতিভাত হয়। আলস্য-তন্দ্রা তার চিত্তকে অভিভূত করে স্থিত হতে পারে না। সে প্রফুল্ল মনে ব্রহ্মচর্য পালন করে এবং ধর্মসমূহে তার বিচিকিৎসা থাকে না।

তদ্ধেতু, হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য যে,- 'আমরা ইন্দ্রিয়াদি রক্ষণে গুপ্তদ্বার হব, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত হব, কুশল ধর্মসমূহ দর্শনকারী হব এবং রাত্রির পূর্বে ও পরে বোধিপক্ষীয় ধর্মরূপ ধ্যানে আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করব।' ভিক্ষুগণ! তোমাদের এইরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

উপাধ্যায় সূত্র সমাপ্ত

(ছ) অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বঠান সুত্তং-বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র

৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের পাঁচটি বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,-

২। 'আমি জরা ধর্ম শীল (নিয়তক্ষয়শীল), জরা ধর্ম হতে আমি মুক্ত নই।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমি ব্যাধি ধর্মশীল। ব্যাধি ধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিৎ।

'আমি মরণ ধর্মশীল, মৃত্যু হতে আমি মুক্ত নহি।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

'আমার যা কিছু প্রিয় এবং মনোজ্ঞ সমস্ত [illegible] হতে বিচ্ছেদ [illegible]।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

'আমিই কর্মস্বক, [illegible] কর্মই [illegible] কর্মই [illegible] আমি [illegible] সেই কর্মের ভাল বা মন্দ [illegible] হব।' ইহা স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

৩. ভিক্ষুগণ! কোন কারণে কি জন্যে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে 'আমি জরাধর্মশীল, জরা ধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি?'

ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের যৌবনে যৌবনমদ বা যৌবনের অহংকার (মত্ততা) থাকে, যে মদে মত্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অসৎ কর্ম সম্পাদন করে। তাই [illegible] বিষয় প্রত্যবেক্ষণ করলে [illegible] যৌবনমদ [illegible] প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ! এই কারণেই, সর্বদাই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে 'আমি জরাধর্মশীল, জরা ধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ! কোন কারণে কি জন্যে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে 'আমি ব্যাধি ধর্মশীল, ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি?'

ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের আরোগ্যাবস্থায় আরোগ্যমদ হয়, যে আরোগ্যমদে মত্ত হয়ে তারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক অসৎ কর্ম সম্পাদন করে। তাই [illegible] বিষয় সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করলে [illegible] আরোগ্যমদ সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় অথবা ক্ষীণ হয়। ভিক্ষুগণ! এই কারণেই, সর্বদাই স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে 'আমি ব্যাধি ধর্মশীল, ব্যাধিধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি।'

পুনঃ ভিক্ষুগণ! কোন কারণে কি জন্যে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহী এবং প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত যে 'আমি মরণধর্মশীল, মরণ ধর্ম হতে আমি মুক্ত নহি?'

১। [illegible]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! মনুষ্যদের [illegible] শীলে [illegible] সকল অকুশল উৎপন্ন হয় [illegible] এই [illegible] হয়ে [illegible] শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং পারিবারিক প্রধান বয়স্কদের সম্মান করে। তাই সেই বিষয় সর্বদা [illegible]। [illegible] পূর্ণ জীবন [illegible] উৎপন্ন [illegible] [illegible] হয়। ভিক্ষুগণ! এই কারণেই, [illegible] শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং প্রতিবেশীদের সম্মান প্রদর্শন করা করণীয় [illegible] বৃদ্ধি [illegible] নাই।

পুনঃ ভিক্ষুগণ! [illegible] কি কারণে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং [illegible] সম্মান প্রদর্শন করা [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]।

ভিক্ষুগণ! মনুষ্যদের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] এবং পারিবারিক প্রধান বয়স্ক সম্মান করে। তাই সেই বিষয় সর্বদা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপন্ন হয় [illegible] হয়। ভিক্ষুগণ! এই কারণেই, [illegible] শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং প্রতিবেশীদের সম্মান প্রদর্শন করা করণীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible]।

পুনঃ ভিক্ষুগণ! [illegible] কি কারণে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং প্রতিবেশীদের সম্মান প্রদর্শন [illegible]।

ভিক্ষুগণ! মনুষ্যদের [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাই সেই বিষয় সর্বদা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। ভিক্ষুগণ! এই কারণেই, [illegible] শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং প্রতিবেশীদের সম্মান প্রদর্শন করা করণীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৪। ভিক্ষুগণ! সেই [illegible] [illegible] বিবেচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সেই বিষয় [illegible]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রত্যবেক্ষণ করলে মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুসরণ করে, অভ্যাস করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুসরণ, অভ্যাস এবং বহুলীকরণের ফলে সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিনাশ সাধিত হয়।"

"ভিক্ষুগণ! সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে— শুধুমাত্র আমিই ব্যাধিধর্মী, ব্যাধি ধর্ম হতে আমি মুক্ত নই— তা নহে। অধিকন্তু, যতজন সত্ত্বের আগমন-প্রস্থান, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণই ব্যাধিধর্মী এবং ব্যাধি ধর্ম হতে অবিমুক্ত। তার সেই বিষয় অভীক্ষ্ণরূপে প্রত্যবেক্ষণ করলে মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুসরণ করে, অভ্যাস করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুসরণ, অভ্যাস এবং বহুলীকরণের ফলে সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিনাশ সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ! সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে— শুধুমাত্র আমিই মরণধর্মী, মরণ ধর্ম হতে আমি মুক্ত নই— তা নহে। অধিকন্তু, যতজন সত্ত্বের আগমন-প্রস্থান, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণই মরণধর্মী এবং মরণ ধর্ম হতে অবিমুক্ত। তার সেই বিষয় অভীক্ষ্ণরূপে প্রত্যবেক্ষণ করলে মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুসরণ করে, অভ্যাস করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুসরণ, অভ্যাস এবং বহুলীকরণের ফলে সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিনাশ সাধিত হয়।

ভিক্ষুগণ! সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে— শুধুমাত্র আমার এ সকল প্রিয় ও মনোজ্ঞ বস্তুর সাথে নানাভাব এবং বিয়োগ হবে— তা নহে। অধিকন্তু, যতজন সত্ত্বের আগমন-প্রস্থান, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণের যা সকল প্রিয় ও মনোজ্ঞ আছে তা সবই নানাভাব ও বিনাভাবশীল। তার সেই বিষয় অভীক্ষ্ণরূপে প্রত্যবেক্ষণ করলে মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুসরণ করে, অভ্যাস করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুসরণ, অভ্যাস এবং বহুলীকরণের ফলে সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিনাশ সাধিত হয়।

১। [illegible]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! সেই আর্যশ্রাবক এইরূপ বিবেচনা করে যে, "শুধুমাত্র আমার কর্মই নিজের আপন, কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ। আমি কল্যাণ কিংবা পাপ যেই কর্মই সম্পাদন করব; সেই কর্মেরই পরিণতিরই ভাগী হব- তা নহে। অধিকন্তু, যতদূর পর্যন্ত সত্ত্বগণের উপস্থিতি, গতি, চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম ততদূর পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণের কর্মই নিজের, আপন কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী, কর্মই পুনর্জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু এবং কর্মই শরণ। তার সেই বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রত্যবেক্ষণ করুণ মার্গ উৎপন্ন হয়। সে সেই মার্গ অনুস্মরণ করে, তাতে মনোনিবেশ করে এবং বারংবার অনুশীলন করে। তার সেই মার্গ অনুস্মরণ, মনোনিবেশ এবং বহুলীকরণের দরুণ সংযোজনাদি সম্পূর্ণরূপে প্রহীন হয় ও অনুশয়সমূহের বিলোপ সাধিত হয়।"

ব্যাধি, জরা, আরও মরণ ধর্ম মিলে তথ্য
পৃথগ্জনের নিকট তা ঘৃণ্য অতিশয়;
যে ধর্মের হতেও ঘৃণ্য আমার মহাশয়,
মম সদৃশ বিহারীর তা যথাযোগ্য নয়।
উপধিহীন নিষ্কলুষ, আর্য ধর্ম জ্ঞাত,
এরূপ বিহরণকালে হই তাতে বিজ্ঞাত;
আরোগ্য, যৌবন, জীবিতরূপ অহংকার গত,
অভিভূত তাতে আমি নৈষ্ক্রম্য দেখে নিয়ত।
উৎসাহ তাই আমার মধ্যে করে বিহরণ,
নির্বাণ যেন করিতে পারি আমি সন্দর্শন;
সেহেতু এখন ভোগ্য সুখে নইতো নিমজ্জিত,
ব্রহ্মচারী হয়ে হব নিবর্তনশীলী সুদক্ষ।"

বারংবার প্রত্যবেক্ষণীয় বিষয় সূত্র সমাপ্ত

(জ) লিচ্ছবি কুমারক সুত্তং- লিচ্ছবী কুমার সূত্র

৫৮.১। এক সময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিণ্ডচারণের উদ্দেশ্যে প্রবিষ্ট হলেন। বৈশালীতে পিণ্ডচারণ করে আহার কৃত্য সমাপনে মহাবনে প্রবেশ করে এক বৃক্ষতলে দিবাবিহারের নিমিত্ত উপবেশন করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

[illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

[illegible]

[illegible]

৪। [illegible]

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মহানাম! এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহু বলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে নিজ পুত্র, স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তার পুত্র, স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকেরা সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণ চিত্তে এরূপ অনুকম্পা করে, যথা— 'দীর্ঘজীবি হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।' মহানাম! পুত্র-স্ত্রী, দাস, শ্রমিক ও লোকদের অনুকম্পা প্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম! এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে তার ক্ষেত্রাদিতে শ্রমদানকারীদের এবং সীমান্তের ক্ষেত্র পরিমাপকারীদের সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণ চিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে। যথা 'দীর্ঘজীবি হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক'। মহানাম! ক্ষেত্রে শ্রমদানকারী এবং সীমান্তের ক্ষেত্র পরিমাপকদের অনুকম্পা প্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম! এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহু বলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে বলি বা আহুতি প্রতিগ্রাহক দেবতাদেরকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণ চিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে, যথা— 'দীর্ঘজীবি হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।' মহানাম! বলি বা আহুতি প্রতিগ্রাহক দেবতাদের অনুকম্পা প্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

পুনশ্চ, মহানাম! এক্ষেত্রে কুলপুত্র উত্থান শক্তির মাধ্যমে ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহুবলের মাধ্যমে তা একত্রিত করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে তা উপার্জন করে এবং সাধুতার দ্বারা ধর্মতঃ লাভ করে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদেরকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং মর্যাদা প্রদান করে। তারা সম্মানিত, শ্রদ্ধান্বিত, মানিত ও পূজিত হয়ে কল্যাণ চিত্তে তাকে এরূপ অনুকম্পা করে, যথা— 'দীর্ঘজীবি হোন এবং আপনার দীর্ঘজীবন সুরক্ষিত হোক।' মহানাম! শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অনুকম্পা প্রাপ্ত কুলপুত্রের ক্রমোন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। মহানাম! যে কোনও স্থানে কুলপুত্রের, কিংবা যৎপরোনাস্তিভাবে প্রতিনিধি হতে পরিগণিত ক্ষত্রিয় রাজার, অথবা রাষ্ট্রস্থ ব্যক্তি যে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর জীবন যাপন করে, কিংবা সেনাপ্রধানের অথবা গ্রাম প্রধানের, কিংবা সমাজ প্রধানের অথবা যারা কুলের মধ্যে পৃথক আধিপত্য করে তাদের মধ্যে যদি এই পাঁচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে তাদের শ্রেয়োন্নতিই প্রত্যাশিত পরিহানি নহে।"

"মাতা-পিতার কৃত্য যত করে সম্পাদন,
স্ত্রী-পুত্রের হিতে হয় প্রতিপন্ন মন।
অনুজীবি অন্তজনের হিত সাধন তরে,
যাবতীয় কর্ম সবই সম্পাদন করে।
ইহলোক ও পরলোকে জ্ঞাতি আছে যত,
উভয় হিতে শীলবান যত্ন করে সতত
শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা আছে জগৎ কান্তারে,
হিত সাধন তরে পণ্ডিত পুণ্যকর্ম করে।
ধর্মতঃ সে করে তাই গৃহেতে বসবাস,
তৃপ্তি সুখে বিহরণ করে পায় উল্লাস।
কল্যাণ কর্ম করিয়া সে হয় প্রশংসিত,
পূজ্য হয় এই লোকেতে থাকে আমোদিত।
ইহধামে এইরূপে সে হয়ে প্রশংসিত,
মৃত্যু পরে সুগতি স্বর্গে থাকে প্রমোদিত।"

লিচ্ছবী কুমার সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পঠম বুড্ঢপব্বজিত সুত্তং—প্রথম বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র

৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ। সেই পঞ্চ কি কি? যথা—

২। ভিক্ষুগণ! নিপুণ, সদাচারসম্পন্ন, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক এবং বিনয়ধর বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ।"

১ম বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(এ) দুতিয বুড্ঢ পব্বজিত সুত্তং– দ্বিতীয় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র=৮৪

৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ। সেই পঞ্চ কি কি? যথা–

২। ভিক্ষুগণ! সুবাধ্য, সুগৃহীতগ্রাহী, প্রদক্ষিণগ্রাহী, ধর্মকথিক এবং বিনয়ধর বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সুসমৃদ্ধ বৃদ্ধ প্রব্রজিত দুর্লভ।"

২য় বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র সমাপ্ত

নিবরণ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং–স্মারক গাথা

আবরণ, অকুশলরাশি ও প্রধান অঙ্গ;
সময়, মাতাপুত্র, উপাধ্যায় যুক্তে বহুবিধ,
সদা প্রত্যবেক্ষণীয় আর লিচ্ছবি কুমার;
দ্বে বৃদ্ধ প্রব্রজিত সূত্র দশের সমাহার।

(৭) ২। সংজ্ঞা বর্গ

(ক) পঠম সঞ্ঞা সুত্তং–প্রথম সংজ্ঞা সূত্র

৬১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,–

২। অশুভ সংজ্ঞা, মরণ সংজ্ঞা, আদীনব (দোষ) সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়।"

১ম সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুতিয সঞ্ঞা সুত্তং–দ্বিতীয় সংজ্ঞা সূত্র

৬২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা,

২। অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্ম সংজ্ঞা, মরণ সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা, এবং সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ভাবিত বহুলীকৃত হলে মহৎ ফল, মহানিশংস (সুফল) হয় এবং তা অমৃত বিজরিত ও অমৃতেই পর্যবসিত হয়।"

২য় সংজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) পঠম বড্ঢি সুত্তং—প্রথম বৃদ্ধি সূত্র

৬৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বর্দ্ধনের মাধ্যমে বর্দ্ধমান আর্যশ্রাবক আর্যোচিত বর্দ্ধনের মাধ্যমেই বর্দ্ধিত হয় এবং কায়ের সার ও পরমোৎকৃষ্টের প্রতি সচেতন হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

২। (আর্যশ্রাবক) শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বর্দ্ধনের মাধ্যমে বর্দ্ধমান আর্যশ্রাবক আর্যোচিত বর্দ্ধনের মাধ্যমেই বর্দ্ধিত হয় এবং কায়ের সার ও পরমোৎকৃষ্টের প্রতি সচেতন হয়।"

"শ্রদ্ধা, শীলে প্রবর্দ্ধিত হয় যে নর সতত;
প্রজ্ঞা, ত্যাগ, শ্রুতেও হয় সদা প্রবর্দ্ধিত,
সেইরূপ সৎপুরুষ বিচক্ষণ ধীমান;
নিজ হিতে করে গ্রহণ যাহা সারবান।"

১ম বৃদ্ধি সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) দুতিয় বড্ঢি সুত্তং—দ্বিতীয় বৃদ্ধি সূত্র

৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বর্দ্ধনের মাধ্যমে বর্দ্ধমান আর্যশ্রাবিকা আর্যোচিত বর্দ্ধনের মাধ্যমেই বর্দ্ধিত হয় এবং কায়ের সার ও পরমোৎকৃষ্টের প্রতি সচেতন হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

২। আর্যশ্রাবিকা শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বর্দ্ধনের মাধ্যমে বর্দ্ধমান আর্যশ্রাবিকা আর্যোচিত বর্দ্ধনের মাধ্যমেই বর্দ্ধিত হয় এবং কায়ের সার ও পরমোৎকৃষ্টের প্রতি সচেতন হয়।"

"শ্রদ্ধা, শীলে প্রবর্দ্ধিত হয় যে নারী সতত;
প্রজ্ঞা, ত্যাগ, শ্রুতেও হয় সদা প্রবর্দ্ধিত,
সেইরূপ শীলবতী উপাসিকা ধীমতি;
নিজ হিতে করে গ্রহণ যাহা সার অতি।"

২য় বৃদ্ধি সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) সাকচ্ছ সুত্তং—আলোচনা সূত্র

৬২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের উত্তম কথা বলার উপযুক্ত। পঞ্চ কি কি? যথা,—

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি সম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদেরকে উত্তম কথা বলার উপযুক্ত।"

আলোচনা সূত্র সমাপ্ত

(চ) সাজীব সুত্তং—সাজীব সূত্র

৬৩.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ সুসমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধি সম্পন্ন হয় এবং সমাধি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"

সাজীব সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম ইদ্ধিপাদ সুত্তং—প্রথম ঋদ্ধিপাদ সূত্র

৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী পঞ্চ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি অবশ্যই প্রত্যাশিত, যথা— 'সে ইহ জীবনেই অরহত্ত্ব ফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামী ফল লাভ করবে।' সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে; সে সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ মীমাংসা (গবেষণা) ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। পঞ্চমতঃ সে অধিকমাত্রায় পরাক্রমশালী হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই পঞ্চ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি অবশ্যই প্রত্যাশিত, যথা- 'সে ইহ জীবনেই অর্হত্ত্ব ফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামীফল লাভ করবে।"

১ম ঋদ্ধিপাদ সূত্র সমাপ্ত

(৮) দুতিয ইদ্ধিপাদ সুত্তং-দ্বিতীয় ঋদ্ধিপাদ সূত্র

৬৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বাবস্থায় সম্যকভাবে পাঁচটি ধর্ম অনুশীলন করেছিলাম এবং পাঁচটি ধর্ম বহুলীকৃত করেছিলাম। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,-

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, আমি সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম; সমাধি, প্রচেষ্টা এবং সংস্কার সমৃদ্ধ মীমাংসা (গবেষণা) ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেছিলাম। পঞ্চমতঃ অধিকমাত্রায় পরাক্রমশালী ছিলাম। ভিক্ষুগণ! সেই আমি এই পঞ্চবিধ ধর্ম উৎসাহের সাথে ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সেই সেই বিষয়ে অভিজ্ঞা দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করণীয় ধর্মের প্রতি চিত্তকে নমিত করেছিলাম। যা শুধুমাত্র অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্মরণের প্রয়োজন বোধ হওয়া মাত্রই তথায় তথায়ই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্খা করেছিলাম যে, - 'আমি অনেক প্রকার ঋদ্ধি অধিগত হই, যথা- এক হয়েও বহু হব, বহুসংখ্যক হয়েও এক হব, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করব; দেয়াল, প্রাকার বা প্রাচীর এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্ন ভাবে গমন করব; মাটিতেও জলের ন্যায় ডুবব ও ভাসবো, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করব; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করব, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করব, এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর পর্যন্ত আপন কায়ে বশীভূত করব।' স্মরণের প্রয়োজন বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে,– 'আমি মনুষ্য শক্তির অতীত, বিশুদ্ধ, দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দিব্য ও মনুষ্য উভয় শব্দ শুনব।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে,– 'আমি অপরসত্ত্ব ও অপর পুদ্গলের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানব, সরাগ চিত্তকে (কাম লালসাপূর্ণ চিত্ত) সরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতরাগ (কাম লালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্ত হিসাবে জানব, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্ত হিসাবে জানব, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্ত হিসাবে জানব, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, সংক্ষিপ্ত চিত্তকে (একাগ্র চিত্ত) সংক্ষিপ্ত চিত্ত হিসাবে জানব, মহদ্গত বা অত্যুচ্চ চিত্তকে মহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব, অমহদ্গত চিত্তকে অমহদ্গত চিত্ত হিসাবে জানব, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্ত হিসাবে জানব, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্ত হিসাবে জানব, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্ত হিসাবে জানব, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত হিসাবে জানব।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে,– 'আমি অনেকবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি, যথা– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প, বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে– অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি– তথায় এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার, এই ছিল সুখ-দুঃখ ভোগ, এই পরিমাণ আয়ু, সেখান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এই প্রকারে আকার ও গতিসহ বহুবিধ পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করি।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে,– 'আমি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত–দুর্গতি সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব– এই সকল সত্ত্ব কায়-দুশ্চরিত, বাক্ দুশ্চরিত, মনো দুশ্চরিত সমন্বিত; আর্যগণের প্রতি নিন্দাকারী, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টিজাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে দেহভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি, বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং এই সকল সত্ত্ব কায় সুচরিত, বাক্ সুচরিত, মনো সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টিজাত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার ফলে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। এইরূপে বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা চ্যুতির সময়, উৎপত্তির সময়, হীন-উৎকৃষ্ট, সুরূপ-কুরূপ, সুগত–দুর্গতি সত্ত্বগণকে দর্শন করব। যথাকর্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানব।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আমি আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে,– 'আমি আস্রব সমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে ও লাভ করে অবস্থান করব।' স্মরণের প্রয়োজনে বোধ হওয়া মাত্রই আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।"

২য় ঋদ্ধিপাদ সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) নিব্বিদা সুত্তং–নির্বেদ সূত্র

৬৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি বিষয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তরূপে নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধির জন্য এবং নির্বাণের জন্যই সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়।

২। সেই পাঁচটি কি কি? যথা,–

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়; সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণ সংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্ম ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি বিষয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তরূপে নির্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, নিরোধের জন্য, উপশমের জন্য, অভিজ্ঞার জন্য, সম্বোধির জন্য এবং নির্বাণের জন্যই সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়।"

নির্বেদ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঞ) আসবক্খয় সুত্তং—আস্রবক্ষয় সূত্র

৭০.১। হে ভিক্ষুগণ! পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।

২। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়; সর্ব সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্ম ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।"

আস্রবক্ষয় সূত্র সমাপ্ত

সংজ্ঞাবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দুই সংজ্ঞা, বৃদ্ধি দুই, আলোচনা, সাজীব,
ঋদ্ধিপাদ দ্বিবিধ ও নির্বেদ, আসব ক্ষয়;
দশে মিলে সংজ্ঞা বর্গ সমাপিত হয়।

(৮) ৩। যোদ্ধা বর্গ

(ক) পঠম চেতোবিমুত্তিফল সুত্তং—প্রথম চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র

৭১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়।

২। সেই পঞ্চ কি কি? যথা,—

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে; আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়; সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞী হয়, সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয় এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্ম ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তিফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞা বিমুক্তিফলানিশংস লাভ হয়। যেহেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয় তাই তাকে বলা যায়,— 'ইনি প্রতিবন্ধক হীন; পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা (খাত); তৃষ্ণারূপ নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত; ইনি অর্গলহীন (বাধাহীন); আর্য, নিম্ন পতিত ধ্বজা; বোঝা অবনমিত; এবং ইনি বিসংযুক্ত। (কোন কিছু হতে বিচ্ছিন্ন)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রতিবন্ধক হীন হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধক হীন হয়।

৪। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা হয়?

এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর পুনর্জন্ম গ্রহণের অধীনতা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা হয়।

৫। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত হয়।

৬। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অর্গলহীন হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়া শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অর্গলহীন হয়।

৭। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর অস্মিত্বরূপ মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়া শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়।"

১ম চিত্তবিমুক্তি ফল সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুতিয় চেতোবিমুত্তি ফল সুত্তং— দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তি ফল সূত্র

৭২.১. "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। পঞ্চ কি কি? যথা,—

অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা এবং বিরাগসংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চিত্তবিমুক্তি ফল ও চিত্তবিমুক্তি ফলানিশংস এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফল ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি ফলানিশংস লাভ হয়। যেহেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয় তাই তাকে বলা যায়,— ইনি প্রতিবন্ধক হীন; পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা (খাত); ওনার নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত; ইনি অর্গলহীন (বাধাহীন); আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা; বোঝা অবনমিত; এবং বিসংযুক্ত (কোন কিছু হতে বিচ্ছিন্ন)।

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু প্রতিবন্ধক হীন হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর অবিদ্যা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু প্রতিবন্ধক হীন হয়।

৪। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর পুনর্জন্ম গ্রহণের অভিনতি প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়ার শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু পরিপূর্ণ দুর্গ পরিখা হয়।

৫। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ় স্তম্ভ উৎপাটিত হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর তৃষ্ণা প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়া শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর নগর দ্বারে প্রোথিত দৃঢ়স্তম্ভ উৎপাটিত হয়।

৬। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অর্গলহীন হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়া শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অর্গলহীন হয়।

৭। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আমিত্বরূপ মান প্রহীন হয়, উচ্ছিন্নমূল হয়, সমূলে তালবৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় উৎপাটিত হয়, পুনঃ উৎপন্ন হওয়া শক্তি রহিত হয় এবং অনুৎপাদধর্মী হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য, নিম্নে পতিত ধ্বজা, বোঝা অবনমিত এবং বিসংযুক্ত হয়।"

২য় চিত্তবিমুক্তিফল সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) পঠম ধম্মবিহারী সুত্তং—প্রথম ধর্ম বিহারী

৭৩.১। অনন্তরঃ অন্যতর ভিক্ষু যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন—"ভন্তে! এই যে 'ধর্মবিহারী' (ধর্মতঃ অবস্থানকারী) বলা হয়; কিরূপে ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়?"

২. "এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষু! ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে। সে সেই পরিয়াপ্তি ধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্ম চিত্তের সমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু পরিয়াপ্তি বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়াপ্তি ধর্ম (কণ্ঠস্থ বিষয়) বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট প্রকাশ করে। সে সেই প্রজ্ঞাপ্তি ধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্ম চিত্তের সমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু প্রজ্ঞাপ্তিবহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়াপ্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। সে সেই অধ্যয়নের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্ম চিত্তের সমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু অধ্যয়ন বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়াপ্তি ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে বিচার করে এবং মনোযোগের সহিত সাবধানে বিবেচনা করে। সে সেই ধর্ম চিন্তার দ্বারা দিবস ব্যয় করে; নির্জনতা উপেক্ষা করে এবং আধ্যাত্ম চিত্তের সমথভাব অনুসন্ধান করে না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু বিতর্ক বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে। সে সেই পরিয়াপ্তি ধর্মের মাধ্যমে দিবস ব্যয় করে না; নির্জনতা উপেক্ষা করে না এবং আধ্যাত্ম চিত্তের সমথভাব অনুসন্ধান করে। ভিক্ষু! এরূপেই ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়।

৩। ভিক্ষু! এই প্রকারে আমার দ্বারা পরিয়াপ্তি বহুল, প্রজ্ঞাপ্তি বহুল, অধ্যয়ন বহুল এবং ধর্মবিহারী দেশিত হলো। ভিক্ষু! শাস্তা কর্তৃক শ্রাবকদের হিতের জন্য ও অনুকম্পার জন্য যা করণীয় তা আমার দ্বারা তোমাদের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। ভিক্ষু! (দেখ!) এইখানে বৃক্ষ ও শূন্যগৃহ আছে। ভিক্ষু! ভাবনা কর; প্রমাদগ্রস্থ হয়ো না; পরবর্তীতে অনুশোচনার দরুণ নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করো না! ইহাই হচ্ছে আমাদের (সম্যক সম্বুদ্ধগণের) অনুশাসন।"

১ম ধর্ম বিহারী সুত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) দুতিয ধম্মবিহারী সুত্তং—দ্বিতীয় ধর্ম বিহারী সূত্র

৭৪.১ অনন্তর জনৈক ভিক্ষু যেখানে ভগবান তথায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন—"ভন্তে! এই যে 'ধর্মবিহারী' (ধর্মতত্ত্ব অবস্থানকারী) বলা হয়; কিরূপে ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়?"

২ "এক্ষেত্রে, ভিক্ষু! ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরিতর অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু পরিয়ত্তি বহুল কিন্তু ধর্ম বিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম (কথিত বিষয়) বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরিতর অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু প্রজ্ঞপ্তি বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরিতর অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু অধ্যয়ন বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

পুনশ্চ, ভিক্ষু! ভিক্ষু যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে বিচার করে এবং মনোযোগের সাথে সাবধানে বিবেচনা করে। কিন্তু প্রজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরিতর অর্থ জ্ঞাত হয় না। ভিক্ষু! ইহাকে বলা হয়—'ভিক্ষু বিতর্ক বহুল কিন্তু ধর্মবিহারী নহে।'

এক্ষেত্রে, ভিক্ষু! ভিক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্ল শিক্ষা করে এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে উত্তরিতর অর্থ জ্ঞাত হয়। ভিক্ষু! এরূপেই ভিক্ষু ধর্মবিহারী হয়।

৩। ভিক্ষু! এই প্রকারে আমার দ্বারা পরিয়ত্তি বহুল, প্রজ্ঞপ্তি বহুল, অধ্যয়ন বহুল এবং ধর্মবিহারী দেশিত হলো। ভিক্ষু! শাস্তা কর্তৃক শ্রাবকদের হিতের জন্য ও অনুকম্পার জন্য যা করণীয় তা আমার দ্বারা তোমাদের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। হে ভিক্ষু! (দেখ!) এইখানে বৃক্ষ ও শূন্যগৃহ আছে। হে ভিক্ষু! ভাবনা কর। প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না; পরবর্তীতে অনুশোচনা করে নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করো না! ইহাই হচ্ছে আমাদের (সম্যক সম্বুদ্ধগণের) অনুশাসন।"

২য় ধর্মবিহারী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) পঞ্চম যোধাজীব সুত্তং—প্রথম যোদ্ধা সূত্র

৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! জগতের মধ্যে পাঁচ প্রকার যোদ্ধা বিদ্যমান। পাঁচ কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে কোন কোন যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে কোন কোন যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে, অধিকন্তু ধ্বজাগ্র দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে কোন কোন যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে কিন্তু শোরগোল শুনতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উতরাতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে কোন কোন যোদ্ধা ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র এবং শোরগোলেও অবিচলিত থাকে, কিন্তু, যুদ্ধে হত হয়, বধ্য হয়। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে কোন কোন যোদ্ধা ধূম্ররাশি-ধ্বজাগ্র দেখে, শোরগোল শুনে এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে সে সেই সংগ্রামে বিজিত হয়ে সংগ্রাম বিজয়ী হয় এবং সংগ্রাম শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা জগতে বিদ্যমান।

৩। হে ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপ পঞ্চবিধ যোদ্ধা ন্যায় পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান। পাঁচ কি কি?

৪। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু ধূম্ররাশি দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ ধূম্ররাশি? এক্ষেত্রে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শুনে যে- 'অমুক অমুক গ্রাম বা শহরের স্ত্রী বা কুমারী অভিরূপা, দর্শনীয়া প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৌন্দর্য্যতায় সমন্বাগতা।' সে তা শ্রবণ করে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য ধূম্ররাশি।

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উত্তরাতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ! আমি বলি– এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে, ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় প্রথম পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ধূম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে, কিন্তু ধ্বজাগ্র দেখতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ ধ্বজাগ্র? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ শুনে যে–'অমুক নামক গ্রাম বা শহরের স্ত্রী বা কুমারী অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য্যতায় সমন্বাগতা।' অধিকন্তু স্বয়ং অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য্যতায় সমন্বাগতা স্ত্রী বা কুমারী দর্শন করে। সে তা দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য ধ্বজাগ্র।

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি দেখে অবিচলিত থাকে কিন্তু ধ্বজাগ্র দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উত্তরাতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ! আমি বলি– এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় দ্বিতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে। কিন্তু, শোরগোল শুনে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিরূপ শোরগোল? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! অরণ্যে, বৃক্ষমূলে শূন্য আগারে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে উপহাস করে, প্রশংসাসূচক কথা বলে, উচ্চশব্দে হাসা করে এবং ঠাট্টা করে। সে স্ত্রী লোকের দ্বারা উপহাসরত, প্রশংসাসূচক কথায়রত, উচ্চশব্দে হাসমান ও ঠাট্টারত হয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং ব্রহ্মচর্য আচরণ করতে সমর্থ হয় না। সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা পরিত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য শোরগোল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে অবিচলিত থাকে কিন্তু, শোরগোল শুনে মনের জোর হারায়, টলাতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না, এবং সংগ্রাম উত্তরণে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ! আমি বলি— এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় তৃতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র এবং শোরগোল শুনে অবিচলিত থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হত হয়, ব্যর্থ হয়। কিরূপ যুদ্ধ? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্যগৃহে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রী লোক উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে, শয়ন করে এবং অভিভূত করে। সে স্ত্রী লোকের দ্বারা উপবেশনেরত, শয়নেরত এবং অভিভূত হওয়ার সময় শিক্ষা ত্যাগ না করে দুর্বলতা প্রকাশ না করে মৈথুন ধর্ম প্রয়োগ করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য যুদ্ধ।

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র দেখে এবং শোরগোল শুনে অবিচলিত থাকে। কিন্তু, যুদ্ধে হত হয়, ব্যর্থ হয়। ভিক্ষুগণ! আমি বলি— এই ব্যক্তি তার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় চতুর্থ পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ধূম্ররাশি, ধ্বজাগ্র, শোরগোল এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে। সে সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম বিজয়ী হয় এবং সংগ্রাম শীর্ষে অবস্থান করে। কিরূপ সংগ্রাম শীর্ষ? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, শূন্য আগারে গত ভিক্ষুর নিকট স্ত্রীলোক উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে, শয়ন করে এবং অভিভূত করে। সে স্ত্রীলোকের দ্বারা উপবেশনেরত, শয়নেরত এবং অভিভূত হওয়ার সময় নিজেকে উদ্ধার করে, মুক্ত করে অন্যত্র চলে যায়। সে অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্বত, কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রান্তে, খোলা স্থান ও খড়ের নির্জন শয়ন স্থানে গমন করে।

৫। সে অরণ্য, বৃক্ষমূল কিংবা শূন্যাগারে গিয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে ঋজু কায়ে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপন করে। সে লোকে অভিধ্যা ত্যাগ করে বিগত অভিধ্যা চিত্তে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা হতে নিজ চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে দ্বেষমুক্ত চিত্তে সর্ব প্রাণী ও ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে ব্যাপাদ-দোষ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য-তন্দ্রা ত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোকসংজ্ঞী, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে আলস্য তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও নিজ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশল ধর্মসমূহে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবস্থান করে। সে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চবিধ নীবরণ পরিহার করে যাবতীয় কাম সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল চিত্ত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিচরণ করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না দুঃখ-না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

৬। এইরূপ সমাহিত চিত্ত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঙ্গন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত আনেঞ্জা প্রাপ্ত (নিষ্কম্প) অবস্থায় সে আস্রব সমূহ ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে ইহা 'দুঃখ সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ সমুদয় সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ নিরোধ সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' বলে যথার্থরূপে জানে। ইহারা আস্রব বলে যথাভূতরূপে জানে; ইহা আস্রব উৎপত্তির কারণ বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা আস্রব নিরোধ বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা আস্রব নিরোধের উপায় বলে যথার্থরূপে জানে। এই প্রকারে অবগত হওয়ার দরুণ এবং দর্শনের দরুণ কামাস্রব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়; ভবাস্রব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাস্রব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' তার এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারা পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং সে এ জীবনের (আস্রব ক্ষয়ের) নিমিত্ত আর অপর কর্তব্য নাই, ইহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে। ইহা হচ্ছে তার জন্য সংগ্রাম বিজয়।

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ধূম্ররাশি ও ধ্বজাগ্র দেখে, কোলাহল শুনে এবং যুদ্ধে অবিচলিত থাকে। সে সেই সংগ্রাম বিজয়ী হয়ে সংগ্রামজয়ী হয় এবং সংগ্রাম শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আমি বলি- এই ব্যক্তি তার (সেই যোদ্ধার) ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় পঞ্চম পুদ্গল। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ যোদ্ধার ন্যায় পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান।"

১ম যোদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) দুতিয যোদ্ধাজীব সুত্তং—দ্বিতীয় যোদ্ধা সূত্র

৭৬.১ "হে ভিক্ষুগণ! জগতে পাঁচ প্রকার যোদ্ধা বিদ্যমান। পাঁচ প্রকার কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আহত করে ও পরাভূত করে। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে প্রথম যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! কোন কোন যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা নীত হওয়ার সময় অপর জ্ঞাতিদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই পথিমধ্যে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! কোন কোন যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রূষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রূষা ও পরিচর্যাকালে সেই ক্ষতের দরুণ মৃত্যু বরণ করে। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে তৃতীয় যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! কোন কোন যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রূষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রূষা ও পরিচর্যা পেতে পেতে সেই আঘাত হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! কোন কোন যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম জয়ী হয় এবং সংগ্রাম শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন যোদ্ধাও আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা যা জগতে বিদ্যমান ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ যোদ্ধা জগতে বিদ্যমান।

৩। হে ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপ পঞ্চবিধ যোদ্ধার ন্যায় পুদ্গল ভিক্ষুদের মধ্যেও বিদ্যমান। কি কি?

৪। হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোন গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রী-লোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে মৈথুন ধর্ম চরিতার্থ করে।

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিত ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোর ভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আঘাত করে ও পরাভূত করে। ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় প্রথম পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোন গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা; অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রী-লোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়— 'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে- আমি কামরাগে পর্যুদস্ত। আয়ুষ্মানগণ! কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।' সে আরামে গমনকালে আরামে পৌঁছবার পূর্বেই পথিমধ্যে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার সময় শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা নীত হওয়ার সময় অপর জ্ঞাতিদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই পথিমধ্যে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় দ্বিতীয় পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোন গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নগরে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অল্পবস্ত্র পরিহিতা স্ত্রী-লোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অল্প বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়- 'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে- আমি কামরাগে পর্যুদস্ত। আবুসোগণ! কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।'

যথাশীঘ্র সব্রহ্মচারীরা তাকে উপদেশ দেয় এবং অনুশাসন করে- 'হে বন্ধু! ভগবান কর্তৃক কাম অল্পমাত্র ভোগরূপে, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অস্থি-কঙ্কালের উপমা স্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম মাংস পেশীর উপমা স্বরূপ, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম তৃণ মশালের উপমাস্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অঙ্গারপূর্ণ গর্তের উপমা স্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম স্বপ্নের উপমা স্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ঋণের উপমা স্বরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান কর্তৃক কাম বৃক্ষ ফলের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বধ্যকাষ্ঠের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বল্লমের, শূলের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে.

ভগবান কর্তৃক কাম ফণাসম্পন্ন বিষধর সর্পের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান! ব্রহ্মচর্যে অভিরমিত হন। আয়ুষ্মান! শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন না।'

সে সব্রহ্মচারীদের দ্বারা উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হওয়ার সময় এইরূপ বলে– 'বন্ধুগণ! যদিওবা ভগবান কর্তৃক কাম অস্থিমাত্র উপমারূপে; বহুদুঃখ বহু উপায়াস এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে যুক্ত হয়েছে; তথাপি আমি ব্রহ্মচর্য পালন করতে অক্ষম। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা প্রত্যাখান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।' সে শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে, শিক্ষা প্রত্যাখান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সজ্জিত ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার সরূপ শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই অপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রূষা করে, পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রূষা ও পরিচর্যাকালে সেই ক্ষতের দরুণ মৃত্যু বরণ করে। ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় তৃতীয় পুদ্গল

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোন গ্রাম বা শহরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে অরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তের দ্বারা, অনুপস্থিত স্মৃতি দ্বারা এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা শহরে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করে। সে তথায় অসংলগ্ন বস্ত্র ও অসংবৃত পরিহিতা স্ত্রী লোককে দেখতে পায়। সেই স্ত্রীলোকটিকে অসংলগ্ন বস্ত্র এবং অসংবৃত বস্ত্রে দেখে কামরাগে তার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। সে কামাসক্তিতে আচ্ছন্ন চিত্তে কায় ও মনে দগ্ধ হয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়– 'নিশ্চয়ই আমি আরামে গিয়ে ভিক্ষুদের বলব যে– আমি কামরাগে পর্যুদস্ত, কামুকোপম, কামরাগে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হচ্ছি না। তাই শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে তা ত্যাগ করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাশীঘ্র সব্রহ্মচারীরা তাকে উপদেশ দেয় এবং অনুশাসন করে– 'হে বন্ধু! ভগবান কর্তৃক কাম অল্পমাত্র ভোগরূপে, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অস্থি-কঙ্কালের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম মাংস পেশীর উপমা সরূপ, বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম তৃণের মশালের উপমাসরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম অঙ্গারপূর্ণ গর্তের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম স্বপ্নের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম ঋণের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বৃক্ষের ফলের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে।

ভগবান কর্তৃক কাম বধ্যকাষ্ঠের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে

ভগবান কর্তৃক কাম বল্লমের, শূলের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে

ভগবান কর্তৃক কাম ফণাসম্পন্ন বিষধর সর্পের উপমা সরূপ বহু দুঃখ, বহু উপায়াস (কষ্ট) এবং এই জীবনে অধিকতর আদীনবরূপে (অসুবিধা) যুক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান! ব্রহ্মচর্যায় অভিরমিত হন। আয়ুষ্মান! শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করবেন না।'

সে সব্রহ্মচারীদের দ্বারা এভাবে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হওয়ার সময় এরূপ বলে– 'আবুসো! আমি চেষ্টা করব, আমি কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করব। আবুসো! আমি অভিরমিত হব! আবুসো! এখন আমি শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করব না।'

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিত ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সে সেই সংগ্রামে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করে। শীঘ্রই যথাসাধ্য চেষ্টা ও কঠোরভাবে প্রচেষ্টার দরুণ শত্রুরা তাকে আহত করে, শীঘ্রই উপনীত করে এবং আনীত করে তাকে নিজ জ্ঞাতিদের নিকট নিয়ে যায়। যথাশীঘ্র জ্ঞাতিগণ তাকে শুশ্রূষা করে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিচর্যা করে। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা শুশ্রূষা ও পরিচর্যা পেতে পেতে সেই আঘাত হতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে। ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা ন্যায় চতুর্থ পুদ্গল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কোন গ্রাম বা নিগমকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর নিয়ে সুরক্ষিত কায়-বাক্-চিত্তে, উপস্থিত স্মৃতির দ্বারা এবং সংযত ইন্দ্রিয়ে সেই গ্রাম বা নিগমে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবেশ করে। সে চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে চক্ষু ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কর্ণ ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে কর্ণ ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে নাসিকা ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে নাসিকা ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে জিহ্বা ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কায় দ্বারা স্পৃষ্টব্য স্পর্শ করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কায় ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে কায় ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায় ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না এবং অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে মন ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুস্মরণ করে। সে মনেন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মনেন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ হতে প্রত্যাবর্তন করে ভোজনের পর অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বতে, কন্দরে, গিরিগুহায়, শ্মশানে, বনপ্রান্তে, উন্মুক্ত স্থানে ও পলালপুঞ্জে (শস্যহীন তৃণরাশিতে), নির্জন-শয়ন স্থানে গমন করে। সে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিংবা শূন্যাগারে গিয়ে দেহকে সোজা করে লক্ষ্যাভিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পর্যঙ্কাবদ্ধ হয়ে (পদ্মাসনে) উপবেশন করে। সে লোকে অভিধ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগ করে বিগত অভিধ্যা চিত্তে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা হতে নিজ চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ব্যাপাদ-প্রদোষ ত্যাগ করে অব্যাপন্ন চিত্তে সর্ব প্রাণী ও ভূতের প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে অবস্থান করে। সে ব্যাপাদ দোষ হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে। সে আলস্য তন্দ্রা ত্যাগ করে বিগত আলস্য-তন্দ্রা, আলোকসংজ্ঞী, স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে আলস্য তন্দ্রা হতে চিত্তকে পরিশোধন করে। সে ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ত্যাগ করে অনুদ্ধত ও নিজ চিত্তকে প্রশান্ত করে। সে বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করে সন্দেহোত্তীর্ণ ও কুশল ধর্মসমূহে সন্দেহ মুক্ত হয়ে অবস্থান করে। সে বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে।

সে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী এই পঞ্চনীবরণ পরিত্যাগ করে কামহীন: কাম সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিচরণ করে। সে দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ বিষাদ) অস্তমিত করে না দুঃখ না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

৬। এইরূপ সমাহিত চিত্ত, পরিশুদ্ধ, পর্যবদাত (পরিষ্কৃত), অনঙ্গন (নিরঞ্জন), উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কর্মক্ষম, স্থিত ও অনেঞ্জা প্রাপ্ত (নিশ্চল) অবস্থায় সে আস্রব সমূহ ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তকে নিয়োজিত করে। সে ইহা 'দুঃখ সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ সমুদয় সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা 'দুঃখ নিরোধ সত্য' বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য বলে যথার্থরূপে জানে। ইহারা আস্রব বলে যথাভূতরূপে জানে; ইহা আস্রব উৎপত্তির কারণ বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা আস্রব নিরোধ বলে যথার্থরূপে জানে; ইহা আস্রব নিরোধের উপায় বলে যথার্থরূপে জানে। এই প্রকারে অবগত হওয়ার দরুণ এবং দর্শনের দরুণ কামাস্রব হতে তার চিত্ত বিমুক্ত হয়; ভবাস্রব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যাস্রব হতেও চিত্ত বিমুক্ত হয়। 'বিমুক্তিতে বিমুক্ত' এর এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার পুনর্জন্ম ক্ষয়, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত ও করণীয় সমাপ্ত হয় এবং এ জীবনের (আস্রব ক্ষয়ের) নিমিত্ত আর অপর কর্তব্য নাই, ইহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! যে যোদ্ধা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ধনু-তীর দৃঢ়ভাবে বেঁধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়; সে সেই সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে সংগ্রাম জয়ী হয় এবং সংগ্রাম শীর্ষে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই ব্যক্তি সেই যোদ্ধার ন্যায়ই। ভিক্ষুগণ! এখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধার ন্যায় পঞ্চম পুদ্গল। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান যোদ্ধা সদৃশ পুদ্গল।

২য় যোদ্ধা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম অনাগত ভয় সুত্তং—প্রথম অনাগত ভয় সূত্র

৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আরণ্যিক ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে— 'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে সাপ আমাকে দংশন করতে পারে; বৃশ্চিকও আমাকে দংশন করতে পারে; শতপদীও আমাকে দংশন করতে পারে। তার ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই প্রথম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আরণ্যিক ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে— 'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে আমি হোঁচট খেতে পারি এবং পতিতও হতে পারি। আমার খাদ্য ভুক্ত আহারের মাধ্যমেও আমি অসুস্থ হতে পারি। আমার পিত্তরস কুপিত হতে পারে, শ্লেষ্মা কুপিত হতে পারে, কর্তন বেদনাও কুপিত হতে পারে। তার ফলে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তা আমার জন্য অন্তরায়কর। সেহেতু অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই দ্বিতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে– 'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে আমার সাথে মূর্খদের সাক্ষাত হতে পারে; সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, হায়েনার সাথেও সাক্ষাত হতে পারে। তারা আমার জীবন নাশও করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু, অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই তৃতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে– 'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। আমার অরণ্যে একাকী অবস্থানকালে আমার সাথে কৃতকর্মা বা অকৃতকর্মা[1] চোরদের সাক্ষাত হতে পারে। তারা আমার জীবন হনন করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু, অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই চতুর্থ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে– 'আমি বর্তমানে একাকী অরণ্যে অবস্থান করছি। এই অরণ্যে মূর্খ অমনুষ্য আছে। তারা আমার জীবন হনন করতে পারে এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে। তা আমার পক্ষে অন্তরায়কর। সেহেতু, অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

৩। হে ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

১ম অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

১। কৃতকর্মা বলতে চুরি করে ফিরে আসা এবং অকৃতকর্মা বলতে চুরি করে নাই এরূপ অর্থই অভিপ্রেত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) দুতিয় অনাগত ভয় সুত্তং– দ্বিতীয় অনাগত সূত্র

৭৮.১ "হে ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে–'আমি বর্তমানে অল্প বয়স্ক যুবক, কালকেশধারী, যৌবনের শুভক্ষণ প্রথম বয়সে উপনীত। কিন্তু, সময় হলে জরা এই দেহকে স্পর্শ করবে। জরা-জীর্ণতার দ্বারা অভিভূত হয়ে বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজ সাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে জীর্ণাবস্থায়ও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই প্রথম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে–'আমি বর্তমানে নীরোগী, অল্পাতঙ্ক, হজমশক্তিসম্পন্ন এবং অত্যধিক শীতোষ্ণ নহে; অধিকন্তু, মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম। কিন্তু সময় হলে ব্যাধি এই দেহকে স্পর্শ করবে। রোগাক্রান্ত ও ব্যাধির দ্বারা অভিভূত হয়ে বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজ সাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে রোগাক্রান্ত হলেও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধ বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই দ্বিতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে সুভিক্ষ, সুশস্য, পিণ্ডও সুলভ্য এবং পিণ্ডচারণের মাধ্যমে জীবন ধারণ করাও সহজ সাধ্য। এমন সময়ও হয় যখন দুর্ভিক্ষ, শস্যমন্দা, পিণ্ডলাভ করাও কঠিন এবং পিণ্ডচারণের মাধ্যমে জীবন-ধারণ করা ও দুষ্কর হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষেরা যেখানে সুভিক্ষ সেখানে গমন করে। তথায় সামাজিক বিহার আকীর্ণ বিহারে পরিণত হয়। সেইরূপ অবস্থায় বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজ সাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষের সময়েও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই তৃতীয় অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে জনগণের একতাবদ্ধ, প্রীতি সম্মোদন রত, অবিবাদে রত এবং ক্ষীর ও জলের ন্যায় একে অপরকে প্রিয়দৃষ্টিতে দেখে অবস্থান করছে। কিন্তু, এমন সময়ও হয় যখন দস্যুদের আক্রমণের ভয় উৎপন্ন হয় এবং গ্রামবাসীরা তাই তাদের যানে আরূঢ় হয়ে অন্যত্র গমন করে। মানুষেরা সেই ভয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তথায় সামাজিক বিহারও আকীর্ণ বিহারে পরিণত হয়। সেইরূপ অবস্থায় বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজ সাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত, অমনোজ্ঞ ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব। এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে ভয়ের সময়েও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই চতুর্থ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এরূপ বিবেচনা করে—'বর্তমানে সংঘ একতাবদ্ধ, প্রীতি সম্মোদন রত, অবিবাদে রত এবং একই শিক্ষানুসারী হয়ে সুখে অবস্থান করে। কিন্তু, এমন সময় হয় যখন সংঘে ভাঙ্গন ধরে। তখন ধরা সংঘের মধ্যে থেকে বুদ্ধের শাসনে মনোসংযোগ করা সহজ সাধ্য নহে। অরণ্যে, বনপ্রান্তে, শয়নস্থান অভ্যাস করাও সহজ নয়। আমার মধ্যে সেই অনিষ্টকর, অকান্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসমোক্ত ধর্ম আগমনের পূর্বে অবশ্যই আমি অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য ও অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করব এবং আমি সেই ধর্মে সমৃদ্ধ হয়ে তাঙ্গন হয়ে সংঘের মধ্যেও সুখে অবস্থান করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চম অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।

৩। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত, অত্যুৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অবস্থানের নিমিত্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য, অনুপলব্ধবিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য আরণ্যিক ভিক্ষুর এই পঞ্চ অনাগত ভয় সম্পর্কে বিবেচনা করাই যথেষ্ট।"

২য় অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) ততিয় অনাগত ভয় সুত্তং– তৃতীয় অনাগত ভয় সূত্র

৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যৎ-এ উদিত হবে। তাই তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত ত্যাগের নিমিত্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। পঞ্চ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘসময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে উপসম্পদা প্রদান করবে (ভিক্ষুরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে) এবং সত্যি তারা উপসম্পন্নদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে উপসম্পদা প্রদান করবে। এবং তারাও উপসম্পন্নদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল ও অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে নিশ্রয় প্রদান করবে। এবং সত্যিই তারা তাদের (নিশ্রয় প্রাপ্তদের) অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে সমকক্ষ অপরকে নিশ্রয় প্রদান করবে। এবং তারাও নিশ্রয় প্রাপ্তদের অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে না। ফলে তারাও হবে অভাবিত কায়, অভাবিত শীল ও অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ভিক্ষুগণ! এইরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘসময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে অভিধর্ম, বেদল্য ভাষণকালে যথাযথ অর্থ জ্ঞাত হবে না। অধিকন্তু কৃষ্ণ ধর্মে (পাপে) প্রবিষ্টমান হবে। ভিক্ষুগণ! এরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে যে সমস্ত উপদেশাদি তথাগত কর্তৃক ভাষিত, গম্ভীর, গম্ভীর অর্থ, লোকোত্তর, শূন্যতা সংযুক্ত তা আবৃত্তিকালে শ্রবণ করবে না, শ্রোত্রে মনোসংযোগ করবে না, অপর চিত্ত উপস্থাপিত করবে না এবং সেই ধর্মাদি শিক্ষা করা উচিত, আয়ত্ত করা উচিত বলে মনে করবে না। কিন্তু, যে সমস্ত উপদেশাদি ছন্দোবদ্ধভাবে রচিত, কাব্য, ভাব সৌন্দর্যপূর্ণ, চিত্তব্যঞ্জন, অন্যতীর্থিয় শ্রাবকদের কর্তৃক ভাষিত তা আবৃত্তি কালে শ্রবণ করবে; শ্রোত্রে মনোসংযোগ করবে, অপর চিত্ত উপস্থাপিত করবে এবং সেই ধর্মাদি শিক্ষা করা উচিত, আয়ত্ত করা উচিত বলে মনে করবে। ভিক্ষুগণ! এরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে। তারা অভাবিত কায়, অভাবিত শীল, অভাবিত চিত্ত এবং অভাবিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হবে, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেকধুর ত্যাগকারী হবে। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধবিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করবে না। তাদের পরবর্তী জনেরাও ভ্রান্ত দর্শনের অনুরূপ একই পথে প্রবিষ্ট হবে। তারাও বিলাসী হবে, নীতিহীন, নীতিস্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেকধুর ত্যাগকারী হবে। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য, অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধবিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করবে না। ভিক্ষুগণ! এরূপে ধর্ম দূষণের দ্বারা বিনয় দূষিত হবে। বিনয় দূষণের দ্বারা ধর্ম দূষিত হবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

৬। হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।"

৩য় অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

(১০) চতুত্থ অনাগত ভয় সুত্তং- চতুর্থ অনাগত ভয় সূত্র

৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। পাঁচ প্রকার কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা উত্তম চীবরকামী হবে। তারা উত্তম চীবরকামী হয়ে পাংশুকূলিক চীবর পরিত্যাগ করবে, অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থাপন করবে। এবং চীবরের কারণে নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহাণের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘসময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা উত্তম পিন্ডপাতকামী হবে। তারা উত্তম পিন্ডপাত আকাঙ্ক্ষী হয়ে পিন্ডচারণ পরিত্যাগ করবে। অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থান নির্মাণ করবে। জিহ্বাগ্রের দ্বারা রস আস্বাদনের এবং উত্তম পিন্ডপাতের নিমিত্ত নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ সময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা উত্তম শয্যাসন কামী হবে। তারা উত্তম শয্যাসন আকাঙ্ক্ষী হয়ে বৃক্ষমূলিক আসন পরিত্যাগ করবে। অরণ্যে, বনপ্রান্তের নির্জন আবাস স্থান পরিত্যাগ করে গ্রাম-নিগম-রাজধানীতে একত্রিত হয়ে তাদের আবাস স্থান নির্মাণ করবে। এবং শয্যাসনের কারণে নানা প্রকার অকুশল পথে ও অনুপযুক্তভাবে অপরাধ করবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘসময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণদের সাথে একত্রিত হয়ে অবস্থান করবে। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা ও শ্রামণদের সাথে ভিক্ষুদের সংসর্গের দরুন ইহাই প্রত্যাশিত যে- 'তারা' অনুৎসুক হয়ে ব্রহ্মচর্য আচারণ করবে। অন্যতর বা সংক্লিষ্ট অপরাধ প্রাপ্ত হবে কিংবা শিক্ষা প্রত্যাখান করে হীন জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দীর্ঘসময় পর অনাগতে ভিক্ষুরা আরামিক (বিহারের আরামিক) ও শ্রামণদের সাথে একত্রিত হয়ে অবস্থান করবে। আরামিক ও শ্রামণদের সাথে ভিক্ষুদের সংসর্গের দরুন ইহাই প্রত্যাশিত যে-'তারা' নানা প্রকার সঞ্চিত বিষয় পরিভোগে অনুযুক্ত হয়ে অবস্থান করবে। এবং ভূমি ও উদ্ভিদাদি স্থুল নিমিত্ত কর্ম করবে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার অনাগত ভয় যা বর্তমানে অনুদিত; কিন্তু ভবিষ্যতে উদিত হবে। তাই তোমাদের সর্তক থাকতে হবে। সতর্ক থেকে তৎসমস্ত প্রহানের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।"

৪র্থ অনাগত ভয় সূত্র সমাপ্ত

যোদ্ধা বর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং— স্মারক গাথা

চিত্ত বিমুক্তি ফল দুই, ধর্মবিহারী দ্বিবিধ;
যোদ্ধা সূত্র দুই আর অনাগত ভয় চতুর্বিধ।

৯। (৪) স্থবির বর্গ

(ক) রজনীয় সুত্তং—প্রলোভন সূত্র

৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে প্রলোভনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ, দূষণের মাধ্যমে দূষিত, সম্মোহনের মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন, ক্রোধের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ এবং উন্মত্ততার মাধ্যমে প্রমত্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে প্রলোভনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ হয় না, দূষণের মাধ্যমে অদূষিত, সম্মোহনের মাধ্যমে মোহাচ্ছন্ন হয় না, ক্রোধের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ হয় না এবং উন্মত্ততার মাধ্যমে প্রমত্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

প্রলোভন সূত্র সমাপ্ত

(খ) বীতরাগ সুত্তং—বীতরাগ সূত্র

৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে অবীত রাগসম্পন্ন হয়, অবীত দ্বেষসম্পন্ন হয়, অবীত মোহসম্পন্ন হয়, ম্রক্ষী (গুণ বিনাশী) এবং বিদ্বেষ পরায়ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চবিধ কি কি?

৪। সে বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীত মোহসম্পন্ন, অম্রক্ষী ও বিদ্বেষহীন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

বীতরাগ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) কুহক সুত্তং—প্রতারক সূত্র

৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে প্রতারক হয়, লাভ সন্নিশ্রিত বাক্যভাষী হয়, ভাগ্য-গণক হয়, নিষ্পেষক (পরোক্ষে ইঙ্গিতকারী) এবং লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে প্রতারক হয় না, লাভ সন্নিশ্রিত বাক্যভাষী হয় না, ভাগ্য গণনা করে না, নিষ্পেষক হয় না এবং লাভের দ্বারা লাভ অন্বেষণ করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

প্রতারক সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) অসদ্ধ সুত্তং—অশ্রদ্ধ সূত্র

৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে অশ্রদ্ধাবান হয়, লজ্জাহীন হয় (পাপের প্রতি), ভয়হীন হয় (পাপের প্রতি), অলস এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে শ্রদ্ধাবান হয়, পাপের প্রতি লজ্জাশীল হয়, পাপের প্রতি ভয়দর্শী হয়, বীর্যবান এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

অশ্রদ্ধ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) অক্খম সুত্তং—অক্ষম সূত্র

৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, গৌরবশূন্য এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয় এবং স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

অক্ষম সূত্র সমাপ্ত

(চ) পটিসম্ভিদাপত্ত সুত্তং—প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সূত্র

৮৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে অর্থ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয় এবং সব্রহ্মচারীদের যে সমস্ত ছোটবড় কর্তব্য কার্য আছে তাতে দক্ষ ও কর্মঠ হয়, সেই কার্যসমূহে অনলস, নানা উপায় উদ্ভাবন নিয়ে করতে অথবা অপরের দ্বারা করাতে দক্ষ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

প্রতিসম্ভিদা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) সীলবন্ত সুত্তং—শীলবান সূত্র

৮৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে শিক্ষা অনুশীলন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়— যে সকল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহার সরূপ অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাত করে উপনীত হয়ে অবস্থান করে।

৩. হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মানোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

শীলবান সূত্র সমাপ্ত

(৮) থের সুত্তং-স্থবির সূত্র

৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখে, বহুজনের অনর্থে এবং দেব মনুষ্যদের অহিত ও দুঃখে প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

২। স্থবির বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত হয়; সে সুপরিচিত ও যশস্বী হয় এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী হয়; সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়; সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত হয় কিন্তু দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয় না, সে মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপরীত দর্শনকারী হয়। সে বহুজনকে সদ্ধর্ম হতে বিচ্যুত করে অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করায়। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু সুপরিচিত ও যশস্বী এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের অহিত, বহুজনের অসুখে, বহুজনের অনর্থে এবং দেব মনুষ্যদের অহিত ও দুঃখে প্রতিপন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে, বহুজনের মঙ্গলে এবং দেবমনুষ্যের হিত ও সুখে প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

৫। স্থবির বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত হয়, সে সুপরিচিত ও যশস্বী হয় এবং বহু গৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী হয়, সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী হয়; সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়— যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসানে কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; সে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ও যথাযথ দর্শনকারী হয়। সে বহুজনকে অসদ্ধর্ম হতে চ্যুত করে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করায়। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুরাত্রি পারকারী ও দীর্ঘদিন ধরে প্রব্রজিত তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু সুপরিচিত ও যশস্বী এবং বহুগৃহী ও প্রব্রজিত তার অনুসারী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য-পরিষ্কার লাভী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। যদ্যপি স্থবির ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী তাই তাকে তারা (গৃহী ও প্রব্রজিতরা) অনুকরণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে, বহুজনের মঙ্গলে এবং দেব মনুষ্যের হিত ও সুখে প্রতিপন্ন হয়।"

স্থবির সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) প্রথম সেখ সূত্রং—প্রথম শৈক্ষ্য সূত্র

৮৯.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। পঞ্চ কি কি?

২ সে কর্মাসক্ত হয়, বাক্যে আলাপে আসক্ত, নিদ্রার প্রতি আসক্ত, সামাজিক সঙ্গানন্দ প্রিয় এবং সে বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে না। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির নিমিত্ত সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে কর্মাসক্ত হয় না, বাক্যে আলাপে আসক্ত হয় না, নিদ্রার প্রতি আসক্ত হয় না, সামাজিক সঙ্গানন্দ প্রিয় হয় না এবং বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির নিমিত্ত সংবর্তিত হয়।"

১ম শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) দুতিয় সেখ সুত্তং- দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র

৯০.১. "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু বহুকৃত্য ও বহু করণীয়সম্পন্ন হয় এবং করণীয় কর্মে দক্ষ হয়। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু অল্প মাত্র কর্মের দ্বারা দিবস ক্ষেপণ করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু গৃহী প্রব্রজিত এবং শাসনের অনুপযুক্ত গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু অকালে (প্রত্যূষে) গ্রামে গমন করে এবং দেরী করে প্রত্যাবর্তন করে। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু যে সমস্ত কথা কঠোর, সংযমের এবং চিত্ত উন্মুক্তকরণে সহায়ক, যেমন- অল্পেচ্ছা কথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন কথা। এরূপ কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী এবং অক্লেশলাভী হয় না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচটি ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু বহুকৃত্য ও বহু করণীয়সম্পন্ন হয় না এবং করণীয় কর্মে দক্ষ হয় না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমাধিভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু অল্পমাত্র কর্মের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু গৃহী-প্রব্রজিত এবং সংঘের অননুকূল গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে না এবং দেরীতে ফিরে আসে না। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু যে সমস্ত কথা কঠোর সংযমের ও চিত্ত উন্মুক্তকরণে সহায়ক তাদৃশ কথা যেমন—অল্পেচ্ছাকথা, সন্তুষ্টিকথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী এবং অক্লেশলাভী হয়। সে নির্জনতা পরিত্যাগ করে না এবং চিত্তের আধ্যাত্মিক সমথভাব আনয়নে অনুযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা শৈক্ষ্য ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।"

দ্বিতীয় শৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

স্থবির বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

প্রলোভন, বীতরাগ আর প্রতারক সূত্র,
আরব্ধ, অক্ষম এবং প্রতিসম্ভিদা সূত্র;
শীলবান সূত্র আর স্থবির সূত্র দ্বয়,
দ্বিবিধ শৈক্ষ্য সহ দশে এর বর্গ হয়।

১০. ৫। ককুধ বর্গ

(ক) পঠম সম্পদা সুত্তং—প্রথম সম্পদ সূত্র

৯১.১ "হে ভিক্ষুগণ! সম্পদ পাঁচ প্রকার। পাঁচ কি কি?

২। যথা- শ্রদ্ধা সম্পদ, শীল সম্পদ, শ্রুত সম্পদ, ত্যাগ সম্পদ এবং প্রজ্ঞা সম্পদ। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার সম্পদ।"

১ম সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) দুতিয সম্পদা সুত্তং– দ্বিতীয় সম্পদ সূত্র

৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ! সম্পদ পাঁচ প্রকার। পাঁচ কি কি?

২। যথা– শীল সম্পদ, সমাধি সম্পদ, প্রজ্ঞা সম্পদ, বিমুক্তি সম্পদ এবং বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সম্পদ। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার সম্পদ।"

২য় সম্পদ সূত্র সমাপ্ত

(গ) ব্যাকরণ সুত্তং– ব্যাখ্যা সূত্র

৯৩.১ "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যা আছে। পাঁচ কি কি?

২। কেহ কেহ মূর্খ ও মোহগ্রস্ত হয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে; পাপেচ্ছা ও ইচ্ছালোলুপ হয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে; উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ ভুল ব্যাখ্যা করে; কেহ কেহ অত্যাধিক মান বশে ভুল ব্যাখ্যা করে এবং অজ্ঞতাবশে ভুল ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ভুল ব্যাখ্যা আছে।"

ব্যাখ্যা সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) ফাসুবিহার সুত্তং–সুখ বিহার সূত্র

৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার সুখ বিহার বা অবস্থান আছে। পাঁচ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম সম্পর্ক হতে বিবিক্ত হয়ে এবং অকুশল চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবিতর্ক সবিচার ও বিবেকজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বিতর্ক-বিচারাতীত সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান অধিগত করে অবস্থান করে। সে প্রীতির প্রতিও বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে কায়িক (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করে; যেই অবস্থাকে আর্যগণ 'উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' আখ্যা দেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিচরণ করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) অস্তমিত করে না দুঃখ না সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এবং সে আস্রবরাশি ক্ষয় করে ইহজন্মে ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাত করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সুখ বিহার।"

সুখ বিহার সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) অকুপ্প সুত্তং–স্থির সূত্র

৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই স্থিরতা (অরহত্ব ফল) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অর্থ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়, প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয় এবং বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অচিরেই স্থিরতা (অরহত্ব ফল) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।

স্থির সূত্র সমাপ্ত

(চ) সুতধর সুত্তং–শ্রুতধর সূত্র

৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপান স্মৃতি অনুশীলনে রত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ ও পর্যবসান কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক, যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার দ্বারা শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে যথাবিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপান স্মৃতি অনুশীলনে রত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।"

শ্রুতধর সূত্র সমাপ্ত

(ছ) কথা সুত্তং–কথা সূত্র

৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি ভাবনারত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। যে সমস্ত কথা কঠোর সংযমের ও চিত্ত উন্মুক্তকরণের সহায়ক তাদৃশ কথা, যেমন– অল্পেচ্ছা

কথা, সন্তুষ্ট কথা, প্রবিবেক কথা, অসংসর্গ কথা, বীর্যারম্ভ কথা, শীল কথা, সমাধি কথা, প্রজ্ঞা কথা, বিমুক্তি কথা, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন কথায় যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী এবং অক্লেশলাভী হয়। সে যথা বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি ভাবনারত হয়ে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।"

কথা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) আরঞ্ঞক সুত্তং– আরণ্যিক সূত্র

৯৮.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপানস্মৃতি বহুলীকৃত করতে করতে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পঞ্চ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু অল্প দায়িত্বসম্পন্ন, অল্পকৃত, মিতব্যয়ী এবং জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। সে স্বল্পাহারী ও উদর পূর্তিকরণে অনুযুক্ত হয় না। জাগরণে অনুযুক্ত ও অল্প তন্দ্রাসম্পন্ন হয়। সে আরণ্যিক ও বনপ্রান্তে শয়নস্থান পরিভোগকারী হয়। সে যথাবিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আনাপান স্মৃতি বহুলীকৃত করতে করতে অচিরেই স্থিরতা (অরহত্বতা) গভীরভাবে উপলব্ধি করে।"

আরণ্যিক সূত্র সমাপ্ত

(জ) সীহ সুত্তং– সিংহ সূত্র

৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পশুরাজ সিংহ সায়াহ্ন কালে আবাস হতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আবাস হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে জৃম্ভণ করে চতুর্দিকের সমস্তকিছু অবলোকন করে, তিনবার সিংহ নিনাদ করতঃ শিকার করার জন্য গমন করে। সে যদি হস্তীকে আঘাত করে তাহলে সতর্কতার সহিত আঘাত করে অসতর্ক হয়ে আঘাত করে না। সে যদি মহিষকে আঘাত করে তাহলে সতর্কতার সহিত আঘাত করে অসতর্ক হয়ে আঘাত করে না; সে যদি গরুকে আঘাত করে তাহলে সতর্কতার সহিত আঘাত করে অসতর্ক হয়ে আঘাত করে না; চিতাবাঘকে আঘাত করলে সতর্কতার সহিত আঘাত করে অসতর্ক হয়ে আঘাত করে না; সে যদি ক্ষুদ্র প্রাণীদের আঘাত করে; অন্ততঃ তা যদি খরগোশ বা বিড়ালও হয় তাহলে সে সতর্কতার সহিত আঘাত করে, অসতর্ক হয়ে আঘাত করে না। তার কারণ কি? (সে চিন্তা করে যে) 'আমার যোগ্যতা আমাকেই বিনাশ না করুক।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! 'সিংহ' শব্দটি হচ্ছে তথাগত অরহত সম্যক সম্বুদ্ধের অপর একটি নাম। ভিক্ষুগণ! এই যে তথাগত পরিষদের মধ্যে ধর্ম দেশনা করেন; তা হচ্ছে তথাগতের সিংহ নিনাদ। ভিক্ষুগণ! তথাগত যদি ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্ম দেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; তথাগত যদি ভিক্ষুণীদের ধর্ম দেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্ম দেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; উপাসকদের ধর্ম দেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্ম দেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে; উপাসিকাদের ধর্ম দেশনা করে তাহলে সর্তকতার সহিত ধর্ম দেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে। তথাগত যদি পৃথগ্জনদের ধর্ম দেশনা করে অন্ততঃ তারা যদি অন্ন ভিখারী বা ব্যাধও হয় তাহলেও তথাগত সর্তকতার সহিত ধর্ম দেশনা করে অসর্তক হয়ে নহে। তা কি কারণবশে? তার কারণ, হে ভিক্ষুগণ! তথাগত ধর্মের প্রতি গৌরবসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল।"

সিংহ সূত্র সমাপ্ত

(১০) ককুধ থের সুত্তং—ককুধ স্থবির সূত্র

১০০.১। আমি এরূপ শুনেছি— এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর[1] ঘোষিত আরামে[2] অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নের[3] উপস্থায়ক ককুধ নামক কোলিয় পুত্র অধুনা কালগত হয়ে অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হলেন (দেবত্ব লাভ করলেন)। তার এরূপ আত্মভাব (অস্তিত্ব) লাভ হয়েছিলেন— যেমন, মগধরাজ্যের অন্তর্গত দুই বা তিনটি গ্রাম্য ক্ষেত্র। সে সেই আত্মভাব লাভের দ্বারা নিজের এবং অপরের কারও ক্ষতি সাধন করতো না।

১। কৌশাম্বী— বৎস বা বংসেস দেশের অন্তর্গত নগর। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এর রাজা ছিলেন পরন্তপ এবং পরবর্তীতে তার অনসরের পর পুত্র উদেনের রাজ্যাভিষেক হয়।

২। ঘোষিত আরামে— কৌশাম্বীর অন্তর্গত ভিক্ষু নিবাস। ইহা ঘোষিত (বা ঘোষক) নামক ব্যক্তি কর্তৃক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের অবস্থানের নিমিত্তে প্রদত্ত হয়েছিল। বুদ্ধ কৌশাম্বীতে আগমন করলে এই আরামে প্রায় অবস্থান করতেন। বিনয় ও ধর্মধর মতবাদী দু'জন সশিষ্য ভিক্ষুদের মধ্যে কলহ উৎপন্ন হলে বুদ্ধ সেখান হতে পারিলেয়্য বনে প্রস্থান করেন। বিস্তারিত ধর্মপদ অটকথার যমক বর্গ দ্রষ্টব্য।

৩। মহা মৌদ্গল্যায়ন— ইনি ছিলেন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক ও মহাঋদ্ধিশালী। রাজগৃহের নিকটস্থ কোলিত গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। একই দিবসে অপর প্রথম অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রও জন্ম গ্রহণ করেন। (এরা উভয়েই বুদ্ধ হতে বয়সে বড় ছিলেন) মৌদ্গল্যায়ন এর পূর্ব নাম কোলিত, মাতার নাম মোগ্গলী (মৌদ্গলানী) এবং তার পিতা ছিলেন গ্রাম প্রধান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। অনন্তর, ককুধ দেবপুত্র যেখানে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়ন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়নকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে স্থিত হলেন। একপার্শ্বে স্থিত ককুধ দেবপুত্র আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়নকে এরূপ বললেন- "ভন্তে! দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল- 'আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব।' ভন্তে! এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন করার সাথে সাথে দেবদত্ত তার ঋদ্ধি হতে চ্যুত হয়।" ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলল। এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়নকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ পূর্বক তথায়ই অন্তর্হিত হল।

৩। অনন্তর আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়ন যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহামৌদগল্‌ল্যায়ন ভগবানকে এরূপ বললেন-

৪। "ভন্তে! ককুধ নামক কোলিয়পুত্র আমার উপস্থায়ক অধুনা কালগত হয়ে অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়েছে। তার এরূপ আত্মভাব (অস্তিত্ব) লাভ হয়েছিলেন- যেমন, মগধরাজ্যের অন্তর্গত দুই বা তিনটি গ্রাম্য ক্ষেত্র। সে সেই আত্মভাব লাভের দ্বারা নিজের এবং অপরের কারও ক্ষতি সাধন করতো না। অনন্তর ভন্তে! ককুধ দেবপুত্র যেখানে আমি অবস্থান করছিলাম সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে স্থিত হল। একপার্শ্বে স্থিত ককুধ দেবপুত্র আমাকে এরূপ বলল- "ভন্তে! দেবদত্তের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল- 'আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব।' ভন্তে! এইরূপ চিত্ত উৎপন্ন করার সাথে সাথে দেবদত্ত তার ঋদ্ধি হতে চ্যুত হয়।" ভন্তে! ককুধ দেবপুত্র এরূপ বলল। এরূপ বলে আমাকে অভিবাদন করে তথায়ই অন্তর্ধান হল।"

৫। "হে মৌদগল্‌ল্যায়ন! ককুধ দেবপুত্র যা বিদিত আছে তা তুমি কি তোমার চিত্তের দ্বারা জ্ঞাত আছ, যেমন- 'ককুধ দেবপুত্র যা কিছু বলেছে তৎসমস্ত সেরূপই অন্যথা নহে?"

"ভন্তে! ককুধ দেবপুত্র যা বিদিত আছে। আমিও তা নিজ চিত্তে অবগত আছি- 'ককুধ দেবপুত্র যা কিছু বলেছে তৎসমস্ত সেরূপই অন্যথা নহে।"

"মৌদগল্‌ল্যায়ন! তোমার বাক্য সামলাও! হে মৌদগল্‌ল্যায়ন! তোমার বাক্য সামলাও। বর্তমানে সেই মূর্খপুরুষ (দেবদত্ত) নিজেই নিজেকে বিপথে চালিত করবে।

৬। মৌদগল্‌ল্যায়ন! পাঁচ প্রকার শাস্তা জগতে বিদ্যমান। পাঁচ কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. এক্ষেত্রে, মৌদগল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা শীলে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে- 'আমি পরিশুদ্ধ শীলধারী, আমার শীল পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে- 'এই শাস্তা শীলে অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদেরকে বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমার কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদগল্যায়ন! এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা শীলাদি হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদগল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা জীবিকায় অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে- 'আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাধারী, আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে- 'এই শাস্তা জীবিকায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদেরকে বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমার কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদগল্যায়ন! এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা জীবিকা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের জীবিকা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদগল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে- 'আমি পরিশুদ্ধ ধর্মদেশনাকারী, আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে- 'এই শাস্তা ধর্মদেশনায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদেরকে বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমারা কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদগল্যায়ন! এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা ধর্মদেশনা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের ধর্মদেশনা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

পুনশ্চ, মৌদগল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা অপরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী হয়েও মনে করে যে- 'আমি পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী, আমার ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে- 'এই শাস্তা ব্যাখ্যায় অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদেরকে বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমার কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদগল্যায়ন! এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা ব্যাখ্যা হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের ব্যাখ্যা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, মৌদগল্যায়ন! কোন কোন শাস্তা জ্ঞান দর্শনে অপরিশুদ্ধ হয়েও মনে করে যে- 'আমি পরিশুদ্ধ জ্ঞান দর্শনধারী, আমার জ্ঞানদর্শন পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' কিন্তু তার শ্রাবকেরা এরূপ জানে যে- 'এই শাস্তার জ্ঞানদর্শন অপরিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ ও সংক্লিষ্ট।' আমরা যদি তা গৃহীদেরকে বলি তাহলে সে তা পছন্দ করবে না। সে যা পছন্দ করবে না তা আমার কিভাবে সম্পাদন করি? এবং সে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ও ভৈষজ্য পরিষ্কার দানাদি দ্বারা পূজিত হয়। সে নিজে যা করবে তার দ্বারা নিজেই প্রকটিত হবে। মৌদগল্যায়ন! এরূপ শাস্তাকে শ্রাবকেরা জ্ঞান দর্শন হতে রক্ষা করে। এবং এরূপ শাস্তা শ্রাবকদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। মৌদগল্যায়ন! এই পাঁচ প্রকার শাস্তা জগতে বিদ্যমান।

৮। হে মৌদগল্যায়ন! আমি শীলে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে- 'আমি পরিশুদ্ধ শীলধারী, আমার শীল পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা শীলাদির মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের শীল হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি জীবিকায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে- 'আমি পরিশুদ্ধ জীবিকাসম্পন্ন, আমার জীবিকা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা জীবিকার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের জীবিকা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে- 'আমি ধর্মদেশনায় পরিশুদ্ধ, আমার ধর্মদেশনা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা ধর্মদেশনার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের ধর্মদেশনা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি ব্যাখ্যায় পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে-'আমি পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকারী, আমার ব্যাখ্যা পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা ব্যাখ্যার মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের ব্যাখ্যা হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না। আমি জ্ঞান দর্শনে পরিশুদ্ধ হয়েই জ্ঞাত হই যে-'আমি জ্ঞান দর্শনে পরিশুদ্ধ, আমার জ্ঞান দর্শন পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও অসংক্লিষ্ট।' আমাকে শ্রাবকেরা জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে রক্ষা করে না; এবং আমিও শ্রাবকদের জ্ঞান দর্শন হতে সুরক্ষা প্রত্যাশা করি না।"

ককুধ স্থবির সূত্র সমাপ্ত

ককুধ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারক গাথা

সম্পদ, ব্যাখ্যা ও সুখ বিহার হলো উল্লেখিত,
স্থির শ্রুতধর, কথা, অরণ্যিক হয়েছে বিবৃত,
সিংহ ও ককুধ থের সূত্রে বর্গ হলো সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয় পঞ্চাশক

১১.১। সুখ বিহার বর্গ

(ক) সারজ্জ সুত্তং—দৌর্মনস্য সূত্র

১৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য বা শিক্ষার্থীর পঞ্চবিধ বৈশারদ্যকরণ ধর্ম আছে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান হয়, বহুশ্রুত হয়, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞাবান হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীনের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রদ্ধাবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।
ভিক্ষুগণ! দুঃশীলের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীলবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।
ভিক্ষুগণ! অল্পশ্রুতের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বহুশ্রুতের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।
ভিক্ষুগণ! হীনবীর্যের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আরব্ধবীর্যের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।
ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞের দৌর্মনস্য বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রজ্ঞাবানের সেই দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু, ইহা হচ্ছে শৈক্ষ্যের বৈশারদ্যকরণ ধর্ম।"

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

(খ) উসঙ্কিত সুত্তং—সন্দিগ্ধ সূত্র

১৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু স্থিরধর্মী (অরহত্বলাভী) হলেও (অন্যাদের নিকট) সে পাপী ভিক্ষুর ন্যায় সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বেশ্যার গৃহে যাতায়াত করে; বিধবা স্ত্রী লোকের গৃহে যাতায়াত করে; বয়স্কা কুমারীর গৃহে যাতায়াত করে; পণ্ডকের (নপুংসকের) গৃহে যাতায়াত করে এবং ভিক্ষুণীর গৃহে যাতায়াত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু স্থিরধর্মী (অরহত্বলাভী) হলেও (অন্যাদের নিকট) সে পাপী ভিক্ষুর ন্যায় সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হয়।"

সন্দিগ্ধ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) মহাচোর সুত্তং— মহাচোর সূত্র

১০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ মহাচোর (বা দস্যুপ্রধান) চুরির উদ্দেশ্যে গৃহের সন্ধিস্থল ছেদন করে, জোর পূর্বক পরদ্রব্য হরণ করে, লুটের জন্য নির্জন গৃহের চতুর্দিকে বিচরণ করে এবং প্রতিবন্ধক সরূপ স্থিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়; গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়; বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়; উৎকোচ দাতা এবং একাচারী হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! মহাচোর কিরূপ বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে, মহাচোর দুরতিক্রম্য নদী ও বিষম পর্বতকে নিশ্রয় করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর বিষম স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ! মহাচোর কিরূপ গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর গহীন তৃণজঙ্গল, গহীন বৃক্ষ-অরণ্য, গুহা ও গহনারণ্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর গহীন স্থানের প্রতি নির্ভরশীল হয়

ভিক্ষুগণ! মহাচোর কিরূপ বলবান বা ক্ষমতাধরের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর রাজা বা রাজ অমাত্যদের প্রতি নির্ভরশীল হয়। সে এরূপ চিন্তা করে—'যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে এই রাজরা বা রাজ অমাত্যরা আমাকে সুরক্ষার নিমিত্ত (অন্য) অর্থ ভাষণ করবে।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তার সুরক্ষার্থে রাজারা বা রাজ অমাত্যরা (অন্য) অর্থ ভাষণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়

ভিক্ষুগণ! মহাচোর কিরূপ উৎকোচদাতা হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগশালী হয়। তার এরূপ চিন্তা উদয় হয় 'যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তখন হতে এই ভোগাদি দ্বারা তাকে বহুগুণপূর্ণ সাদর সংবর্ধনা করব।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে সে তখন হতে ভোগ্য বিষয় দ্বারা তাকে বহুগুণপূর্ণ আপ্যায়ন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর উৎকোচ দাতা হয়। ভিক্ষুগণ! মহাচোর কিরূপ একাচারী হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর একাকীই লুণ্ঠিত মাল অধিকার করে। তার কারণ কি? কারণ সে চিন্তা করে—'আমার বার লুকায়িত স্থানের নকশা কেউ বুঝতে না পারুক এবং তা আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে না ফেলুক।' এরূপে, ভিক্ষুগণ! মহাচোর একাচারী হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ মহাচোর চুরির উদ্দেশ্যে গৃহের সন্ধিস্থল ছেদন করে, জোর পূর্বক পরদ্রব্য হরণ করে, লুটের জন্য নির্জন গৃহের চতুর্দিকে বিচরণ করে এবং প্রতিবন্ধক সরূপ স্থিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষু গর্ত খনন করতঃ নিজেরই ক্ষতি সাধিত করে। সে বিজ্ঞজন কর্তৃক দোষী ও নিন্দিত হয়। এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে। পঞ্চ কি কি?

৬। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু বিষম নিশ্রিত হয়, গহীন নিশ্রিত, বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল, উৎকোচ দাতা এবং একাচারী হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু কিরূপ বিষম নিশ্রিত হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু বিষম কায়কর্ম-বাচনিক কর্ম ও মনোকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু বিষম নিশ্রিত হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু কিরূপ গহীন নিশ্রিত হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন ও সদ্ধর্ম বিরোধী দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু গহীন নিশ্রিত হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু কিরূপ বলবান বা ক্ষমতাধরের প্রতি নির্ভরশীল হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু রাজা বা রাজ আমাত্যদের প্রতি নির্ভরশীল হয়। সে এরূপ চিন্তা করে- 'যদি আমাকে কেউ কিছু বলে তাহলে এই রাজারা বা রাজ আমাত্যরা আমাকে সুরক্ষার নিমিত্ত (অন্য) অর্থ ভাষণ করবে।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে তার সুরক্ষার্থে রাজারা বা রাজ আমাত্যরা (অন্য) অর্থ ভাষণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! এরূপে পাপী ভিক্ষু বলবানদের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু কিরূপ উৎকোচ দাতা হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি লাভী হয়। তবে এরূপ চিন্তাশীল হয়- 'যদি কেউ আমাকে কিছু বলে তাহলে তখন তাকে এই লব্ধবিষয়াদির দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ আপ্যায়ন করব।' যদি তাকে কেউ কিছু বলে তাহলে সে তখন হতে ভোগ্য বিষয় দ্বারা তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ আপ্যায়ন করে। এরূপে ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু উৎকোচ দাতা হয়।

ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু কিরূপ একাচারী হয়? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! পাপী ভিক্ষু একাকী প্রত্যন্ত জনপদে আবাস নির্মাণ করে। সে ওখায় কুলগৃহে গমন করে করে নানা কিছু উপার্জন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! পাপাচারী ভিক্ষু একাচারী হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ পাপী ভিক্ষু গর্ত খনন করতঃ নিজেরই ক্ষতি সাধিত করে। সে বিজ্ঞজন কর্তৃক দোষী ও নিন্দিত হয়। এবং বহু অপুণ্য প্রসব করে।"

মহাচোর সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) সমন সুখুমাল সুত্তং—সুকোমল শ্রামণ সূত্র

১০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের মধ্যে সুকোমল শ্রামণ হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়েই চীবর পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়েই পিণ্ডপাত পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়েই শয্যাসন পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। ভিক্ষু পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়েই গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিভোগ করে; কদাচিৎ জিজ্ঞাসিত হয়ে নহে। সে যে সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করে তারা তার সাথে পুনঃ পুনঃ মনোজ্ঞ কায়-বাক্য ও মনোজ্ঞ কর্মের মাধ্যমে মেলামেশা করে; তারা তাকে মনোজ্ঞ বস্তু উপহার দেয় কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। যে সমস্ত ব্যাধি পিত্তরস, শ্লেষ্মা, বাত বা বায়ু, শারীরিক সংযোগ হতে, ঋতুর পরিবর্তনের দরুণ, অযথার্থ যত্নের দরুণ, হঠাৎ আক্রান্ততার দরুণ এবং কর্ম বিপাক জনিত কারণ হতে উৎপন্ন সে সমস্ত ব্যাধি তার নিকট নিদারুণরূপে উৎপন্ন হয় না। সে অল্প ব্যাধিসম্পন্ন হয়। সে ইহ জীবনেই সুখবিহারস্বরূপ উৎপন্ন অভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অকৃচ্ছলাভী হয়। এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয় করে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাত করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের মধ্যে সুকোমল শ্রামণ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! তার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে—'শ্রামণদের মধ্যে (ইনি) সুকোমল শ্রামণ।' ভিক্ষুগণ! সত্য সত্যই আমার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে—'শ্রামণদের মধ্যে ইনি সুকোমল শ্রামণ।' ভিক্ষুগণ! আমিই পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়ে চীবর পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়ে পিণ্ডপাত পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়ে শয্যাসন পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমিই পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হয়ে গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিভোগ করি; কদাচিৎ প্রার্থিত হয়ে নহে। আমি যে সকল সব্রহ্মচারীদের সাথে অবস্থান করি তারা আমার সাথে পুনঃ পুনঃ মনোজ্ঞ কায়-বাক্য ও মনোজ্ঞ কর্মের মাধ্যমে মেলামেশা করে; তারা আমাকে মনোজ্ঞ বস্তু উপহার দেয় কদাচিৎ মনোজ্ঞ নহে। যে সমস্ত ব্যাধি পিত্তরস, শ্লেষ্মা, বাত বা বায়ু, শারীরিক সংযোগ হতে, ঋতুর পরিবর্তনের দরুণ, অযথার্থ যত্নের দরুণ, হঠাৎ আক্রান্ততার দরুণ এবং কর্ম বিপাক জনিত কারণ হতে উৎপন্ন সে সমস্ত ব্যাধি আমার নিকট নিদারুণরূপে উৎপন্ন হয় না। আমি অল্প

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যাধিসম্পন্ন আমি ইহ জীবনেই সুখবিহারস্বরূপ উৎপন্ন অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হই। এবং আমি আস্রবসমূহ ক্ষয় করে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করি। ভিক্ষুগণ! তার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে- 'শ্রামণদের মধ্যে (ইনি) সুকোমল শ্রামণ।' ভিক্ষুগণ! সত্য সত্যই আমার প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে- 'শ্রামণদের মধ্যে ইনি সুকোমল শ্রামণ।'"

সুকোমল শ্রামণ সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) ফাসুবিহার সুত্তং- সুখ বিহার সূত্র

১০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার সুখ বিহার আছে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর নিকট সব্রহ্মচারীদের প্রতি প্রকাশ্যে ও পশ্চাতে (গোপনে) উভয় ক্ষেত্রেই কায়িক-বাচনিক-মানসিক মৈত্রী (কর্ম) বিদ্যমান থাকে। যে সমস্ত শীলাদি অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নির্মল, এবংটিহীন, মুক্ত বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভের সহায়ক সেইরূপ শীলের দ্বারা সে সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে এবং গোপনেও শীলানুগত হয়ে অবস্থান করে। এবং যে সমস্ত দৃষ্টি আর্য, মুক্তিদাতা (বা প্রদর্শক), তত্ত্বজ্ঞকারী ও সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য চালিত হয় সেইরূপ দৃষ্টির দ্বারা সে সব্রহ্মচারীদের সম্মুখে এবং গোপনেও দৃষ্টানুগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ সুখ বিহার আছে।"

সুখ বিহার সূত্র সমাপ্ত

(চ) আনন্দ সুত্তং- আনন্দ সূত্র

১০৬.১। "এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন,-

২। "ভন্তে! কিরূপে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

১। আনন্দ- বুদ্ধের মহাশ্রাবকদের একজন। তিনি বুদ্ধের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং আত্মীয়তার দিক হতে বুদ্ধের কাকাতো ভাই হতেন। তিনি তুষিত স্বর্গলোক হতে গর্ভধারণের জন্য নেন বুদ্ধের জন্ম দিনেই। রাজা শুদ্ধোধনের ভ্রাতা অমিতোদন শাক্য ছিলেন আনন্দের পিতা। মহানাম ও অনুরুদ্ধ ছিলেন তার ভাই (সম্ভবতঃ সৎভাই)। আনন্দ অন্যান্য শাক্য যুবরাজদের সাথে বুদ্ধ শাসনে প্রবিষ্ট হন যথা- ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত। স্বয়ং বুদ্ধ তাকে প্রব্রজিত করেন এবং তার উপাধ্যায় হন বেলট্ঠশীষ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"যেহেতু, আনন্দ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। এরূপেই, আনন্দ! ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে! অন্য কোন পর্যায় আছে কি যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। এরূপেই, আনন্দ! ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে! অপর কোন পর্যায় আছে কি যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। এরূপেই, আনন্দ! ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে! অপর কোন পর্যায় আছে কি যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। সে ইহ জীবনেই সুখবিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। এরূপেই, আনন্দ! ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে।"

"ভন্তে! অপর কোন পর্যায় আছে কি যে অনুসারে ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে?"

"যেহেতু, আনন্দ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং অপরের অধিশীলের প্রতি নিন্দাকারী হয় না। সে নিজেকে বিবেচনা করে অপরকে নয়। সে প্রকটিত বা সুপরিচিত হয় না এবং অপ্রকটতার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। সে ইহ জীবনেই সুখবিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয় এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই, আনন্দ! ভিক্ষু সংঘমধ্যে অবস্থান করার সময় সুখে অবস্থান করে। আনন্দ! আমি ঘোষণা করছি যে এই সুখবিহার হতে উৎকৃষ্টতর, প্রণীততর অন্য কোন সুখ বিহার নাই।"

আনন্দ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) সীল সুত্তং– শীল সূত্র

১০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হয়, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন সম্পন্ন হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

শীল সূত্র সমাপ্ত

(জ) অসেখ সুত্তং–অশৈক্ষ্য সূত্র

১০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীলস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, সমাধি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, প্রজ্ঞাস্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, বিমুক্তি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং বিমুক্তি জ্ঞান দর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু জগতে আহ্বানীয়, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

অশৈক্ষ্য সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) চাতুদ্দিস সুত্তং– চতুর্দিকস্থ সূত্র

১০৯.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু চতুর্দিকে অবস্থানকারী হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন; যা কেবল মাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে যে কোন চীবর-পিন্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। সে ইহজীবনেই সুখ বিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয় এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু চতুর্দিকে অবস্থানকারী হয়।"

চতুর্দিকস্থ সূত্র সমাপ্ত

(৩) অরঞ্ঞ সুত্তং—অরণ্য সূত্র

১১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অরণ্যে, বনপ্রান্তে শয়ন-স্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন; যা কেবল মাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সে ইহ জীবনেই সুখ বিহার স্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয় এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু অরণ্যে, বনপ্রান্তে শয়ন-স্থান পরিভোগের জন্য উপযুক্ত।"

অরণ্য সূত্র সমাপ্ত

সুখ বিহার বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

দৌর্মনস্য, সন্দিগ্ধ, আর চোর সূত্র হয়,
সুকোমল, ও সুখ সহ আনন্দ যুক্ত হয়;
শীল, অশৈক্ষ, চতুর্দিকস্থ হচ্ছে বিবৃত,
অরণ্য সূত্র যোগে হলো বর্গ সমাপিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২.২। অন্ধক বিন্দ বর্গ

(ক) কুলুপক সুত্তং— কুলগামী সূত্র

১১১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অগৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে অপরিচিতদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়, ক্ষমতাহীন হয়েও মধ্যস্থতাকারী হয়, ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাজকে পুনঃ পুনঃ সংগঠিত করে, কানে চুপি চুপি গোপন কথা বলে এবং অত্যধিক যাচ্ঞাকারী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ সমাজে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ, অগৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি ?

৪। সে অপরিচিতদের সাথে অন্তরঙ্গ হয় না, ক্ষমতাহীন হয়েও মধ্যস্থতাকারী হয় না, ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাজকে পুনঃ পুনঃ সংগঠিত করে না, কানে চুপি চুপি কথা বলে না এবং অত্যধিক যাচ্ঞাকারী হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ কুলে গমনকারী ভিক্ষু কুলের মধ্যে প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

(খ) পচ্ছাসমন সুত্তং—পশ্চাৎগামী শ্রামণ সূত্র

১১২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাৎগামী শ্রামণ গ্রহণ যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে অতি দূরে কিংবা অতি নিকটে গমন করে, সে পিন্ডপাত্র পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে না, সীমাতিক্রান্ত অপরাধ প্রদর্শন কালেও সংযত হয় না, ভাষণকারীর কথা বলার সময় মধ্যপথে বাধা দেয় এবং সে দুষ্প্রজ্ঞ, স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাৎগামী শ্রামণ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাতগামী শ্রামণ গ্রহণ যোগ্য। পঞ্চ কি কি?

৪। সে অতিদূরে কিংবা অতি নিকটে গমন করে না, সে পিন্ডপাত্র পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে, সীমাতিক্রান্ত অপরাধ প্রদর্শনকালে সংযত হয়, ভাষণকারীর কথা বলার সময় মধ্যপথে বাধা দেয় না, এবং সে স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ না হয়ে প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ পশ্চাতগামী শ্রামণ গ্রহণ যোগ্য।"

পশ্চাতগামী শ্রামণ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) সম্মাসমাধি সুত্তং– সম্যক সমাধি সূত্র=১৩৭

১১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম। পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয় ও স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত হয়ে অবস্থান করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয় ও স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সম্যক সমাধি অধিগত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম।"

সম্যক সমাধি সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) অন্ধকবিন্দ সুত্তং–অন্ধকবিন্দ সূত্র

১১৪.১। এক সময় ভগবান মগধ রাজ্যের অন্ধকবিন্দে[১] অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে আনন্দ! যে সকল ভিক্ষুগণ! নব, অচির প্রব্রজিত এবং এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনা আগত; আনন্দ! সে সকল ভিক্ষুদের পঞ্চবিধ ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। পঞ্চ কি কি ?

৩। আয়ুষ্মানগণ! এক্ষেত্রে তোমরা শীলবান হও। প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান কর এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন কর। এরূপে প্রাতিমোক্ষ সংবরে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১. অন্ধকবিন্দ– মগধের অন্তর্গত গ্রাম। [illegible]

আবুসোগণ! এক্ষেত্রে তোমরা ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বার, স্মৃতিরক্ষক, স্মৃতিতে বিচক্ষণ, সুরক্ষিত চিত্তের দ্বারা এবং জাগ্রত ও রক্ষিত চিত্তের দ্বারা সমন্নাগত হয়ে অবস্থান কর। এরূপে ইন্দ্রিয় সংবর হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ! এক্ষেত্রে তোমরা অল্পভাষী ও পরিমিত ভাষী হও। এরূপে সীমিত ভাষণ হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ! এক্ষেত্রে তোমরা আরণ্যিক হও। অরণ্য-বনপ্রান্তে শয়ন স্থান পরিভোগ কর। এরূপে কায়িক নির্জনতা হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

আবুসোগণ! এক্ষেত্রে তোমরা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ও সম্যক দর্শনের দ্বারা সমন্নাগত হও। এরূপে সম্যক দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।

৪। আনন্দ! যে সকল ভিক্ষুরা নব, অচির প্রব্রজিত এবং এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনা আগত; আনন্দ! সে সকল ভিক্ষুদের এই পঞ্চবিধ ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, নিবিষ্ট হওয়া কর্তব্য এবং তা নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য।"

অন্ধকবিন্দ সূত্র সমাপ্ত

(৬) মচ্ছরিনী সুত্তং—মৎসরী সূত্র

১১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে আবাস মৎসরী, কুল মৎসরী, লাভ মৎসরী, বর্ণ মৎসরী এবং ধর্ম মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয় বা গমন করে। পঞ্চ কি কি?

৪। সে আবাস মৎসরী হয় না, কুলমৎসরী হয় না, লাভমৎসরী হয় না, বর্ণ মৎসরী হয় না এবং ধর্ম মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয় বা গমন করে।"

মৎসরী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) বণ্ণনা সুত্তং—প্রশংসা সূত্র

১১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, অপ্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে, প্রসাদনীয় জনে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে, প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

প্রশংসা সূত্র সমাপ্ত

(ছ) ইস্সুকিনী সুত্তং—ঈর্ষাকারিনী সূত্র

১১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, ঈর্ষাকারিনী হয়, মৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সে ঈর্ষাকারিনী হয় না, অমৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনিষ্ট করে না ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

ঈর্ষাকারিনী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) মিচ্ছাদিট্‌ঠিক সুত্তং—মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র

১১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, মিথ্যা সংকল্পসম্পন্ন হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি ?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সম্যক সংকল্পসম্পন্ন হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

মিথ্যাদৃষ্টিক সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) মিচ্ছাবাচা সুত্তং—মিথ্যাবাক্য সূত্র

১১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যাভাষী হয়, মিথ্যাকর্মকারী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক বাক্যভাষী হয়, সম্যক কর্ম সম্পাদন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

মিথ্যাবাক্য সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঞ) মিচ্ছাবাযাম সুত্তং—মিথ্যা প্রচেষ্টা সূত্র

১২০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, মিথ্যা প্রচেষ্টাকারিণী হয়, মিথ্যা স্মৃতিসম্পন্না হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয় পঞ্চ কি কি?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, সম্যক প্রচেষ্টাকারিণী হয়, সম্যক স্মৃতিসম্পন্ন হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুণী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

মিথ্যাপ্রচেষ্টা সূত্র সমাপ্ত

অন্ধকবিন্দ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

কুল, পশ্চাৎগামী, সমাধি ও অন্ধকবিন্দ,
মৎসরী, প্রশংসা, ঈর্ষা, দৃষ্টিক হলো বিবৃত;
মিথ্যা বাক্য আর প্রচেষ্টা সূত্র হয়ে প্রযুক্ত,
দশ সূত্রে অন্ধকবিন্দ বর্গ হয়েছে যুক্ত।

১৩.৩। গিলান বা গ্লান বর্গ

(ক) গিলান সুত্তং—গ্লান সূত্র

১২১.১। এক সময় ভগবান বৈশালির মহাবনে নির্মিত কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর: ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে গ্লানশালা বা চিকিৎসালয় সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান জনৈক ভিক্ষুকে দুর্বল, অসুস্থ দেখে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশন করে ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন—

২। "হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন দুর্বল, অসুস্থ ভিক্ষুকে পঞ্চবিধ ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাহলে তার নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে— 'সে অচিরেই আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা অর্জন করে অবস্থান করবে।' পঞ্চ কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে, সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে, সর্বসংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং মরণসংজ্ঞা দ্বারা তার আধ্যাত্মিকভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! যদি কোন দুর্বল, অসুস্থ ভিক্ষুকে পঞ্চবিধ ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাহলে তার নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে– 'সে অচিরেই আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব এবং ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি প্রত্যক্ষ করে তা অর্জন করে অবস্থান করবে।'"

গ্লান সূত্র সমাপ্ত

(খ) সতিসূপট্ঠিত সুত্তং–স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র

১২২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী পঞ্চ ধর্ম ভাবিত করলে, বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি প্রত্যাশিত, যথা: 'সে ইহজীবনেই অরহত্ব ফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামী ফল লাভ করবে।' পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ধর্মসমূহের উদয়-ব্যয়গামী প্রজ্ঞার দ্বারা ভিক্ষুর আধ্যাত্মিক স্মৃতি উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কায়ের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, আহারের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সর্বলোকের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সর্বসংস্কারের প্রতি অশুভদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই পঞ্চ ধর্ম ভাবিত করলে, বহুলীকৃত করলে তার নিকট দ্বিবিধ পরিণতির একটি পরিণতি প্রত্যাশিত, যথা- 'সে ইহজীবনেই অরহত্ব ফল লাভ করবে অথবা জীবনের কিছু ইন্ধন অবশিষ্ট রেখে অনাগামী ফল লাভ করবে।'"

স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র সমাপ্ত

(গ) পঠম উপট্ঠক সুত্তং–প্রথম সেবক সূত্র

১২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) অহিতকারী সেবক হয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, ঔষধ বা ভৈষজ্য সেবন করে না, তার কল্যাণকামী পরিচর্যাকারীর নিকট অসুখ সম্পর্কে এরূপে বিস্তারিত খুলে বলে না যে– 'ইহা গমন কালে গমন করে, আগমন কালে ফিরে আসে এবং স্থিত থাকার সময় স্থিতই হয়।' সে উৎপন্ন তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ, পীড়াকর, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী শারীরিক বেদনা-দুঃখ সহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যক্তি হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) অহিতকারী সেবক হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) হিতকারী সেবক হয়। পঞ্চ কি কি ?

৪। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, ভৈষজ্য সেবনকারী হয়, তার কল্যাণকামী পরিচর্যাকারীর নিকট অসুখ সম্পর্কে এরূপে বিস্তারিত খুলে বলে যে 'ইহা গমন কালে গমন করে, আগমন কালে ফিরে আসে এবং স্থিত থাকার সময় স্থিতই হয়।' সে উৎপন্ন তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ, পীড়ণকর, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী শারীরিক বেদনা-দুঃখ সহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যক্তি হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি (নিজের) হিতকারী সেবক হয়।"

১ম সেবক সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) দুতিয় উপট্ঠাক সুত্তং– দ্বিতীয় সেবক সূত্র

১২৪.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত নয়। পঞ্চ কি কি ?

২। সে ভৈষজ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয় না, ভৈষজ্য–অভৈষজ্য নির্ণয় করতে না পেরে যা ঔষধ নয় তা প্রদান করে এবং যা ঔষধ তা অপসারিত করে; লোভচিত্তে (পাওয়ার বাসনায়) রোগী সেবা করে মৈত্রীচিত্তে নহে; পায়খানা, প্রস্রাব, বমি, থুথু, পরিষ্কার করতে অতিশয় ঘৃণা করে এবং রোগীকে যথাসময় ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত নয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত। পঞ্চ কি কি?

৪। সে ভৈষজ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়, ভৈষজ্য-অভৈষজ্য নির্ণয় করে যা ভৈষজ্য নয় তা অপসারিত করে এবং যা ভৈষজ্য তা প্রদান করে; মৈত্রী চিত্তে রোগীকে সেবা করে, লোভচিত্তে নহে; পায়খানা, প্রস্রাব, বমি, থুথু পরিষ্কার করতে ঘৃণাবোধ করে না এবং রোগীকে যথাসময়ে ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ রোগীর সেবক অসুস্থকে সেবা করার জন্য উপযুক্ত।"

২য় সেবক সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) পঠম অনায়ুস্সা সুত্তং- প্রথম অল্পায়ু সূত্র

১২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! অল্পায়ুর (আয়ুচ্ছেদের) পাঁচটি ধর্ম আছে। পাঁচ কি কি?

২। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, অপক্ক খাদ্য ভোজী, অসময়ে ভ্রমণকারী এবং অব্রহ্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ! অল্পায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।

৩। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুর পাঁচটি ধর্ম আছে। পঞ্চ কি কি?

৪। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, পক্কখাদ্য ভোজী হয়, সময়ে ভ্রমণ করে এবং ব্রহ্মচারী হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।"

১ম অল্পায়ু সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয় অনায়ুস্সা সুত্তং-দ্বিতীয় অল্পায়ু সূত্র

১২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! অল্পায়ুর (আয়ুচ্ছেদের) পাঁচটি ধর্ম আছে। পাঁচ কি কি?

২। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে না, চিকিৎসার মাত্রা জানে না, অপক্ক খাদ্য ভোজী, দুঃশীল এবং পাপমিত্র হয়। ভিক্ষুগণ! অল্পায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।

৩। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুর পাঁচটি ধর্ম আছে। পঞ্চ কি কি?

৪। সে ঔষধ দ্বারা নিজেকে চিকিৎসা করে, চিকিৎসার মাত্রা জানে, পক্কখাদ্য ভোজী হয়, শীলবান এবং কল্যাণমিত্র হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুর এই পাঁচটি ধর্ম আছে।"

২য় অল্পায়ু সূত্র সমাপ্ত

(ছ) বপকাস সুত্তং-বপকাশ (একাকী অবস্থান) সূত্র

১২৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার অনুপযুক্ত। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে কোন চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যথালব্ধপিণ্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যে কোন শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যে কোন গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না এবং কাম সংকল্প বহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার অনুপযুক্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার উপযুক্ত। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে কোন চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন পিন্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং নৈষ্ক্রম্য সংকল্প বহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সংঘ হতে পৃথক হয়ে একাকী অবস্থান করার উপযুক্ত।"

বর্পকাশ সূত্র সমাপ্ত

(জ) সমন সুখ সুত্তং– শ্রামণ্য সুখ সূত্র

১২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য দুঃখ আছে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে কোন চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যথালব্ধ পিন্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যে কোন শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না, যে কোন গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় না এবং অনভিরতি হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য দুঃখ আছে।

৩। ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার শ্রামণ্য সুখ আছে পাঁচ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে কোন চীবরের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন পিন্ডপাতের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন শয়ন-স্থানের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, যে কোন গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দ্বারা সন্তুষ্ট হয় এবং অভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ শ্রামণ্য সুখ আছে।"

শ্রামণ্য সুখ সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পরিকুপ্প সুত্তং– বিক্ষুব্ধ সূত্র

১২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার অপায়গামী, নিরয়গামী, বিক্ষুব্ধ এবং অচিকিৎসা আছে। পঞ্চ কি কি?

২। মাতৃ হত্যাকারী হয়, পিতৃ হত্যাকারী হয়, অরহত্ হত্যাকারী হয়, প্রদুষ্ট চিত্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত করে এবং সংঘভেদ করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার অপায়গামী, নিরয়গামী, বিক্ষুব্ধ এবং অচিকিৎসা আছে।"

বিক্ষুব্ধ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) ব্যসন সুত্তং—বিনাশ সূত্র

১৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার বিনাশ আছে। পাঁচ কি কি ?

২। জ্ঞাতি বিনাশ, ভোগ বিনাশ, রোগের দ্বারা বিনাশ, শীল বিনাশ এবং দৃষ্টি (সম্যক) বিনাশ। ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণ জ্ঞাতি বিনাশ, ভোগ বিনাশ, রোগের দ্বারা বিনাশ হেতু কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু, হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণ শীল বিনাশ ও (সম্যক) দৃষ্টির বিনাশ হেতু কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার বিনাশ আছে।

৩। ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার সম্পদ আছে। পাঁচ কি কি ?

৪। জ্ঞাতি সম্পদ, ভোগের সম্পদ, আরোগ্য সম্পদ, শীল সম্পদ এবং (সম্যক) দৃষ্টি সম্পদ। ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণ জ্ঞাতি সম্পদ, ভোগ সম্পদ, আরোগ্য সম্পদ হেতু কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণ শীল সম্পদ ও দৃষ্টি সম্পদ হেতু কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার সম্পদ আছে।"

বিনাশ সূত্র সমাপ্ত
গ্লান বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং—স্মারক গাথা

গ্লান, স্মৃতি, দু সেবক আর অনায়ুষ্য সূত্র,
বপকাস, শ্রামণ্যসুখ, নিক্ষুব্ধ, বিনাশ সূত্র,
দশ সূত্র সহযোগে গ্লান বর্গ হলো সমাপ্ত।

১৪.৪। রাজা বর্গ

(ক) পঠম চক্কানুবত্তন সুত্তং—প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র

১৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মতঃ চক্র চালনা করে। সেই চক্র কোন মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজা অর্থজ্ঞ হয়, ধর্মজ্ঞ হয়, মাত্রাজ্ঞ হয়, কালজ্ঞ হয় এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মতঃ চক্র চালনা করে। সেই চক্র কোন মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩ এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ তথাগত অরহত্ সম্যক সম্বুদ্ধ ধর্মতঃ অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কি কি ?

৪ এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত্ সম্যক সম্বুদ্ধ অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মনোজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজা ধর্মতঃ চক্র চক্ষনা করে। সেই চক্র কোন মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।"

প্রথম চক্রানুবর্তন সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) দুতিয় চক্কানুবত্তন সুত্তং– দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র

১৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মতঃ পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোন মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পঞ্চ কি কি ?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থজ্ঞ ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষদজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ চক্রবর্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মতঃ পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোন মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

৩। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ সারিপুত্র তথাগতের দ্বারা প্রবর্তিত অনুত্তর ধর্মচক্র সম্যকরূপেই পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা মার কিংবা ব্রহ্মগণের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। সেই পঞ্চ কি কি ?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! সারিপুত্র অর্থজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ এবং পরিষজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ সারিপুত্র তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত চক্র ধর্মতঃ পুনঃ প্রবর্তন করে। সেই চক্র কোন মানুষ প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।"

দ্বিতীয় চক্রানুবর্তন সূত্র সমাপ্ত

(প) ধম্মরাজা সুত্তং–ধর্মরাজা সূত্র

১৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে চক্রবর্তী রাজা ধার্মিক, ধর্মরাজ; সে অরাজক চক্র প্রবর্তন করে না। এরূপ বলা হলে অন্যতর ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন–

"ভন্তে! চক্রবর্তী ধার্মিক ধর্মরাজার রাজা কে ?

"হে ভিক্ষু! 'ধর্ম'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষু! চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে জনগণদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে।

পুনশ্চ, ভিক্ষু! চক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে অনুযুক্ত ক্ষত্রিয়, সৈন্যবাহিনী, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পশু-পক্ষীদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে।

৩। ভিক্ষু! সেই চক্রবর্তী ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা নিজ রাজ্যের মধ্যে জনপদদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করতঃ অনুযুক্ত ক্ষত্রিয়, সৈন্যবাহিনী, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং পশু-পক্ষীদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে করে চক্র প্রবর্তন করে; সেই চক্র কোন মানুষ বা প্রতিপক্ষ শত্রুর দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।

৪। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজ ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে যে-এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য, এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য নয়, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য, এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য, এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা অকর্তব্য; এরূপ গ্রাম-শহর সেবিতব্য, এরূপ গ্রাম-নিগম সেবিতব্য নয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুণী, উপাসক, ও উপাসিকাদের জন্য ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে যে-এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য, এরূপ কায়কর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য, এরূপ বাচনিককর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য, এরূপ মনোকর্ম সেবিতব্য নয়; এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য, এরূপ জীবিকা নির্বাহ করা অকর্তব্য; এরূপ গ্রাম-শহর সেবিতব্য, এরূপ গ্রাম-নিগম সেবিতব্য নয়।

৫। ভিক্ষু! সেই তথাগত, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধার্মিক, ধর্মরাজা ধর্মকে নিশ্রয় করে, সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, ধর্মধ্বজী, ধর্মকেতু, ধর্মাধিপত্যের দ্বারা ভিক্ষুদের জন্য রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করতঃ ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকাদের জন্যও ধর্মতঃ রক্ষাবরণ ও গুপ্তির সুব্যবস্থা করে অনুত্তর ধর্ম চক্র প্রবর্তন করে। সেই চক্র জগতে কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার কিংবা ব্রহ্মাদের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না।"

ধর্ম রাজা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) যস্সং দিসং সুত্তং– যেই দিক সূত্র

১৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় নিজে বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। সেই পঞ্চবিধ অঙ্গ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহ কাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত, অনিন্দনীয় হয়; সে আঢ্য, মহাধনী, মহা ভোগী এবং কোষ ও ভাণ্ডাগার পরিপূর্ণ হয়, চতুরঙ্গী সৈন্যের দ্বারা শক্তিশালী হয় এবং তারা বাধ্যতা ও নির্দেশ মোতাবেক সর্তক থাকে; তার পরিনায়ক পণ্ডিত, বিদ্বান, মেধাবী এবং অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতিকামে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। এই চতুর্বিধ বিষয় তার যশকে পূর্ণতায় আনয়ন করে। সে (রাজা) এই পঞ্চবিধ ধর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় নিজে বিজিত হয়েই অবস্থান করেন। তার কারণ কি? ইহা ঠিক তদ্রূপই যে, ভিক্ষুগণ! সে বিজয়ের বিজয়ী হয়।

৩। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় বিমুক্ত চিত্ত হয়েই অবস্থান করে। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন, অণুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে।– ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত, জাতিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজার ন্যায়।

'সে বহুশ্রুত শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জন; যা কেবল মাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে হয়। ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত আঢ্য, মহাধনী, ভোগী, কোষ ও ভাণ্ডাগার পরিপূর্ণ ক্ষত্রিয় রাজার ন্যায়।'

'সে আরব্ধ বীর্যবান হয়, অকুশল ধর্ম প্রহাণে এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে – ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত শক্তিশালী ক্ষত্রিয় রাজা।'

'সে প্রজ্ঞাবান হয়, উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়। – ঠিক যেন প্রধানরূপে অভিষিক্ত পরিনায়ক সম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা।'

এই চতুর্বিধ বিষয় তার বিমুক্তিকে পূর্ণতায় আনয়ন করে। সে এই পঞ্চবিধ নিম্নোক্ত ধর্মের দ্বারা সমন্বাগত হয়ে যেই যেই দিকে অবস্থান করে তথায় বিমুক্ত চিত্ত হয়েই অবস্থান করে। এর কারণ কি? ইহা ঠিক তদ্রূপই যে, ভিক্ষুগণ! সে বিমুক্ত চিত্ত হয়।"

যেই দিক সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) পঠম পত্থনা সুত্তং–প্রথম প্রার্থনা সূত্র

১৩৫.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে। পঞ্চ কি কি?

২. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহ কাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত, অনিন্দনীয় হয়। সে অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়; সে মাতা-পিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, শহর ও জনপদবাসীদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, এবং অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের যে সমস্ত শিল্প নৈপুন্যতা আছে যথা, হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও তরবারি চালনাতে নিপুণ ও শিক্ষিত হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়- 'আমিই মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত এবং পবিত্র গর্ভজাত; আমার সপ্ত পিতামহ কাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অঘৃণিত ও অনিন্দনীয়। তাহলে কি হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ। তাহলে কি হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি মাতা ও পিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কি হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি নিগম-জনপদবাসীদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কি হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজারদের যে সমস্ত শিল্প নৈপুণ্যতা আছে, যথা, হস্তী, অশ্ব, রথ, ধনু ও তরবারি চালনাতে নিপুণ ও শিক্ষিত। তাহলে কি হেতু আমি রাজ্য প্রার্থনা করব না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য প্রার্থনা করে।

৩. ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয়ের প্রার্থনা করে। পঞ্চ কি কি?

৪. এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়। তথাগতের পরম জ্ঞান বা বোধিতে আস্থাশীল হয়- 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা বুদ্ধ ভগবান।' সে নীরোগী, সুস্থ, হজমশক্তিসম্পন্ন এবং অত্যাধিক শীতোষ্ণ নহে অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম হয়; সে শঠতাহীন ও অমায়াবী হয় এবং শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে; সে আরব্ধ বীর্য হয়। অকুশল ধর্ম প্রহানের এবং কুশলধর্ম অর্জনের জন্য শক্তিমান দৃঢ়পরাক্রমশালী ও কুশল ধর্মে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। এবং সে প্রজ্ঞাবান, নির্বেদ বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন, এবং সম্যকরূপে দুঃখক্ষয় গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়— 'আমি শ্রদ্ধাবান, তথাগতের বোধিতে আস্থাশীল— 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠ সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি নীরোগী, সুস্থ, হজমশক্তিসম্পন্ন এবং অত্যাধিক শীতোষ্ণ নহে অধিকন্তু মধ্যম শীতোষ্ণে প্রধানক্ষম। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি শঠতাহীন, অমায়াবী এবং শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদের নিকট নিজেকে যথার্থরূপে প্রকাশকারী। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি আরব্ধ বীর্যবান অকুশল ধর্ম প্রহাণের এবং কুশল ধর্ম অর্জনের জন্য শক্তিমান দৃঢ়পরাক্রমশালী ও কুশল ধর্মে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করি। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি প্রজ্ঞাবান, নির্বেদ বিলয় জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের গামিনী আর্যোচিত নির্বেদ জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না?' ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে।"

১ম প্রার্থনা সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয় পত্থনা সুত্তং— দ্বিতীয় প্রার্থনা সূত্র

১৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরাজ্য প্রার্থনা করে। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত হয় ও পবিত্র গর্ভজাত হয়; সপ্ত পিতামহ কাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অধৃষিত, অনিন্দনীয় হয়। সে অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়। সে মাতাপিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; সৈন্যদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয় এবং পণ্ডিত বিজ্ঞান মেধাবী ও অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ভবিষ্যতের উন্নতি কল্পে চিন্তা করতে সক্ষম হয়।

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়— 'আমি মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলেই সুজাত এবং পবিত্র গর্ভজাত; আমার সপ্ত পিতামহ কাল পর্যন্ত জাতিবাদের দ্বারা অধৃষিত ও অনিন্দনীয়। তাহলে কি হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ। তাহলে কি হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি মাতা পিতাদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; তাহলে কি হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি সৈন্যদের নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ। তাহলে কি হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? আমি পণ্ডিত, বিজ্ঞান, মেধাবী এবং অতীত ঘটনা হতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নতির কাজে চিন্তা করতে সক্ষম। তাহলে কি হেতু আমি উপরাজ্য প্রার্থনা করব না? ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ প্রধানরূপে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপরাজ্য প্রার্থনা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদ সমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল মাত্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ, মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টিদ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থানে[১] উত্তমরূপে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আরব্ধ বীর্যবান হয়, অকুশল ধর্ম প্রহাণে এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করে। সে প্রজ্ঞাবান হয়: উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন হয়, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন হয়, .

তার এরূপ চিন্তার উদয় হয় যে 'আমি শীলবান, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করি। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী– যে সকল ধর্ম আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, পর্যবসান কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে; সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ আমার দ্বারা শ্রুত, ধৃত, কণ্ঠস্থ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমার চিত্ত চারিস্মৃতি প্রস্থানে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত তাহলে কি হেতু আমি আস্রব সমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি আরব্ধবীর্যবান, অকুশল ধর্ম প্রহাণে এবং কুশল ধর্ম উৎপাদনের জন্য শক্তিমান, দৃঢ়পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্মসমূহে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে অবস্থান করি। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? আমি প্রজ্ঞাবান, উদয়-ব্যয়গামী জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দুঃখক্ষয়কারী আর্যোচিত নির্বেদ (তীক্ষ্ণ) জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে কি হেতু আমি আস্রবসমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করব না? ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আস্রব সমূহের ক্ষয় প্রার্থনা করে।"

২য় প্রার্থনা সূত্র সমাপ্ত

১। চারি স্মৃতিপ্রস্থান যথা- কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন। এই চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান নিয়ে দেশিত সূত্রটি দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত মহাবর্গে পৃঃ ২৫৩ দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) অপ্পংসুপতি সুত্তং- অল্প নিদ্রাগত সূত্র

১৩৭.১ "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচজন রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে। পঞ্চ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোক পুরুষের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ! পুরুষ স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ! চোর চুরির আকাঙ্ক্ষায় রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ! রাজা রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার দরুণ রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বিসংযোগ বা নির্বাণ লাভের অভিপ্রায়ে রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচজন রাত্রিতে অল্পক্ষণই নিদ্রাগত হয়, বহুক্ষণ বিনিদ্র থাকে।"

অল্প নিদ্রাগত সূত্র সমাপ্ত

(জ) ভত্তাদক সুত্তং-বহুভোজী সূত্র

১৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমন্বিত রাজার হস্তী বহুভোজী, স্থানের অবকাশ পূর্ণ করে (অর্থাৎ) তার বিষ্ঠা ত্যাগ করে, (হস্তী গণনা কালে) হঠাৎ শলাকা (প্রমাণাদি) গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র রাজার হস্তীরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রূপাদির প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমন্বিত রাজার হস্তী বহুভোজী; স্থানের অবকাশ পূর্ণ করে (অর্থাৎ) তার বিষ্ঠা ত্যাগ করে; (হস্তী গণনাকালে) হঠাৎ শলাকা গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র রাজার হস্তীরূপে বিবেচিত হয়।

৩। ঠিক এভাবেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু বহুভোজী, অবকাশ পূর্ণকারী, মঞ্চ-পীঠ মর্দনকারী, শলাকাগ্রাহী (খাদ্য টিকেট গ্রহণকারী) এবং ভিক্ষুরূপে শুধুমাত্র বিবেচিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপাদির প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমন্বিত ভিক্ষু বহুভোজী, অবকাশ পূর্ণকারী, মঞ্চ পীঠ মর্দনকারী, শলাকাগ্রাহী এবং ভিক্ষুরূপে শুধুমাত্র বিবেচিত হয়।"

বহুভোজী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) অক্খম সুত্তং- অক্ষম সূত্র

১৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তী রাজার যোগ্য হয় না, রাজ ভোগ্য হয় না এবং রাজ অংশরূপে বিবেচিত হয় না। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করতঃ হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা পদাতিক সৈন্য দেখে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রূপের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী শব্দের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে হস্তীশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, পদাতিক সৈন্যদের শব্দ, কিংবা ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ শুনতে পেয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী শব্দের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে যে সমস্ত রাজ হস্তী অভিজাত ও বারংবার সংগ্রামে আগমিত তাদের মল-মূত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রসের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার অল্প পরিমাণ ঘাস ও জল পেয়ে বিরক্ত হয়; দুই, তিন, চার, পাঁচবার অল্প পরিমাণ তৃণ ও জল পেয়ে বিরক্ত হয়ে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী রসের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী সংগ্রামে গমন করে যখন একবার ধনুর্দ্ধরের দ্বারা তীর বিদ্ধ হয় এভাবে দুই, তিন, চার ও পাঁচবার ধনুর্দ্ধরের দ্বারা তীর বিদ্ধ হলে সে মনের জোর হারায়, টলিতে টলিতে চলে, একগুঁয়ে হয় না এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজার হস্তী স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার হস্তীর রাজার যোগ্য হয় না, রাজ ভোগ্য হয় না, এবং রাজ অংশরূপে বিবেচিত হয় না।

৫। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয় হয় না, আতিথেয়তার যোগ্য হয় না, দক্ষিণার যোগ্য হয় না, অঞ্জলি করণীয় হয় না এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয় না। পঞ্চ কি কি?

৬। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়, শব্দের প্রতি অক্ষম হয়, গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়, রসের প্রতি অক্ষম হয়, স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৭। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে প্রলোভনকারী রূপের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শব্দের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রোত্রে শব্দ শুনে প্রলোভনকারী শব্দের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শব্দের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে প্রলোভনকারী গন্ধের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গন্ধের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রসের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করে প্রলোভনকারী রসের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রসের প্রতি অক্ষম হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ের প্রতি অক্ষম হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ের দ্বারা স্পর্শ পেয়ে প্রলোভনকারী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়, সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয় না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি অক্ষম হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয় হয় না, আতিথেয়তার যোগ্য হয় না, দক্ষিণার যোগ্য হয় না, অঞ্জলি করণীয় হয় না এবং জগতের মধ্যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র হয় না।

৯। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য, এবং রাজ অংশরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১১। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন পূর্বক হস্তী, অশ্ব, রথ কিংবা পদাতিক সৈন্য দেখে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে হস্তীশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, পদাতিক সৈন্যের শব্দ, কিংবা ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ শুনে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে যে সমস্ত রাজহস্তী অভিজাত, বারংবার যুদ্ধে আগমিত তাদের মল-মূত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার অল্প পরিমাণ তৃণ-জল পেয়ে বিরক্ত হয়; দুই, তিন, চার, পাঁচবার ও অল্প তৃণ ও জল পেয়ে বিরক্ত হলেও মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে একবার ধণুর্ধরের দ্বারা তীর বিদ্ধ হয়; এভাবে দুইবার, তিনবার, চারবার ও পাঁচবার ধণুর্ধরের দ্বারা তীর বিদ্ধ হলেও সে মনের জোর হারায় না, টলিতে টলিতে চলে না, একগুয়ে হয় এবং সংগ্রাম হতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়

১২। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য, এবং রাজ অংশরূপে বিবেচিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানীয়, আতিথেয়তার যোগ্য, দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। পঞ্চ কি কি?

১৪ এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়, স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১৫। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে প্রলোভনকারী রূপের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে, ভিক্ষু রূপের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে প্রলোভনকারী শব্দের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শব্দের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ নিয়ে প্রলোভনকারী গন্ধের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গন্ধের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করে প্রলোভনকারী রসের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রসের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ের দ্বারা স্পর্শ পেয়ে প্রলোভনকারী স্পর্শের প্রতি অনুরক্ত হয় না। সে চিত্তকে সংহত করতে সক্ষম হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্পর্শের প্রতি ধৈর্যশীল হয়।

১৬। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

অষ্টম সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) সোত সুত্তং- শ্রোত্র সূত্র

১৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজ হস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী শ্রোতা, হত্যাকারী, রক্ষক, সহ্যশীল ও গমনকারী হয়।

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী শ্রোতা হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তীকে যথাশীঘ্র হস্তীদমনকারী সারথী কার্য করাতে প্রচেষ্টা করে- তা পূর্বে কৃত বা অকৃত হওয়া সত্ত্বেও সে তা কার্যে পরিনত করে, মনসংযোগ করে এবং সম্পূর্ণ চিত্তকে একীভূত করে কান পেতে শ্রবণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী শ্রোতা হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী হত্যাকারী হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামগত হয়ে হস্তী হত্যা করে, হস্ত্যারোহীকে হত্যা করে, রথ ধ্বংস করে, রথারোহীকেও হত্যা করে, এবং পদাতিক সৈন্যও হত্যা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী হত্যাকারী হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রক্ষক হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন করে নিজ কায়ের পুরোভাগ রক্ষা করে, পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করে, সম্মুখের পদ রক্ষা করে, পশ্চাদ্ ভাগের পদ রক্ষা করে, মস্তক রক্ষা করে, কর্ণ রক্ষা করে, দন্ত রক্ষা করে, শুঁড় রক্ষা করে, লেজ রক্ষা করে এবং আরোহীকেও রক্ষা করে, এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী রক্ষক হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সহ্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সংগ্রামে গমন পূর্বক বর্শার আঘাত, তরোয়ালের আঘাত, তীরের আঘাত, কুঠারাঘাত এবং ভেরী, ঢাক-ঢোল, শাঁখের শব্দ ও গোলমাল সহ্য করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী সহ্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী গমনকারী হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তীকে যথাশীঘ্র আরোহী যে দিকে প্রেরণ করে- সেই দিকে যদি সে পূর্বে গিয়ে থাকে কিংবা না গিয়ে থাকলেও সে তথায় দ্রুত গমন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! রাজহস্তী গমনকারী হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজহস্তী রাজার যোগ্য, রাজভোগ্য এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

৫। ঠিক তদ্রূপই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমন্বাগত ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দাক্ষিণেয়্য, অঞ্জলিকরণীয় এবং জগতে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। পঞ্চ কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রোতা, হত্যাকারী, রক্ষক, সহ্যশীল এবং গমনকারী হয়।

৭। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রোতা হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু তথাগত কর্তৃক ঘোষিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকালে তা কার্যে পরিণত করে, মনসংযোগ করে এবং সম্পূর্ণ চিত্তকে একীভূত করে কান পেতে শ্রবণ করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রোতা হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু হত্যাকারী হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু উৎপন্ন কাম বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। উৎপন্ন ব্যাপাদ বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। উৎপন্ন বিহিংসা বিতর্কে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। সে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মে অবস্থান করে না, তা পরিত্যাগ করে, অপনোদন (বা হত্যা) করে, অপসৃত করে এবং তৎসমস্তের চরম নিবৃত্তি সাধিত করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু হত্যাকারী হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রক্ষক হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে চক্ষু ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে চক্ষু ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে নিমিত্ত গ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কর্ণ ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে কর্ণ ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কর্ণ ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে নাসিকা ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে নাসিকা ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং নাসিকা ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে জিহ্বা ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে জিহ্বা ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং জিহ্বা ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না। যে কারণে কায় ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে কায় ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং কায় ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। সে মন দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হয়ে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হয় না, যে কারণে মন ইন্দ্রিয় অসংযত বিহারীর অভিধ্যা, দৌর্মনস্যাদি পাপ অকুশল ধর্ম অনুস্রাবিত হয়; সে তা সংযমের নিমিত্ত উপায় অনুসরণ করে। সে মন ইন্দ্রিয় রক্ষা করে এবং মন ইন্দ্রিয়ে সংযত হয়। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রক্ষক হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সহ্যশীল হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসা, ডাঁশ-মশক, বাতাস, তাপ, সরীসৃপাদির সংস্পর্শে সহ্যশীল হয়। সে দুর্বাক্য, অসদ্ভাষণ এবং উৎপন্ন শারীরিক তীব্র, তীক্ষ্ণ, নিদারুণ পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হরণকারী দুঃখ বেদনা সহিষ্ণু প্রকৃতির ব্যক্তি হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সহ্যশীল হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমনকারী হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে দিকে পূর্বে যায় নি কিন্তু সেই দীর্ঘ ভ্রমণের দ্বারা সর্বসংস্কারের শান্তি, সর্ব উপধির (পুনর্জন্মের মূল) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ, নিরোধ এবং নির্বাণ লাভ হয় সেখানে দ্রুত গমন করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমনকারী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বানযোগ্য, আতিথেয়তার যোগ্য, দাক্ষিণেয়, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

শ্রোত্র সূত্র সমাপ্ত

রাজবর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারকগাথা

চক্রানুবর্তন দ্বে, ধর্মরাজ আর চতুর্দিক সূত্র;
প্রার্থনা দ্বে, অল্পনিদ্রাগত আর ভক্তভোজী সূত্র,
অক্ষম, শ্রোত্র সহ দশে বর্গ সমাপ্তিত॥

(১৫) ৫. ত্রিকণ্টকী বর্গ

(ক) অবজানাতি সুত্তং- অবজ্ঞা সূত্র

১৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার পুদ্গল জগতে বিদ্যমান। পঞ্চ কি কি?

২। দান দিয়ে ঘৃণা করে, সহ অবস্থান হেতু ঘৃণা করে, গ্রহণীয় মুখ হয়, টলায়মান হয় এবং মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

৩। কিরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল প্রদান করে ঘৃণা করে?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি (বা পুদ্গল) অন্য ব্যক্তিকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য-পরিস্কার দেয়। তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়- 'আমি প্রদান করি আর এই ব্যক্তি প্রতিগ্রহণ করে!' তাই সে প্রদান করে তাকে ঘৃণা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল প্রদান করে ঘৃণা করে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল সহঅবস্থানের দ্বারা ঘৃণা করে?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে দুই অথবা তিন বৎসর সহঅবস্থান করে। তাই সে তাকে সহ অবস্থান হেতু ঘৃণা করে। এরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল সহ-অবস্থানের দরুণ ঘৃণা করে।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল গ্রহণীয় মুখ হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল অপরের দোষ-গুণ ভাষণ কালে সহসা তাতে অনুরক্ত হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ব্যক্তি গ্রহণীয় মুখ হয়।

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! পুদ্গল টলায়মান হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন ব্যক্তি অল্প শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, অল্প ভক্তিসম্পন্ন হয় এবং অল্প প্রসাদসম্পন্ন হয়। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ব্যক্তি টলায়মান হয়

কিরূপে, ভিক্ষুগণ! ব্যক্তি মূর্খ ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন হয়?

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন ব্যক্তি কুশল-অকুশল ধর্ম জানে না, নিন্দনীয়-অনিন্দনীয় ধর্ম জানে না, হীন-প্রণীত ধর্ম জানে না, কৃষ্ণ-শুক্লানুরূপ ধর্মও জানে না। এরূপে, ভিক্ষুগণ! ব্যক্তি বা পুদ্গল মূর্খ ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ পুদ্গল বা ব্যক্তি জগতে বিদ্যমান।"

অবজ্ঞা সূত্র সমাপ্ত

(খ) আরভতি সুত্তং- অপরাধ করা সূত্র

১৪২.১ "হে ভিক্ষুগণ! জগতে পাঁচ প্রকার পুদ্গল বিদ্যমান। পাঁচ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল অপরাধ করে এবং (তজ্জন্য) তীব্র অনুতপ্ত হয়। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন পুদ্গল অপরাধ করে কিন্তু অনুতপ্ত হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল অপরাধ করে না কিন্তু অনুতপ্ত হয়, যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতপ্তও হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না।

এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতপ্তও হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে।

৩। ভিক্ষুগণ! তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে এবং তীব্র অনুতপ্ত হয়, যাতে উৎপন্ন পাপ পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্ত বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলার উচিত যে- 'আয়ুষ্মানের অপরাধ জনিত আস্রবসমূহ বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপ জনিত আস্রবাদিও প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে। সত্যিই, হে আয়ুষ্মান! তা উত্তম হয় যদি 'অপরাধ জনিত আস্রবাদি ত্যাগ করে এবং অনুতাপ জনিত আস্রবাদি দূরীভূত করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গলের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ! তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে কিন্তু অনুতপ্ত হয় না। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলা উচিত যে- 'আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আস্রবাদি বিদ্যমান আছে এবং অনুতাপ জনিত আস্রবাদি প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে না। সত্যিই, আয়ুষ্মান! তা উত্তম হয় যদি অপরাধ জনিত আস্রবাদি ত্যাগ করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গলের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ! তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে না কিন্তু অনুতপ্ত হয়। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ উচিত যে- 'আয়ুষ্মানের অপরাধ জনিত আস্রবাদি বিদ্যমান নাই কিন্তু অনুতাপ জনিত আস্রব সমূহ প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে। সত্যিই, আয়ুষ্মান! তা উত্তম হয় যদি অনুতাপ জনিত আস্রবাদি দূরীভূত করে চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গলের সহিত সদৃশ হবে।'

ভিক্ষুগণ! তথায় যে পুদ্গল অপরাধ করে না এবং অনুতাপ করে না। যাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম অপরিশেষে নিরুদ্ধ হয় সেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি যথাযথভাবে জানে না। তাকে এরূপ বলা উচিত যে- 'আয়ুষ্মানের অপরাধজনিত আস্রবসমূহ বিদ্যমান নাই এবং অনুতাপজনিত আস্রবাদিও প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে না। সত্যিই, আয়ুষ্মান! তা উত্তম হয় যদি চিত্ত ও প্রজ্ঞানুশীলন করেন। এরূপে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুদ্গলের সহিত সদৃশ হবে।'

৪। এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই সরজন ব্যক্তি অমুক পঞ্চম ব্যক্তির মাধ্যমে উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হয়ে অনুক্রমে আস্রবাদির ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।"

অপরাধ করা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) সারন্দদ সুত্তং- সারন্দদ সূত্র

১৪৩.১। একসময় ভগবান বৈশালীর সন্নিকটস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে বৈশালীতে পিণ্ডচারণের জন্য প্রবিষ্ট হলেন। সেই সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবী সারন্দদ চৈত্যে[১] একত্রিত হওতঃ উপবিষ্ট হলে এইরূপ আলাপ আলোচনার উৎপন্ন হলো- 'জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। পঞ্চ কি কি? যথা- হস্তীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, অশ্ব রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, মণিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, স্ত্রী রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ এবং গৃহপতি রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।'

২। অনন্তর সেই লিচ্ছবীরা পথিমধ্যে একজন ব্যক্তি স্থাপন করে বলল- "ওহে ব্যক্তি! তুমি ভগবানকে আগমনরত দেখলে আমাদেরকে জ্ঞাপন করিও।" সেই পুরুষ ভগবানকে দূর হতে আগমনরত দেখলেন। দেখার পর যেখানে সেই লিচ্ছবীগণ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন- "মহাশয়গণ! সেই ভগবান অরহত্, সম্যক সম্বুদ্ধ গমন করছেন। এখন আপনারা যথা সময় মনে করেন।"

৩। অতঃপর সেই লিচ্ছবীরা যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে স্থিত হলেন। একপাশে স্থিত সেই লিচ্ছবীরা ভগবানকে এরূপ বললেন- "ভন্তে! সত্যিই তা উত্তম হয় যদি ভগবান অনুকম্পাপূর্বক সারন্দদ চৈত্যে গমন করেন।" ভগবান মৌনাবলম্বন পূর্বক সম্মত হলেন। অনন্তর, ভগবান যেখানে সারন্দদ চৈত্য সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন-

৪। "হে লিচ্ছবীগণ! এস্থলে তোমরা উপবিষ্ট হয়ে এইমাত্র কোন বিষয়ে কথা বলছিলে? আমি আসায় তোমাদের কোন কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে?"

৫। "এক্ষেত্রে, ভন্তে! আমরা একত্রিত হওতঃ উপবিষ্ট হলে এরূপ কথার সূত্রপাত হলো- 'জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। পঞ্চ কি কি? যথা- হস্তীরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, অশ্ব রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, মণিরত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, স্ত্রী রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ এবং গৃহপতি রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ। এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ।'

১। **সারন্দদ চৈত্য-** বুদ্ধ পূর্ব যুগে এই চৈত্যটি বৈশালিতে পূজার নিমিত্তে তৈরী করা হয়েছিল এবং উৎসর্গীত হয় সারন্দদ নামক যক্ষকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু পরবর্তীতে ইহার পাশে বুদ্ধ ও সংঘের জন্য বিহার নির্মিত হয়েছিল।- D.ii.75.102; Ud.vi.1; DA.ii.521; Ud A.323; AA.ii.701.

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। "সে জন্যই, ওহে বজ্জিগণ! কামে অনুরক্ত লিচ্ছবীগণের মধ্যে কাম সম্বন্ধীয় কথাই উৎপন্ন হয়েছিল। লিচ্ছবীগণ! পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, পঞ্চ কি কি? যথা- তথাগত, অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ, তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনাকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম বিনয় দেশনাকারী বিজ্ঞাত ব্যক্তি জগতে দুর্লভ, তথাগত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম বিনয় দেশনাকারী বিজ্ঞাত ও ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ব্যক্তি জগতে দুর্লভ এবং কৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকারকারী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। লিচ্ছবীগণ! এই পাঁচ প্রকার রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ।"

সারন্দদ সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) তিকন্টকী সুত্তং- ত্রিকন্টকী সূত্র

১৪৪.১। একসময় ভগবান সাকেতের[1] নিকটস্থ ত্রিকন্টকীবনে[2] অবস্থান করছিলেন. তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বললেন-

২। "হে ভিক্ষুগণ! তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে অপ্রতিকূল (আনন্দকের) প্রতি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে প্রতিকূলের প্রতি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তা-ও উত্তম হয় যদি ভিক্ষু সময়ে সময়ে অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তা উত্তম হয় যদি ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তৎ উভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে।

৩. ভিক্ষুগণ! কোন অর্থবশে কোন কারণে ভিক্ষু অপ্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?

---

১ সাকেত- ইহা কোশল রাজ্যের অন্তর্গত এক নগরী। বুদ্ধের সময়ে ভারতে ছয়টি সুপ্রসিদ্ধ নগরীর মধ্যে এইটি অন্যতম। অন্য পাঁচটি নগরী হচ্ছে- চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী ও বারাণসী। সম্ভবতঃ ইহা কোশল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল। নন্দিয় মিগ জাতকে (জাতক, ৩য় খণ্ড, ২৭০ পৃঃ) এর উল্লেখ আছে।

২. ত্রিকন্টকী বন- সাকেতের অন্তর্গত কুঞ্জবন। প্রকৃতপক্ষে কন্টকী বনের সাথে এই বনের পার্থক্য নাই। এই দুইটি বনই অভিন্ন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ (আসক্তি) উৎপন্ন না হউক!'- ভিক্ষুগণ! এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ! কোন অর্থবশে কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?

'দোষণীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক!' ভিক্ষুগণ! এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ! কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?

'প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ উৎপন্ন না হউক এবং দোষণীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক।' ভিক্ষুগণ! এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু অপ্রতিকূল ও প্রতিকূলে প্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে

ভিক্ষুগণ! কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?

'দোষণীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক এবং প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ উৎপন্ন না হউক।' ভিক্ষুগণ! এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

ভিক্ষুগণ! কোন অর্থবশে, কোন কারণে ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তদুভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে?

'কোথাও, যে কোন স্থানে, কিঞ্চিৎমাত্র প্রলোভনকারী ধর্মাদিতে আমার রাগ উৎপন্ন না হউক; এবং কোথাও, যে কোন স্থানে কিঞ্চিৎমাত্র দোষণীয় ধর্মাদিতে আমার দ্বেষ উৎপন্ন না হউক; এবং কোথাও যে কোন স্থানে কিঞ্চিৎমাত্র মোহনীয় ধর্মাদিতে আমার মোহ উৎপন্ন না হউক!'- ভিক্ষুগণ! এই অর্থবশে, এই কারণেই ভিক্ষু প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল তদুভয়ই পরিত্যাগ করে উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করে।"

ত্রিকণ্টকী সূত্র সমাপ্ত

(৬) নিরয সুত্তং- নিরয় সূত্র

১৪৫. ১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (জন) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

২. প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত গ্রহণকারী হয়, মিথ্যা কামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরা-মদ্য সেবনকারী হয়, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (জন) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) নিঃসন্দেহে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সুরা-মেরেয়-মদ্য গ্রহণ হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ (ভিক্ষু) নিঃসন্দেহে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।"

নিরয় সূত্র সমাপ্ত

(চ) মিত্ত সুত্তং- মিত্র সূত্র

১৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি?

২। সে সরেজমিনে কর্ম করে, অভিযোগ গ্রহণ করে, বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বিরুদ্ধ হয়, উদ্দেশ্যবিহীন দীর্ঘ ভ্রমণে অবস্থান করে, এবং সময়ে সময়ে অন্য কাকেও ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার অযোগ্য।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য। পঞ্চ কি কি?

৪। সে সরেজমিনে কর্ম করে না, অভিযোগ মীমাংসায় রত থাকে না, বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বিরুদ্ধ হয় না, উদ্দেশ্যবিহীন দীর্ঘ ভ্রমণে অবস্থান করে না, এবং সময়ে সময়ে ধর্মকথার দ্বারা অন্য কাকে বর্ণনা করতে প্ররোচিত করতে, সমুত্তেজিত করতে এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু মিত্র হওয়ার যোগ্য।"

মিত্র সূত্র সমাপ্ত

(ছ) অসপ্পুরিস দান সুত্তং- অসৎপুরুষ দান সূত্র

১৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। কি কি?

২। অসুন্দররূপে দান দেয়, মন হতে (বা গৌরব করে) দান দেয় না, নিজ হস্তে দেয় না, উচ্ছিষ্ট দেয়, এবং কর্মফল বিশ্বাস না করে দান দেয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে অসৎপুরুষ দান।

৩। ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। পাঁচ কি কি?

৪। সুন্দররূপে দান দেয়, মন হতে দান দেয়, নিজ হস্তে দান দেয়, অনুচ্ছিষ্ট দেয় এবং কর্মফল বিশ্বাস করে দান দেয়। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সৎপুরুষ দান।"

অসৎপুরুষ দান সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) সপ্পুরিসদান সুত্তং- সৎপুরুষ দান সূত্র

১৪৮. "হে ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ দান পাঁচ প্রকার। পাঁচ কি কি?

২। যথা- শ্রদ্ধা করে দান দেয়, সুন্দররূপে দান দেয়, যথাসময়ে দান দেয়, অনুগৃহীত চিত্তে দান দেয় এবং আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে দান দেয়।

৩। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধায় দান দিলে যে কোন স্থানেই সেই দানের পূর্ণ বিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী, অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক হয় এবং পরম বর্ণ সৌন্দর্যতায় সমৃদ্ধ হয়।

ভিক্ষুগণ! সুন্দররূপে দান দিলে যে কোন স্থানেই সেই দানের পূর্ণ বিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। তার যে সমস্ত পুত্র, স্ত্রী, দাস পেস্য ও কর্মকার আছে তারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করে তৎপ্রতি পরিশ্রমী হয়। কান পেতে শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাকে সাহায্য করে।

ভিক্ষুগণ! যথাসময়ে দান দিলে যে কোন স্থানেই সেই দানের পূর্ণ বিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। এবং বিপুল ধনসম্পদ যথা সময়ে আগত হয়।

ভিক্ষুগণ! অনুগৃহীত চিত্তে দান দিলে যে কোন স্থানেই সেই দানের পূর্ণ বিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয় এবং বিপুল পঞ্চ কামগুণাদি ভোগে তার চিত্ত নমিত হয়।

ভিক্ষুগণ! আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে দান করার দরুণ যে কোন স্থানেই সেই দানের পূর্ণ বিপাক উদ্ভূত হয়। সে আঢ্য হয়, মহাধনী, মহাভোগী হয়। এবং অগ্নি-জল, রাজা-চোর ও অপ্রিয় উত্তরাধিকারীর দ্বারা তার ভোগ্য-সম্পত্তাদির অন্য কোন প্রকার উপঘাত (বা ক্ষতি) হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে সৎপুরুষ দান।"

সৎপুরুষ দান সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) পঠম সময়বিমুত্ত সুত্তং- ১ম সময় বিমুক্ত সূত্র

১৪৯. ১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত (বা সাময়িক বিমুক্ত) ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (বা চালিত) হয়। পঞ্চ কি কি?

২। কর্মপ্রিয়তা, বাক্যে আলাপে আসক্তি, নিদ্রা প্রিয়তা, সামাজিক সঙ্গানন্দতা এবং যথা বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ না করা। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানির জন্য চালিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. কর্ম প্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রা প্রিয় না হওয়া, সামাজিক সঙ্গানন্দ না হওয়া এবং যথা বিমুক্ত চিত্ত প্রত্যবেক্ষণ করা। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।"

১ম সময় বিমুক্ত সূত্র সমাপ্ত

(এও) দুতিয সময বিমুত্ত সুত্তং- ২য় সময় বিমুক্ত সূত্র

১৫০.১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত (বা সাময়িক বিমুক্ত) ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (বা সাধিত) হয়। পঞ্চ কি কি?

২. কর্মপ্রিয়তা, বাজে-আলাপে আসক্তি, নিদ্রাপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ে অগুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে অমাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।

৩. ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। কর্মপ্রিয় না হওয়া, বাজে আলাপে অনাসক্তি, নিদ্রাপ্রিয় না হওয়া, ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতা এবং ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম সময় বিমুক্ত ভিক্ষুর অপরিহানির জন্য সংবর্তিত হয়।"

২য় সময় বিমুক্ত সূত্র সমাপ্ত

ত্রিকণ্টকী বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং— স্মারকগাথা

অবজ্ঞা, অপরাধ, সংবন্দন ও ত্রিকণ্টকী সূত্র;
নিরয়, মিত্র, অসৎ-সৎ পুরুষ দুই হলো বিবৃত,
সময় বিমুক্ত দুই সূত্র বর্গ হলো সমাপিত।

তৃতীয় পঞ্চাশক সমাপ্ত

******

****

****

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. চতুর্থ পঞ্চাশক

(১৬). ১ সদ্ধর্ম বর্গ

(ক) পঠম সম্মত্তনিযাম সুত্তং– প্রথম সম্যক পথ সূত্র

১৫১.১ : "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কি কি?

২. সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে, কথিক বা আলোচনাকারীকে অবজ্ঞা করে, নিজেকে অবজ্ঞা করে, বিক্ষিপ্ত চিত্তে ও একাগ্রতাহীন চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে এবং যথাযথরূপে তা বিবেচনা করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অসক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যক পথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কি কি?

৪. হে ভিক্ষুগণ! সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে না, কথিককে অবজ্ঞা করে না, নিজেকে অবজ্ঞা করে না, অবিক্ষিপ্ত ও একাগ্র চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে এবং যথাযথরূপে বিবেচনা করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

১ম সম্যক পথ সূত্র সমাপ্ত

(খ) দুতিয় সম্মত্তনিযাম সুত্তং– দ্বিতীয় সম্যকপথ সূত্র

১৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কি কি?

২। সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে; কথিক বা আলোচনাকারীকে অবজ্ঞা করে; নিজেকে অবজ্ঞা করে; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূঢ় ও স্থূলবুদ্ধি হয় এবং অজ্ঞাত হয়েও জ্ঞাতাভিমানী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কি কি?

৪। সে অবজ্ঞাচ্ছলে কথা বলে না; কথিককে অবজ্ঞা করে না; নিজেকে অবজ্ঞা করে না; প্রজ্ঞাবান, অমূঢ় ও বুদ্ধিমান হয় এবং অজ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতাভিমানী হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

২য় সম্যকপথ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) ততিয সদ্ধম্মনিযাম সুত্তং- তৃতীয় সম্যকপথ সূত্র

১৫৩। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অক্ষম। পঞ্চ কি কি?

২। ম্রক্ষ ম্রক্ষে পর্যুত্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে; ছিদ্রান্বেষণ ও ছিদ্রান্বেষণপূর্ণ চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে; ধর্মদেশনা কালে তার চিত্ত আহত ও নিরস হয়; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূঢ় ও স্থুলবুদ্ধি হয় এবং অজ্ঞাত হয়েও জ্ঞাতাভিমানী হয়। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে অক্ষম।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে সক্ষম। পঞ্চ কি কি?

৪। অম্রক্ষী ম্রক্ষে পর্যুত্থিত না হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে; অছিদ্রান্বেষণ ও অছিদ্রান্বেষণপূর্ণ চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে; ধর্মদেশনা কালে তার চিত্ত আহত ও নিরস হয় না; সে প্রজ্ঞাবান, অমূঢ় ও বুদ্ধিমান হয় এবং অজ্ঞাত হয়ে জ্ঞাতাভিমানী হয় না। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ (ব্যক্তি) সদ্ধর্ম শ্রবণকালেও কুশল ধর্মাদির সম্যকপথে প্রবেশ করতে সক্ষম।"

৩য় সম্যকপথ সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) পঠম সদ্ধম্মসম্মোস সুত্তং- ১ম সদ্ধর্মসম্মোহ সূত্র

১৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম শ্রবণ করে না; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম শিক্ষা করে না; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম ধারণ করে না; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধৃত ধর্মের অর্থ সযত্নে পরীক্ষা করে না এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম শ্রবণ করে; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম ধারণ করে; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধৃত ধর্মের অর্থ সযত্নে পরীক্ষা করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অর্থ জ্ঞাত হয়ে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।"

১ম সদ্ধর্ম সম্মোহ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) দুতিয সদ্ধম্মসম্মোস সুত্তং– দ্বিতীয় সদ্ধর্ম সম্মোহ সুত্র

১৫৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সম্মোহ, ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে না। যথা- সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম এবং বেদল্য। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে না, বিচার করে না এবং মনোযোগের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ ভিক্ষুরা ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করে। যথা- সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম এবং বেদল্য। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট দেশনা করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথানুরূপ শ্রুত এবং পরিয়ত্তি ধর্ম বিস্তারিতভাবে অপরের নিকট বলে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথাশ্রুত, যথাপর্যাপ্ত ধর্ম বিস্তারিতভাবে স্বাধ্যায় করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা যথাশ্রুত এবং পরিযাপ্ত ধর্ম মনোযোগের সাথে চিন্তা করে, বিচার করে এবং মনোযোগের দ্বারা সাবধানে বিবেচনা করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।"

২য় সদ্ধর্ম সম্মোহ সূত্র সমাপ্ত

(চ) তৃতিয় সদ্ধম্ম সম্মোহ সুত্তং- তৃতীয় সদ্ধর্ম সম্মোহ সূত্র

১৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা দুর্নিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জন হতে দুর্গৃহীত সূত্রাদি শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! দুর্নিক্ষিপ্ত পদব্যঞ্জনের অর্থও ভ্রান্ত হয়, ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা দুর্বচভাষী হয়, অবিনয়ী ধর্মে সমৃদ্ধ হয়, সহ্যশক্তিহীন হয় এবং অনুশাসন (শিক্ষা) গ্রহণে অনিপুণ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষুরা বহুশ্রুত, স্মৃতিধর (আগতাগম), ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশাদি অপরের নিকট বলে না। তাদের মৃত্যুর পর সূত্রসমূহ ছিন্নমূল ও অরক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হয়, নীতিহীন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী হয়। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করে না। তাদের পরবর্তী জনেরাও ভ্রান্ত দর্শনের দরুণ একই পথে প্রবিষ্ট হয়। তারাও বিলাসী হয়, নীতিহীন, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক, প্রবিবেক ধুর ত্যাগকারী হয়। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ (প্রচেষ্টা) করে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘ ভিন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! সংঘ ভিন্ন হওয়ার দরুণ একে অপরকে আক্রোশ করে, পরিভাষণ বা নিন্দা করে, অবরোধ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করে। সেহেতু, অপ্রসন্নরা প্রসাদিত হয় না এবং প্রসন্নদের কারও কারও মনে বিপরীতভাব উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের সম্মোহ ও অন্তর্ধানের জন্য সংবর্তিত হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্ম সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। পঞ্চ কি কি?

৫। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা সুনিশ্চিত পদব্যঞ্জন হতে সুগৃহীত সূত্রাদি শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সুনিশ্চিত পদব্যঞ্জনের অর্থও নির্ভুল হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুরা সুবাধ্যকারী হয়, বিনয়ী ধর্মে সমৃদ্ধ হয়, সহনশীল হয় এবং অনুশাসন গ্রহণে নিপুণ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহের জন্য এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যে সকল ভিক্ষুরা বহুশ্রুত, সূত্রধর, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর; তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূত্রাদি অপরের নিকট বাচন করে। তাদের অনুপস্থিতিতে সূত্রাদি ছিন্নমূল ও অরক্ষিত হয় না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! স্থবির ভিক্ষুরা বিলাসী হয় না, নীতিবান হয়, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক হয় না এবং প্রবিবেক ধুর ত্যাগ করে না। তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে। তাদের পরবর্তী জনেরাও অনুরূপ দর্শন হেতু একই পথে প্রবিষ্ট হয়। তারাও বিলাসী হয় না, নীতিবান হয়, নীতি স্খলনের প্রস্তাবক হয় না এবং প্রবিবেক ধুর ত্যাগ করে না, তারা অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য অনধিগত বিষয় অধিগতের জন্য এবং অনুপলব্ধ বিষয় উপলব্ধির জন্য বীর্যারম্ভ করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘ একতাবদ্ধ হয়। প্রীতি সম্ভাষণে রত হয়। একই শিক্ষানুসারী হয়ে সুখে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! সংঘের একতার দরুণ একে অপরকে আক্রোশ করে না, পরিভাষণ করে না, অবরোধ করে না এবং পরস্পরকে পরিত্যাগও করে না। সেহেতু অপ্রসন্নেরা প্রসাদিত হয় এবং প্রসন্নগণও অত্যধিক প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম যা সদ্ধর্মের স্থিতি, অসম্মোহ এবং অন্তর্ধান না হওয়ার জন্য সংবর্তিত হয়।"

৩য় সদ্ধর্ম সম্মোহ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) দুক্কথা সুত্তং— অপালাপ সূত্র

১৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা কথা, দুঃশীলের শীলকথা, অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা, মৎসরী বা কৃপণের ত্যাগ কথা এবং দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা অপালাপ হয় (অপালাপ রূপে প্রতীয়মান হয়)।

৩। কিজন্য, ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধাকথা অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়? ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাহীন শ্রদ্ধাকথা বলার সময় রাগান্বিত হয়। কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শ্রদ্ধাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধাকথা অপালাপ হয়।

কিজন্য ভিক্ষুগণ! দুঃশীলের শীলকথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! দুঃশীল শীলকথা বলার সময় রাগান্বিত হয়। কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শীল সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, দুঃশীলের শীলকথা অপালাপ হয়।

কিজন্য ভিক্ষুগণ! অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! অল্পশ্রুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয়। কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শ্রুত সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, অল্পশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা অপালাপ হয়।

কিজন্য ভিক্ষুগণ! মৎসরীর ত্যাগ পূর্ণ কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

হে ভিক্ষুগণ! মৎসরী ত্যাগ পূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয়। কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অনমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে ত্যাগ সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, মৎসরীর ত্যাগ পূর্ণ কথা অপালাপ হয়।

কিজন্য ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা বলার সময় অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! দুষ্প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞা কথা বলার সময় রাগান্বিত হয়। কুপিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, অদমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে প্রজ্ঞা সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে না। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, দুষ্প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা অপালাপ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা-অপালাপরূপে প্রতীয়মান হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা-সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়। পঞ্চ কি কি?

৬। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা কথা, সুশীলের শীলকথা, বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা, বদান্যের ত্যাগ কথা এবং প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা সুআলাপ হয় (সুআলাপ রূপে প্রতীয়মান হয়)।

৭। কিজন্য, ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা কথা সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাকথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, দমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শ্রদ্ধাসম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাকথা সুআলাপ হয়।

কিজন্য, ভিক্ষুগণ! সুশীলের শীলকথা বলার সময় সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! সুশীল শীলকথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, দমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শীল সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, সুশীলের শীলকথা সুআলাপ হয়।

কিজন্য ভিক্ষুগণ! বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! বহুশ্রুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না, কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, দমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে শ্রুত সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে না। তদ্ধেতু, বহুশ্রুতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা সুআলাপ হয়।

কিজন্য হে ভিক্ষুগণ! বদান্যের ত্যাগ পূর্ণ কথা বলার সময় সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! বদান্যজন ত্যাগ পূর্ণকথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না। কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, দমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে ত্যাগ সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সে জন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। তদ্ধেতু, বদান্যের ত্যাগ পূর্ণ কথা সুআলাপ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিজন্য ভিক্ষুগণ! প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা বলার সময় সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়?

ভিক্ষুগণ! প্রাজ্ঞজন পর্যালোচিত কথা বলার সময় রাগান্বিত হয় না। কুপিত হয় না, বিক্ষুব্ধ হয় না, নমনীয় হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও অসহায়তা প্রকাশ করে না। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সে প্রজ্ঞা সম্পদ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সেজন্য প্রীতি-পরমানন্দও লাভ করে। অতএব, প্রাজ্ঞের প্রজ্ঞা কথা সুআলাপ হয়।

৮। ভিক্ষুগণ! উপযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে আনীত হলে এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির কথা-সুআলাপরূপে প্রতীয়মান হয়।"

অপালাপ সূত্র সমাপ্ত

(জ) সারজ্জ সুত্তং- দৌর্মনস্য সূত্র

১৫৮। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন হয়, দুঃশীল, অল্পশ্রুত, হীনবীর্য এবং দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান, বহুশ্রুত, আরব্ধবীর্য এবং প্রজ্ঞাবান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু বিশারদ হয়।"

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) উদায়ী সুত্তং- উদায়ী সূত্র

১৫৯.১। আমি এরূপ শুনেছি- এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ উদায়ীকে[১] মহতী গৃহী পরিষদের দ্বারা পরিবৃত হওতঃ ধর্ম দেশনায় রত হয়ে উপবিষ্ট দেখলেন। দেখে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হওতঃ ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন- "ভন্তে! আয়ুষ্মান উদায়ী মহতী গৃহী পরিষদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ধর্ম দেশনা করছেন।"

২। "হে আনন্দ! অপরকে ধর্ম দেশনা করা সহজ সাধ্য নহে। আনন্দ! অপরকে ধর্মদেশনাকালে পাঁচটি ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করেই অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত। পঞ্চ কি কি?

১। উদায়ী- উদায়ী নাম ধারী আরও কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু রয়েছেন। অর্থকথাও এই বিষয়ে নিশ্চুপ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। 'আনুপূর্বিক কথা বলব'— এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'অর্থের কারণদর্শী কথা বলব'— এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত
'অনুকম্পা পূর্বক কথা বলব'— এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'নিঃস্বার্থ পূর্ণ কথা বলব'— এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।
'আত্ম ও পরকে মর্মাঘাত না দিয়ে কথা বলব'— এরূপে অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত। আনন্দ! সত্যিই অপরকে ধর্মদেশনা করা সহজ নয়।

৪। আনন্দ! অপরকে ধর্মদেশনাকালে এই পঞ্চবিধ ধর্ম নিজের মধ্যে উপস্থাপিত করেই অপরকে ধর্মদেশনা করা উচিত।"

উদায়ী সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) দুপ্পটিবিনোদয সুত্তং— দুর্দমনীয় সূত্র

১৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ উৎপন্ন বিষয় দমন করা দুরূহ। পঞ্চ কি কি?

২। উৎপন্ন রাগ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন দ্বেষ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন মোহ দমন করা দুরূহ, উৎপন্ন প্রতিভা দমন করা দুরূহ এবং ভ্রমণ চিত্ত দমন করা দুরূহ। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার উৎপন্ন বিষয় দমন করা দুরূহ।"

দুর্দমনীয় সূত্র সমাপ্ত

সদ্ধর্ম বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং— স্মারক গাথা

তিন সম্যকপথ, আর সদ্ধর্ম সম্মোহ ত্রয়ী;
অপালাপ, দৌর্মনস্য আর সূত্র উদায়ী,
দুর্দমনীয় সহ দশসূত্র হলো উল্লেখিত;
সদ্ধর্ম বর্গ তায় হলো সমাপ্ত।

(১৭)২. আঘাত বর্গ

(ক) পঠম আঘাত পটিবিনয সুত্তং- প্রথম আঘাত অপসারণ সূত্র

১৬১.১ "হে ভিক্ষুগণ! আঘাত অপসৃত করার জন্য পঞ্চবিধ উপায় আছে যদ্দ্বারা ভিক্ষুর উৎপন্ন আঘাত সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা উচিত। পঞ্চ কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয় তাহলে সেই ব্যক্তির মৈত্রী অনুশীলন করা উচিত এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয় তাহলে সেই ব্যক্তির করুণা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হলে সেই ব্যক্তির মুদিতা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয় তাহলে সেই ব্যক্তির উপেক্ষা অনুশীলন করা উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হয় তাহলে সেই ব্যক্তির তৎ বিষয়ে অস্মৃতি-অমনস্কারে আবিষ্ট হওয়া উচিত। এরূপে তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! যদি কোন পুদ্গলের নিকট আঘাত উৎপন্ন হলে সেই ব্যক্তির কর্মের স্বকীয়তার প্রতি মনোযোগ স্থাপন করা উচিত। যথা— 'এই আয়ুষ্মান স্বকীয় কর্মাধীন, স্ব-কর্মই পরিণতির জন্য দায়ী; কর্মই আদি কারণ (যোনি), কর্মই বন্ধু, কর্মই প্রতিশরণ, যে কল্যাণ বা পাপ সেই কর্মই করবে সে তারই উত্তরাধিকারী হবে।' এরূপে, তার মধ্যে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত। ভিক্ষুগণ! আঘাত অপসৃত করার জন্য এই পঞ্চবিধ উপায় আছে।"

১ম আঘাত অপসারণ সূত্র সমাপ্ত

(২) দুতিয আঘাত পটিবিনয সুত্তং- দ্বিতীয় আঘাত অপসারণ সূত্র

১৬২.১। তথায় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের 'আবুসো ভিক্ষুগণ!' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'— বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র এরূপ বললেন—

২। হে আবুসোগণ! আঘাত অপসৃত করার জন্য পাঁচ প্রকার উপায় আছে। পঞ্চ কি কি?

৩। এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! কোন কোন পুদ্গল কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ। এরূপে, আবুসোগণ! সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! কোন কোন পুদ্গল বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ। এরূপে, আবুসোগণ! সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! কোন কোন পুদ্গল কায়িক দিকে ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ হয়। কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসন্নতার লাভ করে। এরূপে, আবুসোগণ! সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! কোন কোন পুদ্গল কায়িক দিকে ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ হয়। এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসন্নতার লাভ করে না। এরূপে, আবুসোগণ! সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! কোন কোন পুদ্গল কায়িকদিকে ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ হয় এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসন্নতারও লাভ করে। এরূপে, আবুসোগণ! সেই ব্যক্তির উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত।

৪। তথায়, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ! পাংশুকূলিক ভিক্ষু পথিমধ্যে জীর্ণবস্ত্র দেখে তা বাম পায়ের দ্বারা চেপে ধরে ডান পায়ের মাধ্যমে বিস্তার করে। তাতে যা ব্যবহারের যোগ্য তা সে গ্রহণ করে প্রস্থান করে। ঠিক এরূপেই, আবুসোগণ! যে ব্যক্তি কায়িক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কায়িক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ তার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে সেই পুদ্গলের আঘাত অপসৃত করা উচিত। তথায়, আবুসোগণ! যে পুদ্গল বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ! শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে আবৃত পুষ্করিণী। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করে। সে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহণ করতঃ উভয় হস্তে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ এদিক-সেদিক সরিয়ে দিয়ে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করে প্রস্থান করে। ঠিক এরূপেই, আবুসোগণ! যে ব্যক্তি বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু কায়িক দিকে পরিশুদ্ধ; তার বাচনিক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু কায়িক দিক পরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে সেই পুদ্গলের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায়, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসন্নতার লাভ করে, তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসৃত করা উচিত?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, আবুসোগণ! গরুর পাদ চিহ্নে সামান্য জল। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করলে তার এরূপ চিন্তার উদয় হয়– 'এখানে গরুর পাদচিহ্নে সামান্য জল আছে। যদি আমি অঞ্জলি বা পাত্র দ্বারা তা পান করি তাহলে বিলোড়ন ও নাড়ানোর দরুণ তা পানের অযোগ্যই করব। সেহেতু, নিশ্চয়ই আমি হাত-পা পশুর ভঙ্গিমায় করে গরুর জল পানের ন্যায় জল পান করতঃ প্রস্থান করব।' সে হাত-পা পশুর ভঙ্গিমায় করে গরুর জল পানের ন্যায় জল পান করতঃ প্রস্থান করে। ঠিক তদ্রূপ, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে, তার কায়িক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। এমনকি বাচনিক দিক অপরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া অকর্তব্য। কিন্তু যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব অর্জন হেতু সেই সময়েই তার মনোযোগ দেয়া কর্তব্য। এরূপে, সেই পুদ্গলের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায়, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ এবং যথাসময়েও চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে না; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত?

যেমন, আবুসোগণ! দীর্ঘ পথে গমনকারী অসুস্থ, দুঃখিত ও পীড়িত ব্যক্তি যার সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত গ্রামও বহুদূরে। সে উপযুক্ত ভোজন, ভৈষজ্য, সেবক এবং গ্রাম-নায়কও লাভ করে না। তথায় দীর্ঘ পথ গমনকারী অন্যতর ব্যক্তি যদি তাকে দেখে তার প্রতি এরূপে করুণা, সমবেদনা, অনুকম্পা জাগ্রত করে যে– 'অহো! সত্যিই এই ব্যক্তির উপযুক্ত ভোজন, ভৈষজ্য, যোগ্য সেবক ও গ্রাম-নায়ক লাভ করা উচিত। তার কারণ কি? কারণ যাতে এই ব্যক্তি এখানে দুর্ভাগ্য-বিনাশ প্রাপ্ত না হউক!' ঠিক তদ্রূপই, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে অপরিশুদ্ধ এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে না; আবুসোগণ! সত্যিই, এজাতীয় ব্যক্তির প্রতি এরূপে করুণা, সমবেদনা ও অনুকম্পা জাগ্রত করা উচিত যে– 'অহো! সত্যিই এই আয়ুষ্মান কায় দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে কায়-সুচরিত্র অনুশীলন করুক, বাচনিক দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত্র অনুশীলন করুক, মনো দুশ্চরিত্র ত্যাগ করে মানো সুচরিত্র অনুশীলন করুক।' তার কারণ কি? কারণ, যাতে এই আয়ুষ্মান কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন না হউক! এরূপে সেই পুদ্গলের আঘাত অপসৃত করা উচিত।

তথায়, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ এবং যথাসময়েও চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে; তার কিরূপে উৎপন্ন আঘাত অপসারণ করা উচিত?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, আবুসোগণ! নির্মল, মনোরম, শীতল, বিশুদ্ধ জলসম্পন্ন পুষ্করিণী, যাতে মনোজ্ঞ বিশ্রামস্থল আছে এবং নানাবৃক্ষে আবৃত। তথায়, ঘর্মাক্ত, গরমে পীড়িত, ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত ব্যক্তি আগমন করলে সে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহণ পূর্বক স্নান করে, জল পান করে উত্থিত হয়ে তথায়ই বৃক্ষছায়ায় উপবেশন পূর্বক শয়ন করে।

এরূপে, আবুসোগণ! যে পুদ্গল কায়িক ও বাচনিক দিকে পরিশুদ্ধ এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব লাভ করে; তার কায়িক দিক পরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনযোগ দেয়া কর্তব্য। তার বাচনিক দিক পরিশুদ্ধতার দরুণ সেই সময়ে মনোযোগ দেয়া কর্তব্য এবং যথাসময়ে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসাদভাব অর্জন হেতু সেই সময়ে মনোযোগ দেয়া কর্তব্য

এরূপে সেই পুদ্গলের আঘাত অপসৃত করা উচিত আবুসোগণ! সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত পুদ্গলের চিত্ত নির্মল হয়।

৫। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ আঘাত অপসৃত করণের উপায়, যদ্বারা ভিক্ষুর নিকট উৎপন্ন আঘাত সর্বতোভাবে অপসৃত করা উচিত।"

২য় আঘাত অপসারণ সূত্র সমাপ্ত

(গ) সাকচ্ছ সুত্তং– আলোচনা সূত্র

১৬৩.১। তথায় আয়ুষ্মান শারীরপুত্র ভিক্ষুদেরকে 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'- বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন–

২। এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদেরকে উত্তম কথা বলার উপযুক্ত।"

আলোচনা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) সাজীব সুত্তং– সাজীব সূত্র

১৬৪.১ তথায় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদেরকে 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'- বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন–

২। "এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু নিজে শীলসম্পন্ন হয় এবং শীলসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে সমাধিসম্পন্ন হয় এবং সমাধি সম্পদরূপ কথার দ্বারা উপস্থিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয় এবং প্রজ্ঞাসম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তিসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি সম্পদরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। সে নিজে বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন হয় এবং বিমুক্তি জ্ঞানদর্শনরূপ কথার দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

সাজীব সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) পঞ্হপুচ্ছা সুত্তং– প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সূত্র

১৬৫.১। তথায় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদেরকে 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'- বলে সেই ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসোগণ! যে কেউ অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে পঞ্চবিধ বিষয়ের একটি বা অন্যটি দ্বারাই প্রশ্ন করবে। পঞ্চ কি কি?

৩। কেউ কেউ মূর্খ ও মোহগ্রস্থ হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপ হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অবজ্ঞাপূর্বক অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, জ্ঞানতৃষ্ণা বা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং কেউ কেউ সন্দিগ্ধ হয়ে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যথা– 'যদি আমার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে কেউ যথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে তা উত্তম। আর যদি আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে অযথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে আমিই যথার্থ বিষয় ব্যাখ্যা করব।

৪। আবুসোগণ! যে কেউ অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে এই পঞ্চবিধ বিষয়ের একটি বা অন্যটি দ্বারাই প্রশ্ন করবে। আমিও আবুসোগণ! এরূপ চিত্তে অপরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি– 'যদি আমার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়ে অযথার্থ ব্যাখ্যা করে তাহলে আমিই যথার্থ বিষয় ব্যাখ্যা করব।'"

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(চ) নিরোধ সুত্তং– নিরোধ সূত্র

১৬৬. ১। তথায় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদেরকে 'হে আবুসোগণ' বলে আহ্বান করলেন। 'হ্যাঁ বন্ধু'- বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভন্তে এরূপ বললেন।

২. "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান

৩। এরূপ বলা হলে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন,– "ইহার কোন কারণ নাই, হে বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন– "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন–

"ইহার কোন কারণ নাই, বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন–

"এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন– "ইহার কোন কারণ নাই, বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

৪। অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্রের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো– 'তিনবার পর্যন্ত আয়ুষ্মান উদায়ী আমার কথা প্রত্যাখ্যান করল। এবং অন্য কোন ভিক্ষুও আমার কথা অনুমোদন করে নাই। তাহলে, নিশ্চয়ই আমি ভগবানের সন্নিকটে গমন করি।' অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবেশন করলেন একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন–

৫। "এক্ষেত্রে, হে আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।

৬। এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন,– "ইহার কোন কারণ নাই, বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন– "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

দ্বিতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন– "ইহার কোন কারণ নাই, বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন- "এক্ষেত্রে, আবুসোগণ! ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়, এরূপ কারণ বিদ্যমান।"

তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান উদায়ী আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে এরূপ বললেন- "ইহার কোন কারণ নাই, বন্ধু শারীপুত্র! এরূপ অবকাশ নাই যে সেই ভিক্ষু কবলীকৃত আহার ভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রমপূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধে নিবিষ্ট হয় ও জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান নাই।"

৭। অতঃপর শারীপুত্র এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো- "ভগবানের সম্মুখেই আমাকে আয়ুষ্মান উদায়ী তিনবার প্রত্যাখ্যান করল এবং অন্য কোন ভিক্ষুও আমাকে অনুমোদন করে নাই। তাহলে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে মৌনাবলম্বন উত্তম হয়।" অতঃপর আয়ুষ্মান শারীপুত্র মৌন হলেন।

৮। অনন্তর ভগবান উদায়ীকে আহ্বান করে বললেন- "হে উদায়ী! তুমি মনোময় কায়ধারীকে কিরূপে অনুধাবন কর?"

"ভন্তে! সেই দেবতারা অরূপী সংজ্ঞাময়।"

"উদায়ী! মূর্খের অপাণ্ডিত্য পূর্ণ আলাপের ন্যায় তুমি কি কারণে তা আলাপযোগ্য বলে মনে করছ?"

অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করে বললেন-

"হে আনন্দ! ইহা কি সম্ভব যে একজন স্থবিরকে নিগৃহীত হতে দেখে তুমি উপেক্ষাভাব প্রদর্শন করবে? সত্যিই আনন্দ! উৎপীড়িত স্থবির ভিক্ষুর দুঃখ হতে করুণা উৎপন্ন হয় না।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন-

"হে ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু শীলবান, সমাধিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান। ইহজীবনেই অন্য আরাধ্য বিষয় (অরহত্বফল) লাভ না করে কবলীকৃত আহারভক্ষ্য দেবতাদের সাহচর্য অতিক্রম পূর্বক অন্যতর মনোময় কায়ে উৎপন্ন হয়; যদি সে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হয় এবং জাগ্রত হয়। এরূপ কারণ বিদ্যমান।" ভগবান ইহা বললেন। এরূপ বলে সুগত আসন হতে উঠে বিহারে প্রবেশ করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। অনন্তরঃ আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের প্রস্থানের অনতিবিলম্বে যেখানে আয়ুষ্মান উপবান[১] সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান উপবানকে এরূপ বললেন-

"এখানে, হে আবুসো উপবান! কিছু ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুদের উৎপীড়িত করেছে। এবং আমরাও প্রতিবাদ জানাই নাই। আবুসো উপবান! যদি ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে সেই সম্বন্ধে আয়ুষ্মান উপবানের নিকট কিছু বলেন তাহলে তা আশ্চর্যের কারণ হবে না। ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে দুঃখ-দৌর্মনস্য আগত হয়েছে।"

১০। অতঃপর ভগবান সায়াহ্নকালে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে যেখানে উপস্থানশালা সেখানে উপস্থিত হলেন উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট হয়ে ভগবান আয়ুষ্মান উপবানকে বললেন-

"হে উপবান! কত প্রকার ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়?"

"ভন্তে! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি? এক্ষেত্রে, ভন্তে! স্থবির ভিক্ষু শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়- যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহার সরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাত করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভন্তে! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

---

১ উপবান- ইনি শাবস্তীর অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবার হতে প্রব্রজিত হন। জেতবন আরামে বুদ্ধের মহনীয়তা দর্শন করেই ইনি সংঘে প্রবিষ্ট হন। এবং অচিরেই ষড়াভিজ্ঞা সহ অরহত্ব ফল লাভ করেন। কুশিনারায় পরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িত বুদ্ধকে পাখা করার সময় তাঁর শক্তিমত্তার কারণে দেবগণ অন্তিম দর্শনে আগত দেবগণ বুদ্ধকে দেখতে পারছিলেন না। পরে অবশ্য বুদ্ধ তাঁকে স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দেন (দীর্ঘ নিকায়, মহাপরি- পরিনির্বাণ সূত্র)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'উত্তম, উপবান! উত্তম, হে উপবান! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্থবির সব্রহ্মচারীদের প্রিয়, মনোজ্ঞ, গৌরবনীয় এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। উপবান' এই পঞ্চবিধ ধর্ম যদি স্থবির ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান না থাকে তাহলে তার ভগ্নদন্ত, পলিতত্ব (পক্ককেশ), কুঞ্চিত চর্মের জন্য সব্রহ্মচারীরা তাকে সম্মান করবে না, গৌরব করবে না, মান্য করবে না এবং পূজাও করবে না। কিন্তু যখন হতে উপবান! এই পঞ্চবিধ ধর্ম স্থবির ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান হয় তখন হতে তাকে সব্রহ্মচারীর সম্মান করে, গৌরব করে, মান্য করে, পূজা করে।"

নিরোধ সূত্র সমাপ্ত

(ছ) চোদনা সুত্তং— দোষারোপ সূত্র

১৬৭.১। তথায় আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন—

"হে আবুসোগণ! অপরকে উপদেশ বা দোষারোপ করতে ইচ্ছুক উপদেশ দানকারী ভিক্ষুর নিজের মধ্যে পঞ্চ ধর্ম উপস্থাপিত করেই অপরকে উপদেশ দেয়া উচিত। পঞ্চ কি কি?

২. কালে বা যথাসময়ে বলব অসময়ে নয়, সত্য বলব অসত্য নহে, কোমল স্বরে বলব কর্কশ স্বরে নয়, অর্থসংহিত (অর্থযুক্ত) কথা বলব অনর্থসংহিত নহে এবং মৈত্রীচিত্তে বলব দ্বেষ চিত্তে নহে। আবুসোগণ! অপরকে উপদেশ দান করতে ইচ্ছুক উপদেশদানকারী ভিক্ষুর নিজের মধ্যে এই পঞ্চ ধর্ম উপস্থাপিত করেই অপরকে উপদেশ দেয়া উচিত।

৩। আবুসোগণ! এস্থলে আমি যেকোন কোন ব্যক্তিকে দেখি যারা অসময়ে উপদেশ বা দোষারোপ করে সময়ে দোষারোপ করে না, অসত্য যা যা ঘটে নাই তা বলে কিন্তু যা সত্য বা ঘটেছে তা বলে না, কর্কশ স্বরে বলে কোমল স্বরে বলে না, অনর্থসংহিত কথা বলে কিন্তু অর্থযুক্ত কথা বলে না, দ্বেষচিত্তে বলে মৈত্রীচিত্তে নহে

আবুসোগণ! অধর্মতঃ অভিযুক্ত ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য- (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত) 'এই আয়ুষ্মান অসময়ে অভিযুক্ত করেছেন সময়ে নহে সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অসত্যই বলেছেন সত্য নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান কর্কশস্বরে বলেছেন কোমল স্বরে নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অনর্থসংহিত কথা বলেছেন অর্থসংহিত নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান দ্বেষচিত্তেই বলেছেন মৈত্রীচিত্তে নহে, সেহেতু অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।' আবুসোগণ! অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে অমনস্তাপ আনয়ন করা কর্তব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মানগণ! অসত্যে অভিযোগকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অনুশোচনা আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)— 'আমার দ্বারা অসময়ে এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন এবং আমার (অভিযোগকারীর) অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা অসত্য বিষয়ে এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন সত্য বিষয়ে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা কর্কশভাবে এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন কোমলভাবে নয়, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা এই আয়ুষ্মান অনর্থসংহিত বাক্যে অভিযুক্ত হয়েছেন অর্থসংহিত বাক্যে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন; আমার দ্বারা দ্বেষ চিত্তেই এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন মৈত্রীচিত্তে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা প্রয়োজন।' আয়ুষ্মানগণ! অসত্যে অভিযোগকারী ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে অনুশোচনা আনয়ন করা কর্তব্য। কী কারণ? কিরূপে অন্য ভিক্ষু অসত্য বিষয়ের দ্বারা অপরকে দোষারোপ করা উচিত বলে মনে না করে।

এক্ষণে, আয়ুষ্মানগণ! যদি কোন ভিক্ষু অসত্যে দোষারোপ করে সে অনুতাপ করে না, সত্য বিষয়ে দোষারোপ করে না, অসত্য বিষয়ে দোষারোপ করে, কোমলভাবে দোষারোপ করে কর্কশভাবে নহে, অর্থসংহিত বাক্যে দোষারোপ করে অনর্থসংহিত বাক্যে নহে, মৈত্রীচিত্তে দোষারোপ করে দ্বেষচিত্তে নহে।

অসত্যে অভিযুক্ত ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অনুশোচনা আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)— 'এই আয়ুষ্মান অসময়ে দোষারোপ করেছেন সময়ে নহে, সেহেতু অনুশোচনা না করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অসত্য বিষয়ে দোষারোপ করেছেন সত্য বিষয়ে নহে, তাই অনুশোচনা না করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান কর্কশভাবে দোষারোপ করেছেন কোমলভাবে নহে, তাই অনুশোচনা না করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান অনর্থসংহিত বাক্যে দোষারোপ করেছেন অর্থসংহিত বাক্যে নহে, সেহেতু অনুশোচনা না করা প্রয়োজন; এই আয়ুষ্মান দ্বেষচিত্তে দোষারোপ করেছেন মৈত্রীচিত্তে নহে, তাই অনুশোচনা না করা প্রয়োজন।' আয়ুষ্মানগণ! অসত্যে অভিযুক্ত ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকারে অনুশোচনা আনয়ন করা কর্তব্য।

আয়ুষ্মানগণ! সত্যে অভিযোগকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকারে অননুতাপ আনয়ন করা কর্তব্য। (তার এরূপ চিন্তা করা উচিত)— 'আমার দ্বারা সময়েই এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন, তাই আমার অনুতাপ করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা সত্য বিষয়েই এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন অসত্য বিষয়ে নহে, তাই আমার অনুতাপ করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা কোমলভাবেই এই আয়ুষ্মান অভিযুক্ত হয়েছেন কর্কশভাবে নহে, তাই আমার অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা এই আয়ুষ্মান অর্থসংহিত বাক্যে অভিযুক্ত হয়েছেন অনর্থসংহিত বাক্যে নহে, সেহেতু আমার অনুতাপ করা নিষ্প্রয়োজন; আমার দ্বারা মৈত্রীচিত্তে এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মান ভন্তেগণ অনুধাবন করে চিন্তা করে, এই অভ্যাসে অনুশোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আয়ুষ্মানগণ! ধর্মের অভিজ্ঞতাকারী ভিক্ষু এই পঞ্চ ধর্ম নিজে অপরিমাণ জানিয়া জনা উচিত। কারণ কায়িক চিত্ত হতে কর্ম ভিক্ষু সত্য বিষয়ের দ্বারা অপরকে শোধাবোধ কর্ম করিবে না এবং বলে দেয়া।

৪। আয়ুষ্মানগণ! অভিযুক্ত ভিক্ষুর চিত্তে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মৈত্রী-সত্য ও অবিরোধিতায়। আয়ুষ্মানগণ! আমি যখন অন্যকে সংশোধন, অনুকম্পা, হিত-অন্বেষা, কোমল-অন্তঃকরণে, অপরাধীর অপরাধ নির্দেশ করি, তাতেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠিত হয়, সংশোধনের প্রয়োজনে আমার ভিক্ষু সত্য ও অবিরোধিতায় রত থাকে। যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, আমি যখন হই, যে আমার মধ্যে এই ধর্ম বিদ্যমান। আয়ুষ্মান ও ভিক্ষুকে এদিকে আমি দেখি— এই ধর্ম আমাতে বিদ্যমান। অভিযুক্ত ক্রোধ ধর্ম কে— তাহার মধ্যে এই ধর্ম অবিদ্যমান। তাহলে অনুশাসক ভিক্ষুকে বলি— এই ধর্ম তাহাতে বিদ্যমান নাই।

৫। [ভিক্ষুগণ দুষ্ট অশ্বের] "হে শারীপুত্র! যেমন এরূপ আমরা এখানে কোন কোন দুর্বচন ভিক্ষু আছে যারা ধর্মীয় বা অনুশাসন গ্রহণ করে নাই।"

"ভন্তে! যেই ভিক্ষুগণ অশ্রদ্ধাবান, জীবিকার্থী, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে, শঠ, মায়াবী, কপট, উদ্ধত, অহংকারী, চপল, মুখর, বিক্ষিপ্ত বাক্য, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, শ্রামণ্য বিষয়ে অপেক্ষাহীন, শিক্ষায় তীব্র গৌরবহীন, বিলাসী, শিথিল, পতনে অগ্রগামী, বিবেকে ধুর অনিক্ষিপ্ত, অলস, হীনবীর্য, বিস্মৃতিশীল, অসম্প্রজ্ঞ, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও নির্বোধ তারা আয়ুষ্মানের এরূপ কথাকালে অনুশাসন গ্রহণ করে না।

ভন্তে! যেই কুলপুত্রগণ শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, অশঠ, অমায়াবী, অকপট, অনুদ্ধত, নিরহংকারী, অচপল, অমুখর, অবিক্ষিপ্তবাক্য, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, শ্রামণ্য বিষয়ে অপেক্ষাশীল, শিক্ষায় তীব্র গৌরবসম্পন্ন, অবিলাসী, অশিথিল, পতনে ধুর নিক্ষিপ্ত, বিবেকে অগ্রগামী, আরব্ধবীর্য, প্রহিতাত্ম, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান এবং নির্বোধ নয় তারা আয়ুষ্মানের এরূপ কথাকালে অনুশাসন গ্রহণ করে।"

৬। "হে শারীপুত্র! যে সকল ভিক্ষু অশ্রদ্ধাবান, জীবিকার্থী, শ্রদ্ধায় আগার হতে অনাগারিক অবস্থায় প্রব্রজিত নয়, শঠ, মায়াবী, কপটী, উদ্ধত, অহংকারী, চপল, মুখর, বাচাল, বিক্ষিপ্ত বাক্যভাষী, ইন্দ্রিয়সমূহে অসংযত, ভোজনে অমাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অননুযুক্ত, শ্রামণ্য বিষয়ে অপেক্ষাহীন, শিক্ষায় তীব্র গৌরবশূন্য, বিলাসী, শিথিল, পতনে অগ্রগামী, বিবেকে ধুর অনিক্ষিপ্ত, অলস, হীনবীর্য, বিস্মৃতিশীল, অসম্প্রজ্ঞ, অসমাহিত, বিভ্রান্ত চিত্ত, দুষ্প্রাজ্ঞ ও নির্বোধ তাদের ইহ ছেড়ে দাও।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারীপুত্র! এই সকল গুণযুক্ত ভিক্ষু আমার মতে অনাগামিফল লাভের যোগ্য। অশঠ, অমায়াবী, অকপট, অচঞ্চল, নিরহঙ্কারী, অচপল, বাচাল নয়, অবিক্ষিপ্তভাষী, ইন্দ্রিয়সমূহে সংযত, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ, জাগরণে অনুযুক্ত, শ্রামণ্যভাবে অতি নিরপেক্ষশীল, শিক্ষার প্রতি তীব্র গৌরবসম্পন্ন, বাহুলিক নয়, শৈথিল্যপরায়ণ নয়, পতনে নিক্ষিপ্তধুর, প্রবিবেকে পূর্বগামী হন, আরব্ধবীর্য, প্রহিতাত্ম, উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী, সমাহিত, একাগ্রচিত্ত, প্রজ্ঞাবান এবং নির্বোধ নয় [illegible] তাদেরকে তুমি অবশ্য বলো। সারীপুত্র! এই গুণসম্পন্নদের উপদেশ প্রদান কর, হে সারীপুত্র! এই সব্রহ্মচারীদের অনুশাসন কর, এবং এরূপ চিন্তা করবে: অসদ্ধর্ম হতে উঠিয়ে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করব। সারীপুত্র! তোমার এরূপেই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

সোপাদান বর্গ সমাপ্ত

(খ) শীল সূত্র— শীল সূত্র

১৮৭.১ তথায় আয়ুষ্মান সারীপুত্র ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন,— "হে আবুসোগণ! দুঃশীলের শীল ভঙ্গ হেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়; সম্যক সমাধি বিনষ্ট হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়; যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হেতু নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হয়; নির্বেদ-বিরাগ বিনষ্ট হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়। যেমন, আবুসোগণ! শাখা ও পত্রাদি বর্জিত বৃক্ষ। (শাখা-পত্রাদির অপরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহিস্তকের বাকল, অন্তস্তকের কাষ্ঠ এবং আভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ঠিক এরূপ, আবুসোগণ! দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু সম্যক সমাধি বিনষ্ট হয়, সম্যক সমাধি বিনষ্ট হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হেতু নির্বেদ বিরাগ বিনষ্ট হয়, নির্বেদ বিরাগ বিনষ্ট হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন বিনষ্ট হয়।

২। আবুসোগণ! শীলবানের শীল সম্পন্ন হেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্ন হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ বিরাগ উৎপন্ন হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়। যেমন, আবুসোগণ! শাখা ও পত্রাদি সম্পন্ন বৃক্ষ। (শাখা ও পত্রাদির পরিপূর্ণতা হেতু) সেই বৃক্ষের বহিস্তকের বাকল, অন্তস্তকের কাষ্ঠ এবং আভ্যন্তরীণ কাষ্ঠও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঠিক এরূপ, আবুসোগণ! শীলবানের শীল সম্পন্ন হেতু সম্যক সমাধি উৎপন্ন হয়, সম্যক সমাধি উৎপন্ন হেতু যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়, যথাভূত জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হেতু নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হয়, নির্বেদ-বিরাগ উৎপন্ন হেতু বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়।"

[illegible] সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) ভিক্ষুনিবাসি সুত্তং— ভিক্ষু মনোযোগ সূত্র

১৪৯.১। একদা আয়ুষ্মান উদায়ী [illegible] আয়ুষ্মান সারিপুত্র [illegible] উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। প্রীতি ও স্মরণীয় আলাপ [illegible] একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান [illegible] আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে এরূপ বললেন—

২। "হে আবুসো সারিপুত্র! কিরূপে ভিক্ষু কুশল ধর্মে দ্রুত মনোযোগ দেন, সুপ্রতিষ্ঠিত হন, [illegible] এবং পুনঃ [illegible] বিরত হন না?"

"[illegible], আয়ুষ্মান [illegible] এই বিষয়ে আয়ুষ্মান [illegible] প্রতিভাত হোক।"

"তাহলে আবুসো! সারিপুত্র [illegible], তদনুরূপে মনোনিবেশ করুন [illegible]।"

"হ্যাঁ আবুসো!"— বলে আয়ুষ্মান সারিপুত্র আয়ুষ্মান [illegible] প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর আয়ুষ্মান [illegible] এরূপ বললেন—

৩। "এক্ষেত্রে, আবুসো সারিপুত্র, ভিক্ষু ধর্মকুশল, অর্থকুশল, ব্যঞ্জনকুশল, নিরুক্তিকুশল এবং পূর্বাপর কুশল হন। [illegible], আবুসো সারিপুত্র! ভিক্ষু দ্রুত কুশল ধর্মে দ্রুত মনোযোগ দেন, সুপ্রতিষ্ঠিত হন, [illegible] এবং পুনঃ বিরত হন না।"

"আশ্চর্য আবুসো! অদ্ভুত আবুসো! [illegible] আয়ুষ্মান [illegible] সুভাষিত হয়েছে। আমরা এই [illegible] ধর্মে আয়ুষ্মান [illegible] সম্পন্নরূপেই ধারণ করছি— 'আয়ুষ্মান [illegible] ধর্মকুশল, অর্থকুশল, ব্যঞ্জনকুশল, নিরুক্তিকুশল এবং পূর্বাপরকুশল।'"

সপ্তম মনোযোগ সুত্ত সমাপ্ত

(১০) [illegible] সুত্তং— [illegible] সূত্র

১৫০.১। একসময় আয়ুষ্মান [illegible] কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। [illegible] আয়ুষ্মান [illegible] যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি সম্ভাষণ ও স্মরণীয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান [illegible] আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন—

১। [illegible]

২। "হে আবুসো ভদ্দজি! দর্শনের অগ্র বা শ্রেষ্ঠ কি? শ্রবণের অগ্র কি? সুখের অগ্র কি? সংজ্ঞার অগ্র কি? ভবের অগ্র কি?"

"হে আবুসো! ব্রহ্মা আছে। তিনি অভিভূ (অধিরাজ), অনভিভূত, সর্বদর্শী ও বশবর্তী। যে সেই ব্রহ্মাদের দর্শন করে; তা হচ্ছে দর্শনের অগ্র।

আবুসো! আভস্বর নামক দেবতারা আছে। যারা সুখের দ্বারা উথলিত ও পরিপূর্ণ, তারা কদাচিৎ কখনও কখনও 'অহো সুখ! অহো সুখ!'- বলে উল্লাস ধ্বনি করে থাকে। যে সেই শব্দ শ্রবণ করে, তা হচ্ছে শব্দের অগ্র।

আবুসো! শুভকির্ণ নামক দেবতারা আছে তারা অত্যন্ত সুখোৎসব করে। ইহা হচ্ছে সুখের মধ্যে অগ্র।

আবুসো! আকিঞ্চন আয়তনে গমনকারী দেবতা আছে। ইহা হচ্ছে সংজ্ঞার মধ্যে অগ্র।

আবুসো! নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন গামী দেবতা আছে। তা হচ্ছে ভবের মধ্যে অগ্র।"

"যথার্থই কি আয়ুষ্মান ভদ্দজির তাদৃশ বহুজনের সাথে তুলনীয়?"

"নিঃসন্দেহে আয়ুষ্মান আনন্দ বহুশ্রুত। এই বিষয় আয়ুষ্মান আনন্দই প্রতিভাত করুন।"

"তাহলে, আবুসো ভদ্দজি! শ্রবণ করুন। উত্তমরূপে মনোনিবেশ করুন। আমি ভাষণ করব।"

'হ্যাঁ আবুসো!'- বলে আয়ুষ্মান ভদ্দজি আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ বললেন-

৩। "যেরূপ দর্শনে একজনের অনন্তর আস্রবাদি ক্ষয় হয়; তা হচ্ছে দর্শনের অগ্র। যেরূপ শ্রবণে একজনের অনন্তর আস্রবাদির ক্ষয় হয় তা হচ্ছে শ্রবণের অগ্র। যেরূপ সুখীতের অনন্তর আস্রবসমূহের ক্ষয় হয় তা হচ্ছে সুখের অগ্র। যেরূপ সংজ্ঞীর অনন্তর আস্রবসমূহের ক্ষয় হয় তা হচ্ছে সংজ্ঞার অগ্র। যেরূপ ভূত বা সত্ত্বের অনন্তর আস্রবসমূহ ক্ষয় হয় তা হচ্ছে ভবের মধ্যে অগ্র।"

ভদ্দজি সূত্র সমাপ্ত

আঘাত বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং- স্মারক গাথা

দু'আঘাত অপসাদন আর আলোচনা সূত্র,
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নিরোধ, দোষারোপ ও শীল সূত্র;
দ্রুত মনোযোগ, ভদ্দজি সহ বর্গ হলো সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৮)৩. উপাসক বর্গ

(ক) সারজ্জ সুত্তং- দৌর্মনস্য সূত্র

১৭১.১। আমি এরূপ শুনেছি- এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নিকটস্থ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের 'হে ভিক্ষুগণ'- বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুরা 'হ্যাঁ ভন্তে' বলে প্রত্যুত্তর দিলে ভগবান এরূপ বললেন-

২। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসকের দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

৩। সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত গ্রহণকারী হয়, মিথ্যা কামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরামদ গ্রহণ হেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসকের দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়। পঞ্চ কি কি?

৫। সে প্রাণী হত্যাকারী হয় না, অদত্ত গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরামদ গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়।"

দৌর্মনস্য সূত্র সমাপ্ত

(খ) বিসারদ সুত্তং- বিশারদ সূত্র

১৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহে বাস করে। পঞ্চ কি কি?

২। সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত গ্রহণকারী হয়, মিথ্যা কামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরামদ গ্রহণ হেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ না হয়ে গৃহে বাস করে।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহে বাস করে। পঞ্চ কি কি?

৪। সে প্রাণী হত্যাকারী হয় না, অদত্ত গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরামদ গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক বিশারদ হয়ে গৃহে বাস করে।"

বিশারদ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) নিরয় সুত্তং– নিরয় সূত্র

১৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

২। যে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত গ্রহণকারী হয়, মিথ্যা কামাচারী হয়, মিথ্যাবাদী হয় এবং সুরামদ গ্রহণ হেতু প্রমাদগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।

৪। যে প্রাণী হত্যাকারী হয় না, অদত্ত গ্রহণকারী হয় না, মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না এবং সুরামদ গ্রহণ করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক যথাসময়ে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

নিরয় সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বের সুত্তং– বৈর সূত্র

১৭৪.১। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে গৃহপতি! পঞ্চ ভয় বৈর ত্যাগ না করে একজন দুঃশীল রূপে কথিত হয় এবং সে নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

৩। প্রাণী হত্যা, অদত্ত গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাবাক্য এবং সুরা-মদ গ্রহণ। গৃহপতি! এই পঞ্চবিধ ভয়-বৈর ত্যাগ না করে একজন দুঃশীল রূপে কথিত হয় এবং সে নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

৪। গৃহপতি! পঞ্চবিধ ভয় বৈর ত্যাগ করে একজন শীলবানরূপে পরিচিত হয় এবং সে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কি কি?

৫। প্রাণী হত্যা, অদত্ত গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যাবাক্য এবং সুরা-মদ গ্রহণ। গৃহপতি! এই পঞ্চবিধ ভয়-বৈর ত্যাগ করে একজন শীলবানরূপে পরিচিত হয় এবং সে স্বর্গে উৎপন্ন হয়।

৬। গৃহপতি! প্রাণী হত্যাকারী প্রাণীহত্যার দরুণ ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয় বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে প্রাণীহত্যা হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। প্রাণীহত্যা হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৃহপতি! অদত্ত গ্রহণকারী অদত্ত গ্রহণের দরুণ ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয় বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে অদত্ত গ্রহণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয় বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। অদত্ত গ্রহণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয় বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি! মিথ্যা কামাচারী মিথ্যা কামাচারের দরুণ ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয় বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে মিথ্যাকামাচার হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। মিথ্যা কামাচার হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি! মিথ্যাবাদী মিথ্যাভাষণের দরুণ ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয় বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। মিথ্যাভাষণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।

গৃহপতি! সুরা-মদ্যপায়ী সুরা-মদ গ্রহণের দরুণ ইহজীবনেই ভয়-বৈর প্রসব করে; পরকালেও ভয় বৈর প্রসব করে এবং মানসিক দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে। যে সুরা-মদ গ্রহণ হতে প্রতিবিরত সে ইহজীবনে ভয়-বৈর প্রসব করে না; পরকালেও ভয়-বৈর প্রসব করে না এবং দুঃখ-দৌর্মনস্য ভোগ করে না। সুরা-মদ গ্রহণ হতে প্রতিবিরতের এরূপে সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়।"

প্রাণীহত্যা করে যেবা বলে মিথ্যা বচন;
চুরি করে লোকে অথবা পরদার লঙ্ঘন,
সুরা-মদ্য পানেতে সদা থাকে অনুযুক্ত;
পঞ্চ বৈরী অত্যাগে হয় দুঃশীল রূপে যুক্ত,
কায়ভেদে দুষ্প্রাজ্ঞের হয় যমলোকে গতি;
উৎপন্ন হয়ে নিরয়েতে পায় মহাদুঃখ অতি।
প্রাণীহত্যা করে না যে বলে না মিথ্যা বচন;
করে না সে চুরি আর পরদার লঙ্ঘন,
সুরা মদ্য পানে কভু হয় না অনুযুক্ত;
পঞ্চ বৈরী ত্যাগে হয় সুশীলরূপে যুক্ত।
কায়ভেদে প্রাজ্ঞের হয় সুগতিলোকে গতি;
উৎপন্ন হয়ে স্বর্গলোকে পায় মহানন্দ অতি।"

বৈর সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) চণ্ডাল সুত্তং- চণ্ডাল সূত্র

১৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকচণ্ডাল, উপাসকমল এবং নিন্দার্হ হয়। পঞ্চ কি কি?

২। সে শ্রদ্ধাহীন হয়, দুঃশীল হয়, কৌতূহলপ্রিয় হয়, অদৃষ্টে বিশ্বাসী হয় কর্মে নহে, এই শাসন বহির্ভূত দাক্ষিণেয়্য অনুসন্ধান করে এবং তথায় প্রথম পরিচর্যা করে।

ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকচণ্ডাল, উপাসকমল এবং নিন্দার্হ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকরত্ন, উপাসকপদ্ম এবং উপাসক শ্বেতপদ্ম হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে শ্রদ্ধাবান হয়, শীলবান হয়, অকৌতূহল প্রিয় হয়, কর্ম বিশ্বাসী হয় অদৃষ্টে নহে, এই শাসন বহির্ভূত দানের যোগ্য পাত্র সন্ধান করে না এবং এখানেই (এই শাসনেই) পরিচর্যা করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ উপাসক উপাসকরত্ন, উপাসকপদ্ম এবং উপাসক শ্বেতপদ্ম হয়।"

চণ্ডাল সূত্র সমাপ্ত

(চ) পীতি সুত্তং- প্রীতি সূত্র

১৭৬.১। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন-

২। "হে গৃহপতি! তোমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাক। কিন্তু, গৃহপতি! তোমাদের এরূপ চিন্তার দ্বারা তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে- 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাকি।' তদ্ধেতু, গৃহপতি! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য- 'কি উপায়ে আমরা যথাসময়ে প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করব!' এরূপই, গৃহপতি! তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।"

৩। এরূপ যুক্ত হলে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! কত উত্তমরূপে ইহা ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে যে,– 'হে গৃহপতি! তোমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য ও পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাক। কিন্তু, গৃহপতি! তোমাদের এরূপ চিন্তার দ্বারা তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যে– 'আমরা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়, ভৈষজ্য পরিষ্কারাদি সরবরাহ করে থাকি।' অতএব, গৃহপতি! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য 'কি উপায়ে আমরা যথাসময়ে প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করব!' এরূপই, গৃহপতি! তোমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য।' ভন্তে! যে সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না। যথাঃ- তার মধ্যে তখন কাম উপসংহৃত সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে কুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। ভন্তে! যে সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার এই পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না।"

৪। "উত্তম, শারীপুত্র! উত্তম, হে শারীপুত্র! যে সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না। যথাঃ- তার মধ্যে তখন কাম উপসংহৃত সুখ সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে অকুশল উপসংহৃত সুখ-সৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। তার মধ্যে সেই সময়ে কুশল উপসংহৃত দুঃখ-দৌমনস্য উৎপন্ন হয় না। শারীপুত্র! যে সময়ে আর্যশ্রাবক প্রবিবেক প্রীতি লাভ করে অবস্থান করে সেই সময়ে তার এই পঞ্চবিধ বিষয় উৎপন্ন হয় না।"

প্রীতি সূত্র সমাপ্ত

(ছ) বণিজ্জা সুত্তং– বাণিজ্য সূত্র

১৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বাণিজ্য উপাসকের দ্বারা করা অনুচিত। পঞ্চ কি কি?

২। অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, মদ বাণিজ্য এবং বিষ বাণিজ্য। ভিক্ষুগণ! উপাসকের এই পঞ্চবিধ বাণিজ্য করা অনুচিত।"

বাণিজ্য সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ক) রাজা সুত্তং– রাজা সূত্র

১৭৮.১। "তা কিরূপ মনে কর, হে ভিক্ষুগণ। তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি, যথা- 'এই ব্যক্তি প্রাণী হত্যা ত্যাগ করে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে?'

"প্রকৃতপক্ষে তা নহে, ভন্তে।"

"সাধু ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে– 'এই ব্যক্তি প্রাণী হত্যা ত্যাগ করে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণীহত্যা হতে বিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে যে- 'এই ব্যক্তি স্ত্রী বা পুরুষ হত্যা করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে প্রাণীহত্যার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে! এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

২। "তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ! তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি, যথা- 'এই ব্যক্তি অদত্ত বস্তু গ্রহণ ত্যাগ করে অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে?' "

"প্রকৃত পক্ষে, তা নহে ভন্তে।"

"সাধু ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে– 'এই ব্যক্তি অদত্ত বস্তু গ্রহণ ত্যাগ করে অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে–'এই ব্যক্তি গ্রাম কিংবা অরণ্য হতে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে অদত্ত বস্তু গ্রহণ হেতু ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে! এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। "তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ! তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি, যথা- 'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয় না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যাভিচার না করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"প্রকৃত পক্ষে, তা নহে ভন্তে!"

"সাধু ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে- 'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয় না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যাভিচার না করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে-'এই ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয়। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে ব্যাভিচার করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে! এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

৪। "তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ! তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি, যথা- 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করে না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট না করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"প্রকৃত পক্ষে, তা নহে ভন্তে!"

"সাধু ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে- 'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করে না। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট না করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে-'এই ব্যক্তি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করেছে। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতির পুত্রের ধন-দৌলত বিনষ্ট করার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

৫। "তা কিরূপ মনে কর, ভিক্ষুগণ! তা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট, বা শ্রুত নহে কি, যথা- 'এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান হতে প্রতিবিরত। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদ পান হতে প্রতিবিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"প্রকৃত পক্ষে, তা নহে ভন্তে!"

"সাধু ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারাও এরূপ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়নি যে- 'এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান হতে প্রতিবিরত। তাহলে যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদ পান হতে প্রতিবিরত হওয়ার দরুণ ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।'

কিন্তু, যদি জনতারা তার পাপকর্ম সম্পর্কে এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দেয় যে-'এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে স্ত্রী কিংবা পুরুষের জীবন হত্যা করেছে; এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে গ্রাম বা অরণ্য হতে অদত্ত বস্তু চুরি করেছে; এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হয়; এই ব্যক্তি সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতি পুত্রের ধন দৌলত বিনষ্ট করে। তাহলে, যথাশীঘ্র রাজারা তাকে সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে স্ত্রী কিংবা পুরুষের জীবন হত্যার দরুণ; সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে গ্রাম বা অরণ্য হতে অদত্ত বস্তু চুরি করার দরুণ; সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে পরস্ত্রী, পরকুমারীদের সাথে সংসর্গিত হওয়ার দরুণ; সুরা-মদ পান করে প্রমত্ততার কারণে অনুযুক্ত হয়ে মিথ্যাবাক্যের দ্বারা গৃহপতি কিংবা গৃহপতি পুত্রের ধন দৌলত বিনষ্ট করার দরুণ; ধরে এনে হত্যা করে, কিংবা বন্ধন করে, কিংবা নির্বাসন দেয় অথবা যা ইচ্ছা তা করে।' ইহা তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট বা শ্রুত নহে কি?"

"ভন্তে! এই বিষয় আমাদের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত এবং তা ভবিষ্যতেও শুনব।"

রাজা সূত্র সমাপ্ত

(৯) গিহি সুত্তং- গৃহী সূত্র

১৭৯.১ অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক পঞ্চশত উপাসকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপার্শ্বে উপবেশন করলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে আহ্বান করে বললেন-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "হে শারীপুত্র! তুমি যে শ্বেতবসনধারী গৃহীকে জ্ঞাত আছো; যে পঞ্চ শিক্ষাপদে সংবৃত কর্ম হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ আভিচৈতসিক চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজেই নিজেকে এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে- 'আমার নিরয় গতি ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গতি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেত গতি ক্ষীণ হয়েছে, অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতে আপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

৩। সে কোন পঞ্চবিধ শিক্ষাপদে সংবৃত কর্ম হয়?

এক্ষেত্রে, হে শারীপুত্র! আর্যশ্রাবক প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যা কামাচার হতে প্রতিবিরত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ হতে প্রতিবিরত হয় এবং সুরামদ্য গ্রহণ হতে প্রতিবিরত হয়। সে এই পঞ্চবিধ শিক্ষাপদে সংবৃত কর্ম হয়।

৪। সে কোন চতুর্বিধ অভিচৈতসিক ধ্যানে দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ যথেচ্ছালাভী, অনায়াস লাভী ও অক্লেশলাভী হয়?

এক্ষেত্রে, শারীপুত্র! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সম্পন্ন হয়- 'ইনিই সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অদম্য পুরুষগণের দমনে শ্রেষ্ঠসারথি, দেব মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য প্রথম দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, শারীপুত্র! আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সম্পন্ন হয়-'ভগবানের ধর্ম সুআখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক, এবং বিজ্ঞ কর্তৃক প্রত্যক্ষনীয়।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, শারীপুত্র! আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সম্পন্ন হয়-'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান- আহুতি লাভের যোগ্য, পূজার যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করনীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য তৃতীয় দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক ধ্যান যা অধিগত হয়।

পুনশ্চ, শারীপুত্র! আর্যশ্রাবক আর্যকান্ত, অখণ্ড, অছিদ্র, বিশুদ্ধ, অকলঙ্কিত, মুক্ত, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত ও সমাধি লাভের সহায়ক শীলের দ্বারা সমন্নাগত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধতার জন্য অপবিত্র চিত্তের পবিত্রতার জন্য চতুর্থ দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ অভিচৈতসিক ধ্যান যা অধিগত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। শারীপুত্র! তুমি যে শ্বেতবসনধারী গৃহীকে জ্ঞাত আছো; যে পঞ্চ শিক্ষাপদে সংবৃত কর্ম হয়ে দৃষ্টধর্মে সুখ বিহারস্বরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানে যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী ও অক্লেশলাভী হয়। সে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে নিজেই নিজেকে এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে— 'আমার নিরয় গতি ক্ষীণ হয়েছে, তীর্যক গতি ক্ষীণ হয়েছে, প্রেত গতি ক্ষীণ হয়েছে, অপায় দুর্গতি বিনিপাতও ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতে আপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।'"

নিরয়ের ভয় করে দর্শন করহ পরিহার,
পাপ অকুশল আছে যত এ- ভব সংসার;
আর্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পণ্ডিত গণ,
সেরূপ পাপ কর্ম করে সতত বর্জন;
বিদ্যমান শক্তি বলে করো না হিংসা, সংহার,
সযত্ন যত্ন করে বিচরণ এ জগত মাঝার।
জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথনে হও সদা বিরত,
পরদ্রব্যে নির্লিপ্তভাব রাখ হে নিয়ত;
পরকীয়ায় রমিত নহে, নহে কদাচন,
নিজ ভার্যায় তুষ্ট থাকো হয়ে প্রফুল্ল মন।
চিত্ত মোহনকারী যত সুরা মদ্য আছে,
বিন্দুমাত্র করো না পান কেহ কিন্তু পাছে;
জগত ত্রাতা বুদ্ধের গুণ কর অনুস্মরণ,
ধর্ম-চিন্তায় প্রবৃদ্ধ হও সবে আমরণ;
হিত চিন্তা দ্বারা কর দেবলোক ভাবনা,
অব্যাপাদ মৈত্রীনামে যুক্ত যা চিত্ত নিরঞ্জনা;
পুণ্যার্থীর দান ফল বিপুল হবে নিশ্চয়,
সাধু পাত্রে দান যজ্ঞে যদি প্রথমে রত হয়।
সেরূপ সাধুগণের কথা করছি এখন ভাষণ,
শুন হে শারীপুত্র তা হয়ে একাগ্র মন।
কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিদ্রা আর নানান রঙে চিত্রিত,
তাদৃশ পশু মধ্যে হয় দান্ত পুঙ্গব জাত।
ভারবাহী বলবান আর নিরীহ পুঙ্গব যেমন,
দ্রুতগামী, বর্ণময় হলেও সুখী নহে কদাচন;
কৃষি কাজের জন্য জোয়াল তাদের টানতে হয়,
ভারবাহী হয়ে তারা সদাই পরাধীন রয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঠিক যেরূপে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জাতি শূদ্র,
চণ্ডাল, পুক্কুস সহ যত জাতি ক্ষুদ্র;
তাদৃশ কুল মাঝে হয় শান্ত সুজন জাত,
বিনয়ী, ধার্মিক সেতো রয় শীলে প্রতিষ্ঠিত;
সত্যবাদী, নম্র তিনি জন্ম-মৃত্যু করেছে খেদিত,
ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধ তার দুঃখ বোঝা হল নমিত।
বিসংযুক্ত, কৃতকার্য, অনাশ্রব এই ত্রিলোকে,
সর্ব ধর্মে পারঙ্গম তিনি নিবৃত অনাসক্তি ও শোকে।
সেরূপ বিরজ ক্ষেত্রে যদি দান দত্ত হয়,
বিপুল হবে আনিশংস তার ওহে মহাশয়।
মূর্খ, অজ্ঞ, অশ্রুতবান ইহ লোকে যত,
জ্ঞাত না হয়ে করে দান অন্য শাসনে সতত।
সাধু, প্রাজ্ঞ, বীরদের যারা করেন ভজনা,
বুদ্ধশ্রদ্ধা বাড়ে তাদের কদাপি কমে না;
দেবলোক বা ইহলোকে তারা যথায় জন্ম হয়,
অনুক্রমে লভে নির্বাণ তাদৃশ পণ্ডিত মহাশয়।

গৃহী সূত্র সমাপ্ত

(৩) গবেসী সুত্তং– গবেসী সূত্র

১৮০.১। একসময় ভগবান কোশলে মহতী ভিক্ষুসংঘ সহ দীর্ঘ পর্যটনে পরিভ্রমণ করছিলেন। অতঃপর অর্ধপথ অগ্রসর হয়ে ভগবান অন্যতর স্থানে মহাশালবন দেখলেন। দেখে পথ হতে নেমে সেই শালবনে উপস্থিত হলেন উপস্থিত হয়ে সেই শালবনের ভিতর প্রবিষ্ট হওতঃ একস্থানে মৃদু হাস্য প্রকাশ করলেন।

অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ চিত্তের উদ্রেক হলো "ভগবানের মৃদু হাস্য প্রকাশের হেতু প্রত্যয় কি? তথাগতগণ অকারণে হাস্য প্রকাশ করেন না! তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! ভগবানের মৃদু হাস্য প্রকাশের হেতু-প্রত্যয় কি? অকারণে তথাগত হাস্য প্রকাশ করেন না।"

২। "হে আনন্দ! পূর্বে এস্থানে সমৃদ্ধ-স্ফীত, বহুজনাকীর্ণ নগর ছিল কশ্যপ ভগবান অরহৎ সম্যকসম্বুদ্ধ সেই নগরকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করতেন। আনন্দ! কশ্যপ ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের গবেসী নামক শীল অপরিপূর্ণকারী এক উপাসক ছিল। উপাসক গবেসীর কারণে পঞ্চশত জন ব্যক্তি উপাসকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং প্ররোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু, তারা শীল অপরিপূর্ণকারী ছিল। অনন্তর উপাসক গবেসীর এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হলো– 'আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল অপরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীলাদি অপরিপূর্ণকারী। এরূপ সমতুল্য হেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'[১]

৩ অতঃপর, আনন্দ! উপাসক গবেসী সেই পঞ্চশত উপাসকদের নিকট গমন পূর্বক এরূপ বললেন— 'বন্ধুগণ! আজ হতে আমাকে শীলাদি পরিপূর্ণকারীরূপে গ্রহণ করুন!' তৎপর, আনন্দ! সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ চিন্তা হলো— 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী শীলাদি পরিপূর্ণকারী হবেন। তাহলে আমরাও নই কেন?' অতঃপর সেই পাঁচশত উপাসকেরা যেখানে গবেসী উপাসক আছেন সেখানে গমন করে তাকে এরূপ বললেন- 'আর্য গবেসী! আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদেরকে শীলসমূহ পরিপূর্ণকারীরূপে গ্রহণ করুন।' অতঃপর আনন্দ! উপাসক গবেসীর এরূপ মনোভাব হলো— 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। এরূপ সমতুল্য হেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৪ অতঃপর, আনন্দ! উপাসক গবেসী সেই উপাসকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন— 'বন্ধুগণ! আজ হতে আমাকে ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী, গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তারপর, আনন্দ! সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ মনোভাব হলো— 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী এবং গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরত হবেন। তা হলে আমরাও নই কেন? অতঃপর সেই পঞ্চশত উপাসকেরা গবেসী উপাসকের নিকট গমন পূর্বক তাকে এরূপ বললেন— 'আর্য গবেসী! আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদের ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী, গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তারপর, আনন্দ! উপাসক গবেসীর এরূপ চিন্তার উদ্রেক হল— 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। আমি নিজেও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরত। এই পঞ্চশত উপাসকেরাও ব্রহ্মচারী, ধর্ম জীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরত। এরূপ সমতুল্য হেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

১। মূল বইয়ের মধ্যে আছে 'কিমঙ্গং পন মযত্তি'। কিন্তু অর্থকথায় 'কিমঙ্গং পন ন মযত্তি' আছে। যা পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় তদনুরূপে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

Visit http://www.buddhistdownload.com

৫। অতঃপর, আনন্দ! উপাসক গবেসী সেই উপাসকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন— 'বন্ধুগণ! আজ হতে আমাকে একাহারী, রাত্রি ভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তারপর, আনন্দ! সেই পাঁচশত উপাসকের এরূপ মনোভাব হলো— 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী এবং প্ররোচক। এখন আর্য গবেসী একাহারী, রাত্রি ভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত হবেন। তাহলে আমরাও নই কেন? অতঃপর সেই পঞ্চশত উপাসকেরা যেখানে গবেসী উপাসক সেখানে গমন পূর্বক তাকে এরূপ বললেন— 'আর্য গবেসী! আজ হতে এই পঞ্চশত উপাসকদের একাহারী, রাত্রিভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরতরূপে গ্রহণ করুন।' তারপর, আনন্দ! উপাসক গবেসীর এরূপ মনোভাব হলো- 'আমি এই পাঁচশত উপাসকদের বহুপকারক, পূর্বগামী এবং প্ররোচক আমি নিজেও শীল পরিপূর্ণকারী এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও শীল পূর্ণকারী। আমি নিজেও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরত এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও ব্রহ্মচারী, ধর্মজীবন যাপনকারী ও গ্রাম্যধর্ম যথা মৈথুন হতে বিরত। আমিও একাহারী, রাত্রি ভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত এবং এই পঞ্চশত উপাসকেরাও একাহারী, রাত্রি ভোজনে বিরত এবং বৈকালিক ভোজন হতে বিরত। এরূপ সমতুল্য হেতু (আমাতে) কিছুই অতিরিক্তরূপে নাই। এখন বাড়তি কিছুর জন্য আমাকে অগ্রসর হতে হবে।'

৬। অনন্তর, আনন্দ! উপাসক গবেসী যেখানে কশ্যপ ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সেখানে গেলেন উপস্থিত হয়ে কশ্যপ ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধকে এরূপ বললেন— 'ভন্তে! আমি ভগবানের নিকটে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা লাভ করতে চাই।' হে আনন্দ! উপাসক গবেসী কশ্যপ ভগবান, অরহৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন। অতঃপর আনন্দ! তরুণ গবেসী ভিক্ষু একাকী ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদগত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্মক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত, করণীয়কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোন করণীয় নাই- বুঝতে পারলেন। আনন্দ! গবেসী ভিক্ষু অন্যতর অর্হৎ হলেন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। অতঃপর, আনন্দ! সেই পাঁচশত উপাসকদের এরূপ চিন্তার উদ্রেক হলো– 'আর্য গবেসী আমাদের বহুপকারী, পূর্বগামী, প্ররোচক, তিনি কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজিত হয়েছেন, তাহলে আমরাও নই কেন?' অতঃপর, আনন্দ! সেই পঞ্চশত উপাসকেরা কশ্যপ ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট গমন পূর্বক তাঁকে এরূপ বললেন– 'ভন্তে! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করতে চাই।' আনন্দ! সেই পঞ্চশত উপাসকেরা কশ্যপ ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন।

৮। অনন্তর, আনন্দ! গবেসী ভিক্ষুর এরূপ মনোভাব হলো– 'আমি এই অনুত্তর বিমুক্তিসুখ বিনাবাধায় বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে লাভ করতে পারি। অহো, সত্যিই যদি এই পঞ্চশত ভিক্ষুরাও অনুত্তর বিমুক্তি সুখ বিনাবাধায়, বিনাশ্রমে এবং অনায়াসে লাভ করতে পারত।' অতঃপর, আনন্দ! সেই পঞ্চশত ভিক্ষুগণ ধ্যানপরায়ণ, অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও তদগত চিত্তে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকরূপে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যাবসান ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাত করে, প্রাপ্ত হয়ে বাস করতে লাগলেন। জন্মক্ষীণ, ব্রহ্মচর্যব্রত উদযাপিত, করণীয়কৃত হয়েছে এবং এর জন্য আর অন্য কোন করণীয় নেই– বুঝতে পারলেন।

৯। এরূপে, আনন্দ! গবেসী প্রমুখ সেই পঞ্চশত ভিক্ষুরা উত্তরোত্তর, প্রণীত হতে প্রণীতরূপে প্রচেষ্টা করে অনুত্তর বিমুক্তি সুখ উপলব্ধি করলেন। এহেতু, আনন্দ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য– 'উত্তরোত্তর, প্রণীত হতে প্রণীতরূপে প্রচেষ্টা করে অনুত্তর বিমুক্তি সুখ উপলব্ধি করব।' আনন্দ! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা কর্তব্য।"

গবেসী সূত্র সমাপ্ত

উপাসক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

দৌর্মনস্য, বিশারদ, সূত্র হলো বিবৃত,
নিরয়, বৈর, চণ্ডাল হয়েছে উল্লেখিত;
প্রীতি, বাণিজ্য, রাজা সূত্র এতে প্রকাশিত,
গৃহী, গবেসী সহ উপাসক বর্গ হলো সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১৯) ৪. অরণ্যবর্গ

(ক) আরঞ্ঞিকসুত্তং– আরণ্যিক সূত্র

১৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার আরণ্যিক আছে। সেই পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহমূঢ়তা হেতু কেহ কেহ আরণ্যিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ আরণ্যিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ আরণ্যিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ আরণ্যিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ আরণ্যিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ আরণ্যিকদের মধ্যে যে আরণ্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয় তিনিই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে যে আরণ্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে আরণ্যিক হয় তিনিই পঞ্চ আরণ্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

আরণ্যিক সূত্র সমাপ্ত

(খ) চীবরসুত্তং– চীবর সূত্র

১৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাংশুকুলিক[১] পাঁচ প্রকার। কি কি?

২। মূর্খ ও মোহমূঢ়তা হেতু কেহ কেহ পাংশুকুলিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ পাংশুকুলিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ পাংশুকুলিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ পাংশুকুলিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয়।

১। পাংশুকুলিক: 'পাংশু' শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা প্রভৃতি। পাংশুকুল অর্থে যে স্থানে কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য দ্রব্য সামগ্রী ফেলে দেয়া হয় সে স্থানই পাংশুকুল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনা স্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুআদি শীল প্রতিপদা পরিপূরণ হেতু চীবর তৈরী করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকুলিক।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার পাংশুকুলিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ পাংশুকুলিকদের মধ্যে যে পাংশুকুলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয় তিনিই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে যে পাংশুকুলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে পাংশুকুলিক হয় তিনিই পঞ্চ পাংশুকুলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

টীবর সূত্র সমাপ্ত

(গ) রুক্খমূলিক সুত্তং- বৃক্ষমূলিক সূত্র

১৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! বৃক্ষমূলিক পাঁচ প্রকার। কি কি?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ বৃক্ষমূলিক হয়, পাপেচ্ছু ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ বৃক্ষমূলিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ বৃক্ষমূলিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ বৃক্ষমূলিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট- এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষমূলিক আছে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে যে বৃক্ষমূলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয় তিনিই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে যে বৃক্ষমূলিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে বৃক্ষমূলিক হয় তিনিই পঞ্চ বৃক্ষমূলিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

বৃক্ষমূলিক সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) সোসানিক সুত্তং– শ্মশানিক সূত্র

১৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার শ্মশানিক আছে। পাঁচ কি কি?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ শ্মশানিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ শ্মশানিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ শ্মশানিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ শ্মশানিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয়

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার শ্মশানিক আছে হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ শ্মশানিকদের মধ্যে যে শ্মশানিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয় তিনিই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। তার এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে যে শ্মশানিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে শ্মশানিক হয় তিনিই পঞ্চ শ্মশানিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

শ্মশানিক সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) অব্ভোকাসিক সুত্তং– উন্মুক্ত স্থানেবাসকারী সূত্র

১৮৫.১।"হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী আছে। পাঁচ কি কি?

২. মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে যে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাস করে তিনিই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে যে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী হয় তিনিই পঞ্চ উন্মুক্ত স্থানে বাসকারীদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

উন্মুক্ত স্থানে বাসকারী সূত্র সমাপ্ত

(চ) নেসজ্জিক সুত্তং– নৈশর্য্যিক[1] সূত্র

১৮৬.১ "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার নৈশর্য্যিক আছে। পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহগ্রস্থ নৈশর্য্যিক হয়, পাপেচ্ছ ও ইচ্ছা লোলুপবশে নৈশর্য্যিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ নৈশর্য্যিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ নৈশর্য্যিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (নরোধ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে নৈশর্য্যিক হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার নৈশর্য্যিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ নৈশর্য্যিকদের মধ্যে যে নৈশর্য্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে নৈশর্য্যিক হয় তিনিই পঞ্চ নৈশর্য্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ নৈশর্য্যিকদের মধ্যে যে নৈশর্য্যিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে নৈশর্য্যিক হয় তিনিই পঞ্চ নৈশর্য্যিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

নৈশর্য্যিক সূত্র সমাপ্ত

১। শয়ন করে না বা বসে থাকে এরূপ। শয্যা গ্রহণ পরিহার পূর্বক দাঁড়ান, গমন ও উপবেশন এই তিন ঈর্যাপথে (অবস্থায়) দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করাকে নৈশর্য্যিক বলে। 'পৃষ্ঠ স্পর্শ করে শয়ন করব না'- এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে শীল প্রতিপদা পূরণের ব্রতকে নৈশর্য্যিক ধুতাঙ্গ বলা হয়

২। **যথাসন্থতিক**- যা বিস্তৃত (সংস্কৃত) তথাই যথা সংস্কৃত বা বিছানো 'ইহাই তোমার প্রাপ্য' এরূপ সন্তোষ ভাব গ্রহণ দর্শনে যে শয়নাসনের প্রতি সন্তুষ্ট করে সেই ভিক্ষুকে যথাসংস্তৃতিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) যথাসন্থতিক সুত্তং– যথাসংস্থতিক[1] সূত্র

১৮৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার যথাসংস্থতিক আছে। পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ যথাসংস্থতিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ যথাসংস্থতিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ যথাসংস্থতিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ যথাসংস্থতিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে যথাসংস্থতিক হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার যথাসংস্থতিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ যথাসংস্থতিকদের মধ্যে যে যথাসংস্থতিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে যথাসংস্থতিক হয় তিনিই পঞ্চ যথাসংস্থতিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ যথাসংস্থতিকদের মধ্যে যে যথাসংস্থতিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে যথাসংস্থতিক হয় তিনিই পঞ্চ যথাসংস্থতিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

যথাসন্থতিক সূত্র সমাপ্ত

(জ) একাসনিক সুত্তং– একাসনিক সূত্র

১৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার একাসনিক[1] আছে। পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ একাসনিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ একাসনিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ একাসনিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ একাসনিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয়।

১। একাসনিক– একাসনিক বলতে একমাত্র আসনে উপবেশনকারী বুঝায়। কিন্তু, এখানে ভোজনের উদ্দেশ্যে দিনে একবার মাত্র আসন গ্রহণকারী বুঝানো হচ্ছে। যে ভিক্ষু সংকল্পবদ্ধ হন 'আমি নানাসনে বহুবার ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করলাম এবং একাসনে ভোজন সমাধি ব্রত গ্রহণ করলাম।' এই ধারা পালনকারীকে একাসনিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার একাসনিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ একাসনিকদের মধ্যে যে একাসনিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয় তিনিই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ: গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমণ্ড হয়। আর এ ঘৃতমণ্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে যে একাসনিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে একাসনিক হয় তিনিই পঞ্চ একাসনিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

একাসনিক সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) খলুপচ্ছাভত্তিক সুত্তং– খলুপশ্চাৎভত্তিক সূত্র

১৮৯.১. "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার খলুপশ্চাৎভত্তিক[২] আছে। পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহাচ্ছন্নতা হেতু কেহ কেহ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, পাপেচ্ছা ও ঈর্ষা লোলুপবশে কেহ কেহ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ খলুপশ্চাৎভত্তিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সাল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট- এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভত্তিক হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার খলুপশ্চাৎভত্তিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ খলুপশ্চাৎভত্তিকদের মধ্যে যে খলুপশ্চাৎভত্তিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভত্তিক হয় তিনিই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভত্তিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

২। খলুপশ্চাৎভত্তিক– সীংহলী পুরাতন অট্ঠকথা মতে খলু হল এক জাতীয় পাখির নাম। এই পাখির মুখ হতে যদি কোন খাদ্য পড়ে যায় সেদিন আর কোন খাদ্য সে ভক্ষণ করে না। ইহাই পাখির স্বভাব। পাখির এই সংযম স্বভাব ধুতাঙ্গ অনুশীলনকারীর জীবনেও প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের কারণে ধুতাঙ্গটির নামাকরণ হয়েছে 'খলুপশ্চাৎভত্তিক ধুতাঙ্গ।' এই ধুতাঙ্গধারীকে তাই খলুপশ্চাৎভত্তিক বলা হয়। খলু এখানে 'না' বা নিষেধ অর্থে নিপাত পদরূপে খাদ্য প্রত্যাখ্যানের অর্থ প্রকাশ করছে। 'ভত্ত'- অর্থ ভাত। 'পচ্ছাভত্ত'- অর্থ পরবর্তী আহার। অর্থাৎ যেই আহার পরবর্তীতে লাভ হয় তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, তিনি পূর্বে যা গ্রহণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট, পুনঃ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু, 'পশ্চাৎভত্তিক' অর্থে পরে ভোজনকারী। এখানে শব্দটির পূর্বে 'খলু' শব্দটি যুক্ত করে পদের অর্থকে বিপরীতার্থক করা হয়েছে অর্থাৎ না পশ্চাৎভত্তিক হয়ে গেছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমন্ড হয়। আর এ ঘৃতমন্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভত্তিকদের মধ্যে যে খলুপশ্চাৎভত্তিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে খলুপশ্চাৎভত্তিক হয় তিনিই পঞ্চ খলুপশ্চাৎভত্তিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

খলুপশ্চাৎভত্তিক সূত্র সমাপ্ত

(এঃ) পত্তপিণ্ডিক সুত্তং– পাত্রপিণ্ডিক সূত্র

১৯০.১ "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার পাত্রপিণ্ডিক আছে।। পাঁচ কি কি?

২। মূর্খ ও মোহগ্রস্থতা হেতু কেহ কেহ পাত্রপিণ্ডিক হয়, পাপেচ্ছা ও ইচ্ছা লোলুপবশে কেহ কেহ পাত্রপিণ্ডিক হয়, উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ পাত্রপিণ্ডিক হয়, বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় কেহ কেহ পাত্রপিণ্ডিক হয় এবং কেহ কেহ অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম (সল্লেখ), প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট– এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয়।

ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার পাত্রপিণ্ডিক আছে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে যে পাত্রপিণ্ডিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয় তিনিই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

যেমন, ভিক্ষুগণ! গরু হতে দুধ, দুধ হতে দধি, দধি হতে মাখন, মাখন হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে ঘৃতমন্ড হয়। আর এ ঘৃতমন্ডই অগ্র ও সর্বোত্তম হিসাবে বিবেচিত। ঠিক এরূপে, ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে যে পাত্রপিণ্ডিক অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টি, কঠোর সংযম, প্রবিবেক এবং এতেই যথেষ্ট এরূপ সমর্থন করে পাত্রপিণ্ডিক হয় তিনিই পঞ্চ পাত্রপিণ্ডিকদের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর।"

পাত্রপিণ্ডিক সূত্র সমাপ্ত

অরণ্য বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

আরণ্যিক, চীবর, বৃক্ষমূলিক আর শ্মশানিক;
অব্দোকাসিক, নৈশদ্যিক, যথাসন্থতিক ও একাসনিক,
পশ্চাৎভত্তিক ও পাত্রপিণ্ডিক হলো বিবৃত;
দশে মিলে অরণ্যবর্গ হলো সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২০).৫ ব্রাহ্মণ বর্গ

(ক) সোণ সুত্তং- কুকুর সূত্র

১৯২.১. "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার পোরাণ বা প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম আছে যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে। পাঁচ প্রকার কি কি? যথা—

২। ভিক্ষুগণ! পূর্বে ব্রাহ্মণেরা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করতো অব্রাহ্মণীর নিকট নহে। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে আবার অব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! বর্তমান সময়েও কুকুরেরা শুধুমাত্র কুকুরীদের নিকট গমন করে (অন্য প্রাণী) অকুকুরীদের নিকট নহে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে প্রথম প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৩। ভিক্ষুগণ! পূর্বে ব্রাহ্মণেরা শুধুমাত্র ঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করতো অঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকট নহে। বর্তমানে ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা ঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে আবার অঋতুমতী ব্রাহ্মণীর নিকটও গমন করে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! বর্তমান সময়েও কুকুরেরা শুধুমাত্র ঋতুমতী কুকুরীদের নিকট গমন করে অঋতুমতী কুকুরীর নিকট নহে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৪। ভিক্ষুগণ! পূর্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীদের ক্রয়ও করতো না বিক্রয়ও করতো না (শুধুমাত্র) পারস্পরিক মিলনের দরুণ সহবাসে রত হতো। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীদের ক্রয়ও করে বিক্রয়ও করে এবং পারস্পরিক মিলনের দরুণ সহবাসে রতও হয়। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! বর্তমান সময়েও কুকুরেরা কুকুরীদের ক্রয়ও করে না বিক্রয়ও করে না (শুধুমাত্র) পারস্পরিক মিলনের দরুণ সহবাসে রত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে তৃতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ ধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

৫। ভিক্ষুগণ! পূর্বে ব্রাহ্মণেরা ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করতো না। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা ধন-ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! বর্তমান সময়েও কুকুরেরা ধন ধান্য, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত করে না। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে চতুর্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণ ধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। ভিক্ষুগণ! পূর্বে ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাকালীন আহার এবং প্রাতেঃ প্রাতঃরাশের জন্য ভিক্ষা খুঁজতো। বর্তমানে, ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা উদরপূর্ণ ভোজনান্তেও অবশিষ্ট ভাগ নিয়ে প্রস্থান করে। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! বর্তমান সময়েও কুকুরেরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকালীন আহার এবং প্রাতেঃ প্রাতঃরাশের জন্য অনুসন্ধান করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পঞ্চম প্রাচীন ব্রাহ্মণ ধর্ম যা বর্তমানে কুকুরদের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নহে।"

কুকুর সূত্র সমাপ্ত

(খ) দোণ ব্রাহ্মণ সুত্তং- দ্রোণ ব্রাহ্মণ সূত্র

১৯২.১। "অনন্তর দ্রোণ ব্রাহ্মণ[1] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময় করলেন। সম্বোধনমূলক কথা ও স্মরণীয় বিষয়াদি আলাপান্তে একপার্শে উপবেশন করলেন. একপার্শে উপবিষ্ট দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন—

২. ভো গৌতম! আমা কর্তৃক এরূপ শ্রুত হয়েছে যে— 'শ্রামণ গৌতম নাকি ব্রাহ্মণ, জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অর্দ্ধগত, বয়স্কদেরকে অভিবাদন করেন না; প্রত্যুত্থান করেন না এবং আসন দিয়ে নিমন্ত্রণ (আহ্বান) করেন না। ভো গৌতম! ইহা কি তদ্রূপ যে 'শ্রামণ গৌতম নাকি ব্রাহ্মণ, জীর্ণ, বৃদ্ধ, প্রবীণ, অর্দ্ধগত, বয়স্কদেরকে অভিবাদন করেন না; প্রত্যুত্থান করেন না এবং আসন দিয়ে নিমন্ত্রণ (আহ্বান) করেন না। ইহা সত্যি নয় কি, ভো গৌতম!'

"হে দ্রোণ! তুমি কি ব্রাহ্মণ হওয়ার সারবত্তা স্বীকার কর?"

"ভো গৌতম! যদি কেউ সম্যক ভাষণ কালে বলে যে— 'এই ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অধ্যায়ক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী, পদকর্তা (শ্লোক রচয়িতা), বৈয়াকরণিক ও লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ

১। দ্রোণ ব্রাহ্মণ- ইনি প্রথম বুদ্ধের সাথে সাক্ষাত পান উক্কট্ঠা ও সেতব্যা- এর মধ্যবর্তী রাস্তায়। তিনি বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখে বুদ্ধকে অনুসরণ করেন এবং বৃক্ষ কোন এক বৃক্ষ মূলে উপবেশন করলে, বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন (অ.নি: ২য় খণ্ড)। অর্থকথা মতে, দ্রোণ ব্রাহ্মণ হচ্ছে মহতী পরিষদের শিক্ষক। বুদ্ধের সেতব্যাতে পর্যটন কালে কোন কার্যোপলক্ষে দ্রোণ ব্রাহ্মণও সেখানে গমন করেন। বুদ্ধের দেশনা অবসানে দ্রোণ ব্রাহ্মণ অনাগামী ফলে অধিষ্ঠিত হন এবং বার হাজার শব্দ সমন্বিত বুদ্ধ স্তুতিমূলক গাথা আবৃত্তি করেন। এই গাথা 'দোণ গজ্জিত' নামে পরিচিত দ্রোণ ব্রাহ্মণই বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ধাতু নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সুসমাধা পূর্বক আট ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন (দী.নি, মহাবর্গ, মহাপরিনির্বাণ সূত্র)।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞানসম্পন্ন। তাহলে, ভো গৌতম! আমার সম্বন্ধেই সম্যকভাষণ কালে তা বলা উচিত। আমিই তো গৌতম! ব্রাহ্মণ যে মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অধ্যায়ক, মন্ত্রধর, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, অক্ষর, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী, পদকর্তা (শ্লোক রচয়িতা), বৈয়াকরণিক ও লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন।"

৩। "হে দ্রোণ! যে ব্রাহ্মণদের পূর্বেকার ঋষিগণ মন্ত্রসমূহ তৈরিকারী, মন্ত্রাদির প্রবর্তক; যাদের সংগৃহীত প্রাচীন মন্ত্রপদ, গীত, প্রব্যক্ত সমূহ (ভাষণ) বর্তমানের ব্রাহ্মণেরা সেরূপেই কীর্তন করে; সেরূপেই ভাষণ করে; ভাষিত পুনঃভাষণ করে; অধ্যয়নকৃত পুনঃ অধ্যয়ন করে; এবং পঠিত পুনঃ পাঠ করে যেমন (তারা হচ্ছে) অট্ঠক, বামক, বামদেব, বেশ্যামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস, ভরদ্বাজ, বাসেট্ঠ, কশ্যপ এবং ভৃগু। তারা এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন; যথা- ব্রহ্মাসম, দেবসম, মরিয়াদ (সীমানা), ভগ্নমরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হে দ্রোণ! তাদের মধ্যে তুমি কোনটি?"

৪। "ভো গৌতম! আমরা পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ সম্পর্কে জানি না শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই জ্ঞাত আছি। সাধু, ভো গৌতম! আমাকে সেরূপ ধর্ম দেশনা করুন যাতে আমি এই পাঁচ প্রকার ব্রাহ্মণদেরকে জানতে পারি।"

"তাহলে, হে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ করো! উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর। আমি ভাষণ করব।"

'তথাস্তু ভো!'- বলে দ্রোণ ব্রাহ্মণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বললেন।

৫। "হে দ্রোণ! কিরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাসম হয়?

এক্ষেত্রে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্য আচরণ পূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মতঃ আচার্যের জন্য গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে।

তথায়, দ্রোণ! কিরূপ ধর্ম?

এক্ষেত্রে কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যে কোন শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; তিনি ভিক্ষা পাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করেন। তিনি আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পন করে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডণ করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন। তিনি এরূপে প্রব্রজিত হয়ে মৈত্রী সহগত (যুক্ত) চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। এরূপে উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। করুণাযুক্ত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। এরূপে উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত করুণাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। মুদিতা যুক্ত চিত্তে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। এরূপে উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত মুদিতাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। উপেক্ষাযুক্ত চিত্তে এক, দুই, তিন, চারি দিক পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। এরূপে উর্দ্ধ, অধঃ, তির্যক, সর্বদিক এবং সর্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষাযুক্ত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, অবৈর ও অব্যাপাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে অবস্থান করেন। এই চারি ব্রহ্ম-বিহার ভাবিত করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এরূপে, হে দ্রোণ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাসম হয়

দ্রোণ! কিরূপে ব্রাহ্মণ দেবসম হয়?

এক্ষেত্রে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে অষ্টচত্বারিংশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে। অষ্টচত্বারিংশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ পূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মতঃ আচার্যের জন্য গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে।

তথায়, দ্রোণ! কিরূপ ধর্ম?

এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যে কোন শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; তিনি ভিক্ষা পাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করেন। তিনি আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পন করে ধর্মতঃ স্ত্রী অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে। দ্রোণ! তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয়ের দ্বারা নয় শুধুমাত্র জল ঢেলে[১] ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণীর নিকটেই গমন করে; ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চণ্ডালীনি, নিষাদিনী (শিকারিনী), ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ

১। জল ঢেলে (অর্থকথায় পরিচ্ছেদ) বলাতে ব্রাহ্মণীর হস্তে জল ঢেলে দেয়ার পর ব্রাহ্মণীর অভিভাবকেরা তাকে ব্রাহ্মণের হাতে অর্পণ করে। বঙ্গা সম্প্রদায়ের এই প্রথা বর্তমানে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণকারিণী, ঝাড়ুদারনি,[২] স্তন্যদানরতা কিংবা অঋতুমতীর কাছে গমন করে না। কিজন্য, হে দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিণীর নিকট গমন করে না? যদি, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিণীর নিকট গমন করে তাহলে অবশ্যই গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা অত্যাধিক মলরাশিতে জন্ম হবে। তদ্ধেতু, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিণীর নিকট গমন করে না। কিজন্য, হে দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকটে গমন করে না? যদি দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (দুধ) দানরতার নিকট গমন করে তাহলে দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যা শিশু অশুচি লিপ্ত হবে। তদ্ধেতু দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (স্তন) দানরতার নিকট গমন করে না। তার সেই ব্রাহ্মণী কাম, ক্রীড়া কিংবা রতির (আনন্দ) জন্য নয়; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের হয় শুধুমাত্র বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। তিনি পুত্র-কন্যা লাভ করার পর কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হন। তিনি এরূপ প্রব্রজিত হয়ে কামসমূহ হতে বিবিক্ত হয়ে, অকুশল ধর্ম হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজনিত প্রীতি সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; বিতর্ক বিচারের উপশমে আধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজনিত প্রীতি-সুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; তিনি প্রীতিতে বিরাগী হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করেন, আর্যগণ যে ধ্যানস্তরে আরোহণ করলে 'ধ্যায়ী উপেক্ষা সম্পন্ন ও স্মৃতিমান হয়ে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখে বাস করেন' বলে বর্ণনা করেন, সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন; তিনি সর্ব দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিহার করতঃ পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ ও বিষাদ) অস্তমিত করে না দুঃখ না সুখ উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করেন। সে এই চতুর্বিধ ধ্যান ভাবিত করে কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। এরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ দেবসম হয়।

দ্রোণ! কিরূপে ব্রাহ্মণ মরিয়াদ (সীমানা) হয়?

এক্ষেত্রে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্য আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্য আচরণ পূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মতঃ আচার্যের জন্য গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে।

তথায়, হে দ্রোণ! কিরূপ ধর্ম?

২। মূলপালিতে পুক্কুসিং (ঝাড়ুদারনি) আছে। ইংরেজিতে ভুলক্রমে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে Aboriginal (আদিবাসী) — ইংরেজী অনুবাদ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬ By E.M. HARE

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যে কোন শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; তিনি ভিক্ষা পাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করেন। তিনি আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পন করে ধর্মতঃ স্ত্রী অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে। হে দ্রোণ! তথায় কিরূপ ধর্ম? এক্ষেত্রে ক্রয় ও বিক্রয়ের দ্বারা নহে শুধুমাত্র জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণীর নিকটেই গমন করে; ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চন্ডালীনি, নিষাদিনী (শিকারিনী), ঝুরি তৈরিকারিণী, রথ নির্মাণকারিণী, ঝাড়ুদারনি, স্তন্যদানরতা কিংবা অঋতুমতীর কাছে গমন করে না। কিজন্য, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না? যদি, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে তাহলে অবশ্যই গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা অত্যধিক মলরাশিতে জন্ম হবে। তদ্ধেতু, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ গর্ভিনীর নিকট গমন করে না। কিজন্য, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (দুগ্ধ) দানরতার নিকটে গমন করে না? যদি দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (দুগ্ধ) দানরতার নিকট গমন করে তাহলে দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যা শিশু অশুচি লিপ্ত হবে। তদ্ধেতু দ্রোণ! ব্রাহ্মণ (দুগ্ধ) দানরতার নিকট গমন করে না তার সেই ব্রাহ্মণী কাম, ক্রীড়া কিংবা রতির (আনন্দ) জন্য নয়; ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের হয় শুধুমাত্র বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। সে পুত্র-কন্যা লাভ করে সেই সন্তানদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে জ্ঞাতি-পরিজনদের মাঝে স্থায়ীভাবে বাস করে। যতটুকু পর্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায়ই ব্রাহ্মণ স্থিত হয়। সেই সীমানা অতিক্রম করে না। হে দ্রোণ! তদ্ধেতু, ব্রাহ্মণকে মরিয়াদ বলা হয়। এরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মরিয়াদ হয়।

কিরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ ভগ্ন মরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) হয়?

এক্ষেত্রে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ করে আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্যা আচরণ পূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মতঃ আচার্যের জন্য গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করে অধর্মতঃ নহে।

তথায়, হে দ্রোণ! কিরূপ ধর্ম?

এক্ষেত্রে কৃষিকার্য, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজবৃত্তি কিংবা রাজপুরুষ (রাজার উপস্থায়করূপ) বৃত্তি অথবা যে কোন শিল্পবিদ্যার মাধ্যমে নহে; তিনি ভিক্ষা পাত্রকে অবজ্ঞা না করে শুধুমাত্রই ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরুদক্ষিণা অন্বেষণ করেন। তিনি আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পন করে ধর্মতঃ-অধর্মতঃ, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এবং জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা, চন্ডালিনী, নিষাদিনী, ঝুরি তৈরিকারিনী, রথ তৈরিকারিনী, ঝাড়ুদারনী,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গর্ভিনী, (স্তন) দানরতা কিংবা অঋতুমতীর নিকট গমন করে। তার সেই ব্রাহ্মণী হয় কাম, ক্রীড়া, রতি এবং বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। যতটুকু পর্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায় সে স্থিত না হয়ে তা অতিক্রম করে। দ্রোণ! যাবত প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সীমানা তথায় সে স্থিত না হয়ে তা অতিক্রম করে বিধায় ব্রাহ্মণকে ভগ্ন সীমানা বলা হয়। এরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ ভগ্ন মরিয়াদ হয়।

কিরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণচণ্ডাল হয়?

এক্ষেত্রে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণ মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুল হতে সুজাত, ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতিবাদ সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ হয়। সে আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মন্ত্র অধ্যয়ন করে কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে। আটচল্লিশ বছর কৌমার ব্রহ্মচর্য্য আচরণ পূর্বক মন্ত্র অধ্যয়ন করে ধর্মতঃ-অধর্মতঃ, কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, রাখালবৃত্তি, তীরন্দাজ বৃত্তি কিংবা রাজপুরুষবৃত্তি অথবা যে কোন শিল্প বিদ্যার মাধ্যমে এবং ভিক্ষা পাত্রকে অবজ্ঞা না করে ভিক্ষাচর্যার দ্বারা গুরু দক্ষিণা অন্বেষণ করে। সে আচার্যকে গুরুদক্ষিণা অর্পণ করে ধর্মতঃ অধর্মতঃ, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এবং জল ঢেলে ব্রাহ্মণীকে অন্বেষণ করে। সে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা, শূদ্রা, চণ্ডালিনী, নিষাদিনী, বাঁশ তৈরিকারিনী, রথ তৈরিকারিনী, ঋতুধারিনী, গর্ভিনী, (স্তন)দানরতা কিংবা অঋতুমতীর নিকট গমন করে। তার সেই ব্রাহ্মণী হয় কাম, ক্রীড়া, রতি এবং বংশধর সৃষ্টির নিমিত্তে। সে সর্ববিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাই ব্রাহ্মণগণ তাকে এরূপ বলে- 'কিহেতু মাননীয় ব্রাহ্মণ সারবত্ত জাত হয়ে সর্ববিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছেন?' প্রত্যুত্তরে সে বলে- 'যেমন, মহাশয়গণ! অগ্নি শুচি ও অশুচি উভয়কেই দগ্ধ করে কিন্তু তা দ্বারা কলুষিত হয় না; ঠিক তেমনি, হে মহাশয়গণ! সর্ববিধ কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করলেও তা দ্বারা ব্রাহ্মণ কলুষিত হয় না।' দ্রোণ! সর্বকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে বিধায় এরূপ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলা হয়। এরূপে, দ্রোণ! ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলা হয়।

৬। দ্রোণ! যে ব্রাহ্মণদের পূর্বেকার ঋষিগণ মন্ত্রসমূহ তৈরিকারী, মন্ত্রাদির প্রবর্তক; যাদের সংগৃহীত প্রাচীন মন্ত্রপদ, গীতি, প্রবাক্ত সমূহ (ভাষণ) বর্তমানের ব্রাহ্মণেরা সেরূপেই কীর্তন করে; সেরূপেই ভাষণ করে; ভাষিত পুনঃভাষণ করে; অধ্যয়নকৃত পুনঃ অধ্যয়ন করে; এবং পঠিত পুনঃ পাঠ করে যেমন (তারা হচ্ছে) অট্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস, ভারদ্বাজ, বাসেট্‌ঠ, কশ্যপ এবং ভৃগু। তারা এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন। যথা- ব্রহ্মসম, দেবসম, মরিয়াদ (সীমানা), ভগ্নমরিয়াদ (ভগ্ন সীমানা) এবং ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দ্রোণ! তাদের মধ্যে তুমি কোনটি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। "এরূপ হলে, হে গৌতম! আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালও নই (ব্রাহ্মণ চণ্ডালের আচরিত বিষয়ও আমাদের পরিপূর্ণ নয়) আশ্চর্য হে গৌতম! অদ্ভুত হে গৌতম! যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্মও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘের শরণাগত হচ্ছি। আজ হতে আমরণ আমাকে মহানুভব গৌতম! শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

দোণ সূত্র সমাপ্ত

(গ) সঙ্গারব সুত্তং- সঙ্গারব সূত্র

১৯৩.১। অনন্তর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ[১] যেখানে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধন ও স্মরণীয় বিষয় আলাপান্তে একপাশে উপবেশন করলেন। অতঃপর একপাশে উপবিষ্ট সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "হে গৌতম! কি হেতু, কি প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়? আবার, হে গৌতম! কি হেতু, কি প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয়, অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়?"

৩। "হে ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্র সমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং মিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রূপ,

---

১। **সঙ্গারব ব্রাহ্মণ**- মধ্যম নিকায় ২য় খণ্ডের সঙ্গারব সূত্রটি উক্ত ব্রাহ্মণের নামানুসারে ধৃত হয়েছে (২/৫/১০) পৃঃ ৩২৭; অনুবাদক স্থবির, ধর্মাধার। সূত্রটিতে সঙ্গারব ব্রাহ্মণকে বুদ্ধের উপাসকত্ব গ্রহণ করতে দেখা যায়। ইনি ১৬শ বর্ষের তরুণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঞ্চম ইতিহাস ও চতুর্থ নির্ঘণ্ট-কেটুভ-অক্ষর-প্রভেদ সহ ত্রিবেদে পারদর্শী, পদজ্ঞ, ব্যাকরণ, লোকায়ত তথা মহাপুরুষ শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন এই ব্রাহ্মণ। কোন কোন গ্রন্থে মণ্ডল কল্পের অন্যান্য নাম ও দৃষ্ট হয়, যথা- চন্দলি কল্প, চণ্ডল কল্প, পচ্চল কল্প প্রভৃতি। Dictionary of Pali proper names- এ মালালেখক 'চণ্ডল কল্প' শব্দটিই গ্রহণ করেছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ! সে সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তাঁর নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত, ফুটন্ত এবং ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! সে সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! সে সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্র সমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! শৈবাল ও পানা দ্বারা আবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! সে সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্র সমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! বায়ুদ্বারা চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণিত এবং ঊর্মিপূর্ণ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, হে ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্র সমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! আবিল, ঘোলাটে, কর্দমাক্ত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে না, দেখে না; উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে না, দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

৪। কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধ্যয়ণের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং অমিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানেও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়ণের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! অগ্নিদ্বারা অউত্তপ্ত, অস্ফুটিত, এবং অস্ফুটনাক্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! শৈবাল ও পানা দ্বারা অনাবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! বায়ুদ্বারা চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণিত এবং ঊর্মিপূর্ণ নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিত ও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়। যেমন, ব্রাহ্মণ! অনাবিল, পরিষ্কার, কর্দমহীন ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দেখার সময় যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রূপ, ব্রাহ্মণ! যে সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পরাভূত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে, উভয়হিতও সেই সময়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ তার নিকট প্রতিভাত হয়; অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।

হে ব্রাহ্মণ! এই হেতুতেই, এই প্রত্যয়েই মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি প্রতিভাত হয় না, বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। এবং ব্রাহ্মণ! এই হেতুতেই, এই প্রত্যয়েই মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রসমূহ প্রতিভাত হয়, অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। "আশ্চর্য ভো গৌতম! অদ্ভুত ভো গৌতম! যেমন কেউ অধোমুখীকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে, বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এই আমি মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘের শরণাগত হচ্ছি। আজ হতে আমরণ আমাকে মহানুভব গৌতম! শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

সঙ্গারব সূত্র সমাপ্ত

(৪) কারণপালী সুত্তং- কারণ পালী সূত্র

১৯৪.১ "একসময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে কারণপালী ব্রাহ্মণ[১] লিচ্ছবীদের জন্য দালান নির্মাণ করাচ্ছিলেন। অতঃপর কারণপালী ব্রাহ্মণ দূর হতে আগমনরত পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণকে দেখে এরূপ বললেন-

২। "মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! এখন দিবা প্রত্যুষে কোথায় হতে আসছেন?"

"ভো (মহাশয়)! এখন আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট হতে আসছি।"

"শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা সম্পর্কে মাননীয় পিঙ্গিয়ানী কি মনে করেন, তিনি কি তাকে পণ্ডিত মনে করেন?"

"আমি বা কে মহাশয়! আমিই বা কে যে শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা সম্পর্কে জানব; আর তাদৃশ সে-ই বা কে যে শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞার নির্মলতা জানতে পারে!"

"প্রকৃতপক্ষে, মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! আপনি অত্যুচ্চ প্রশংসার দ্বারা শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করছেন।"

"আমি বা কে মহাশয়! আমি বা কে যে শ্রমণ গৌতমকে প্রশংসা করব! সেই মাননীয় গৌতম প্রশংসিতের প্রশংসিত, সেই মাননীয় গৌতম শ্রেষ্ঠ দেব-মনুষ্যগণেও শ্রেষ্ঠ।"

"মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! কোন কারণ দেখতে পেয়ে শ্রমণ গৌতমের প্রতি এরূপ অত্যধিক প্রসন্ন?"

৩। "যেমন, মহাশয়! অগ্র (বা শ্রেষ্ঠ) রস দ্বারা পরিতৃপ্ত কোন পুরুষ অন্য হীন রস পান করে না, ঠিক তদ্রূপ, মহাশয়! যখন হতে যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যে কোন পরিমাণে শ্রবণ করে, যথা- সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুতধর্ম; তখন তখন হতেই সে অন্য পৃথগ্জন শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করে না।

১। কারণ পালী- অর্থকথা মতে এই ব্রাহ্মণের প্রকৃত নাম পাল বা পালী কিন্তু বিভিন্ন গৃহ প্রনালদের কার্য তদারক করতেন বিধায় করণ পালী নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, মহাশয়! ক্ষুধা ও দুর্বলতা দ্বারা পরাভূত কোন পুরুষ মধুপিণ্ড লাভ করলে যখন যখনই তা আস্বাদন করে তখন তখনই মিষ্টরস ও সুস্বাদ লাভ করে; ঠিক তদ্রূপ, মহাশয়! যখন হতে যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যে কোন পরিমাণে শ্রবণ করে, যথা– সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুতধর্ম; তখন তখন হতেই সে পরমানন্দ ও চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

যেমন, মহাশয়! কোন পুরুষ হরিদ্রা কিংবা লোহিত চন্দন কাষ্ঠ লাভ করলে তার মূল, মধ্যম বা অগ্রভাগের যে কোন অংশে যখন যখনই আঘ্রাণ নেয় তখন তখনই সে সুরভিগন্ধ ও প্রীতিকর গন্ধ পায়। ঠিক তদ্রূপ, মহাশয়! যখন হতে যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যে কোন পরিমাণে শ্রবণ করে, যথা– সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুতধর্ম; তখন তখন হতেই সে পরমানন্দ ও সৌমনস্য লাভ করে।

যেমন, মহাশয়! দক্ষ ভিষক (চিকিৎসক) কোন রোগী, দুঃখিত, অত্যন্ত অসুস্থ পুরুষের রোগের কারণ অপসৃত করে; ঠিক তেমনি, মহাশয়! যখন হতে যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যে কোন পরিমাণে শ্রবণ করে, যথা– সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুতধর্ম; তখন তখন হতেই শোক-বিলাপ, দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস (মানসিক যন্ত্রণা) অন্তর্হিত হয়।

যেমন, মহাশয়! স্বচ্ছ জলসম্পন্ন, মনোরম, শীতল, নির্মল ও রমণীয় পুষ্করিণীতে কোন ঘর্মাভিষিক্ত, তাপে পরাস্ত, ক্লান্ত, তৃষিত ও পিপাসিত পুরুষ আগমন করে। সে তাতে অবগাহণ পূর্বক স্নান করে যথেচ্ছ পান করে সমস্ত দুঃখ, ক্লান্তি ও বিরক্তি উপশম করে। ঠিক তদ্রূপ; মহাশয়! যখন হতে যখন হতে কেউ সেই মাননীয় গৌতমের ধর্ম যে কোন পরিমাণে শ্রবণ করে, যথা– সূত্র, গেয্য, ব্যাকরণ কিংবা অদ্ভুতধর্ম; তখন তখন হতেই তার সর্ববিধ দুঃখ, ক্লান্তি ও বিরক্তি উপশম হয়।"

৪. এরূপ বুক্ত হলে কারণপালী ব্রাহ্মণ আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে দক্ষিণ জানু মাটিতে অবনমিত করে যেদিকে ভগবান অবস্থান করছিলেন সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করে তিনবার আবেগোক্তি করলেন–

"নমি সেই ভগবান, অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ সদনে;
নমি সেই ভগবান, অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ সদনে;
নমি সেই ভগবান, অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ সদনে।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আশ্চর্য মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! অদ্ভুত মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; এরূপেই মাননীয় পিঙ্গিয়ানী কর্তৃক বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। হে মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! এখন আমি সেই মাননীয় গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। মাননীয় পিঙ্গিয়ানী! আজ হতে আমাকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।"

কারণপালী সূত্র সমাপ্ত

(৬) পিঙ্গিয়ানী সুত্তং- পিঙ্গিয়ানী সূত্র

১৯৫. ১। এক সময় ভগবান বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনের কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে পঞ্চশত লিচ্ছবী বুদ্ধকে শ্রদ্ধার নিমিত্তে একত্রিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কোন কোন লিচ্ছবী নীল, নীল বর্ণ, নীলবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং নীল অলংকারে ভূষিত; কোন কোন লিচ্ছবী পীত, পীতবর্ণ, পীতবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং পীত অলংকারে ভূষিত; কোন কোন লিচ্ছবী লোহিত, লোহিত বর্ণ, লোহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং লোহিত অলংকারে ভূষিত; কোন কোন লিচ্ছবী শ্বেত, শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং শ্বেত অলংকারে ভূষিত। কিন্তু, ভগবান বর্ণ ও যশের দ্বারা তাদেরকে ঔজ্জ্বল্যে অতিক্রম করেন।"

২। "অতঃপর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করে যেদিকে ভগবান সেদিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম পূর্বক ভগবানকে এরূপ বললেন- "ভগবান! আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে, সুগত! আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে।"

ভগবান বললেন- "হে পিঙ্গিয়ানী! তা প্রকাশ কর।"

অতঃপর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মুখে যথার্থভাবে গাথায় স্তব করলেন-

"কোকনদ, পদ্মে আছে সুগন্ধ অতিশয়,
প্রাতেঃ কিন্তু মুকুল তার গন্ধহীন রয়;
অন্তরীক্ষে রশ্মি দানে সূর্য আছে নিরত,
সেরূপ দীপ্তিমান অঙ্গীরসকে দেখ সতত।"

অতঃপর সেই লিচ্ছবীগণ পাঁচশত বহির্বাস দ্বারা পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণকে আচ্ছাদিত করলেন। তারপর পিঙ্গিয়ানী ব্রাহ্মণ সেই পাঁচশত বহির্বাস দ্বারা ভগবানকে আচ্ছাদিত করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। অনন্তর, ভগবান সেই লিচ্ছবীদের এরূপ বললেন– "হে লিচ্ছবীগণ! জগতে পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ। সেই পঞ্চবিধ কি কি? যথা– তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের দেশনাকারী পুদ্গল (ব্যক্তি) জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম বিনয় দেশনার বিজ্ঞাত পুদ্গল জগতে দুর্লভ; তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় দেশনার বিজ্ঞাত-ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন পুদ্গল জগতে দুর্লভ এবং কৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকারকারী পুদ্গল জগতে দুর্লভ। লিচ্ছবীগণ! জগতে এই পঞ্চবিধ রত্নের প্রাদুর্ভাব দুর্লভ।"

পিঙ্গিয়ানী সূত্র সমাপ্ত

(চ) মহাসুপিন সুত্তং– মহাস্বপ্ন সূত্র

১৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় পাঁচটি মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই পাঁচটি স্বপ্ন কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে– এই মহাপৃথিবী তার শয্যা, পর্বতরাজ হিমালয় হচ্ছে তার বালিশ, পূর্বদিকস্থ সমুদ্রের উপর তার বাম হস্ত, পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রের উপর ডান হস্ত এবং দক্ষিণ সমুদ্রের উপর তার উভয় পাদ শায়িত। ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই প্রথম মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে– তিরিয় নামক ঘাস (বা লতা) তার নাভি হতে উত্থিত হয়ে আকাশকে (মেঘ) স্পর্শ করে স্থিত হয়েছে। ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই দ্বিতীয় মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে– কাল মাথাসম্পন্ন শ্বেত কৃমি তার পা হতে উঠে জানুমণ্ডল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করেছে। ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যক্ সম্বুদ্ধের সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই তৃতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে– চারটি বর্ণালি পাখি চতুর্দিক হতে এসে তার পাদমূলে নিপতিত হয়ে সকলেই সাদা বর্ণসম্পন্ন হয়েছে। ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই চতুর্থ মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে- তিনি মহা বিষ্ঠা পর্বতের উপর বিষ্ঠা দ্বারা নির্লিপ্ত হয়ে চঙ্ক্রমণ করছেন ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই পঞ্চম মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।

৩। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে- এই মহাপৃথিবী তার শয্যা, পর্বতরাজ হিমালয় হচ্ছে তার বালিশ, পূর্বদিকস্থ সমুদ্রের উপর তার বাম হস্ত, পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্রের উপর ডান হস্ত এবং দক্ষিণ সমুদ্রের উপর তার উভয় পাদ শায়িত। তাই, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা অনুত্তর সম্যক সম্বোধি অর্জিত হয়। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই প্রথম মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

যেহেতু, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে- তিরিয়া নামক ঘাস (বা লতা) তার নাভি হতে উত্থিত হয়ে আকাশকে স্পর্শ করে স্থিত হয়েছে। তাই, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞান লব্ধ হয়ে যাবত দেব-মনুষ্যগণ (বিদ্যমান) তাবত সুপ্রকাশিত হয়। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই দ্বিতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

যেহেতু, ভিক্ষুগণ! তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে- কাল মাথাসম্পন্ন শ্বেত কৃমি তার পা হতে উঠে জানুমণ্ডল পর্যন্ত আচ্ছাদিত করেছে। তাই, হে ভিক্ষুগণ! শ্বেত বসনধারী বহু গৃহী আজীবন তথাগতের শরণাগত। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই তৃতীয় মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে- চারটি বর্ণালি পাখি চতুর্দিক হতে এসে তার পাদমূলে নিপতিত হয়ে সকলেই সাদা বর্ণসম্পন্ন হয়েছে। তাই, হে ভিক্ষুগণ! এই চতুর্বিধ বর্ণ, যথা- ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র; এরা তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়ে অনুত্তর বিমুক্তি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছে। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই চতুর্থ মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেহেতু, ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দেখেছিলেন যে– তিনি মহা বিষ্টা পর্বতের উপর বিষ্টা দ্বারা নির্লিপ্ত হয়ে চক্রমণ করছেন। তাই, ভিক্ষুগণ! তথাগত চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন, গ্লান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য পরিষ্কারাদি লাভী হয়। তথাগত তাতে অগ্রথিত, অমোহাচ্ছন্ন, অনাসক্ত, আদীনবদর্শী (দোষ) ও নিঃসরণ প্রাজ্ঞ হয়ে তা পরিভোগ করে। তার অভিসম্বোধি লাভের নিমিত্তে এই পঞ্চম মহাস্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছিল।

৪। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় এই পাঁচটি মহাস্বপ্ন দেখেছিলেন।"

মহাস্বপ্ন সূত্র সমাপ্ত

(ছ) বস্সসুত্তং– বর্ষা সূত্র

১৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! বর্ষার পাঁচ প্রকার অন্তরায় আছে যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না। সেই পাঁচ কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! আকাশোপরে তেজধাতু প্রকোপিত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে বর্ষার প্রথম অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আকাশোপরে বায়ুধাতু প্রকোপিত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে বর্ষার দ্বিতীয় অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অসুরদের ইন্দ্র রাহু হস্ত দ্বারা জল নিয়ে মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে বর্ষার তৃতীয় অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! বর্ষা-বলাহক দেবগণ প্রমত্ত হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে বর্ষার চতুর্থ অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! মানুষেরা অধার্মিক হয়। তার ফলে উৎপন্ন মেঘ অদৃশ্য হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে বর্ষার পঞ্চম অন্তরায় যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।

৩। হে ভিক্ষুগণ! বর্ষার এই পাঁচ প্রকার অন্তরায় আছে যা ভবিষ্যদ্বক্তারাও জ্ঞাত হতে পারে না এবং যেখানে তাদের দৃষ্টি গমন করে না।"

বর্ষা সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(জ) বাচা সুত্তং— বাক্য সূত্র

১৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ বাক্য সুভাষিত হয় দুর্ভাষিত নহে; বিজ্ঞ কর্তৃক অনিন্দনীয় ও নিন্দনীয় হয় না। সেই পাঁচ কি কি?

২। যথাসময়ে ভাষিত হয়, সত্য ভাষিত হয়, কোমলরূপে ভাষিত হয়, অর্থসংহিত (পূর্ণ) ভাষিত হয় এবং মৈত্রী চিত্তে ভাষিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ বাক্য সুভাষিত হয় দুর্ভাষিত নহে; বিজ্ঞ কর্তৃক অনিন্দনীয় ও নিন্দনীয় হয় না।"

বাক্য সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) কুল সুত্তং— কুল সূত্র

১৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! শীলবান প্রব্রজিতগণ যে কুলে উপস্থিত হন তথায় মানুষেরা পাঁচটি কারণে বহু পুণ্য প্রসব করে। সেই পাঁচ কি কি?

২। হে ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদেরকে দেখে চিত্ত প্রসাদিত করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে সেই কুলে স্বর্গ লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদেরকে (শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ) প্রত্যুত্থান করে, অভিবাদন করে এবং আসন দেয়। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে সেই কুলে উচ্চ-কুলীনতা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদেরকে (দান দিয়ে) মাৎসর্যমল অপনোদন করে; ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে সেই কুলে অত্যন্ত ক্ষমতা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদেরকে যথাশক্তি ও যথা বল মতো (তাদের খাদ্য) অংশে অংশে ভাগ করে দেয়; ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে সেই কুলে মহাভোগ লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে মানুষেরা কুলে উপস্থিতরত শীলবান প্রব্রজিতদেরকে জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্ন করে এবং ধর্ম শ্রবণ করে; ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে সেই কুলে মহা প্রজ্ঞা লাভের সহায়ক পন্থা প্রতিপন্ন হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! শীলবান প্রব্রজিতগণ যে কুলে উপস্থিত হন তথায় মানুষেরা এই পাঁচটি কারণে বহু পুণ্য প্রসব করে।"

কুল সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) নিস্সরণীয সুত্তং- নিঃসরণীয় সূত্র

২০০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার নিঃসরণীয় ধাতু আছে, পঞ্চ কি কি?

ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষুর কাম মনন করতঃ কামাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু, নৈষ্ক্রম্য মনন করে নৈষ্ক্রম্যে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, কাম হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং কাম হেতু যে সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা কামাদির নিঃসরণরূপে আখ্যাত

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর ব্যাপাদ মনন করতঃ ব্যাপাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু, অব্যাপাদ মনন করে অব্যাপাদে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, ব্যাপাদ হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং ব্যাপাদ হেতু যে সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা ব্যাপাদের নিঃসরণ রূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আঘাত মনন করতঃ আঘাতাদিতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু, অনাঘাত মনন করে অনাঘাতে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, আঘাত হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং আঘাত হেতু যে সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা আঘাতের নিঃসরণ রূপে আখ্যাত।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর রূপ মনন করতঃ রূপেতে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু, অরূপ মনন করে অরূপে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, রূপ হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং রূপ হেতু যে সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা রূপের নিঃসরণ রূপে আখ্যাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর সৎকায় (এ দেহ) মনন করতঃ সৎকায়ে চিত্ত আবির্ভূত হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, স্থিত হয় না এবং অনুরক্ত হয় না। কিন্তু, সৎকায় নিরোধ মনন করে সৎকায় নিরোধে চিত্ত আবির্ভূত হয়, সন্তুষ্ট হয়, স্থিত হয় এবং অনুরক্ত হয়। তার সেই চিত্ত হয় সুগত, সুভাবিত, উত্তমরূপে জাগ্রত, সুবিমুক্ত, সৎকায় হতে উত্তমরূপে বিসংযুক্ত এবং সৎকায় হেতু যে সমস্ত আসব, বিঘাত, পরিদাহ উৎপন্ন হয়; সে সমস্ত হতে সে মুক্ত হয়। সে সেইসব বেদনা অনুভব করে না। ইহা সৎকায়ের নিঃসরণ রূপে আখ্যাত।

২. তার কাম আনন্দ নিবর্তিত হয় না (অনুসয়রূপে উদ্ভূত হয় না), ব্যাপাদ আনন্দও নিবর্তিত হয় না, আঘাত আনন্দও নিবর্তিত হয় না, রূপ আনন্দও নিবর্তিত হয় না, এবং সৎকায় আনন্দও নিবর্তিত হয় না। সে কাম আনন্দ, ব্যাপাদ আনন্দ, আঘাত আনন্দ, রূপ আনন্দ এবং সৎকায় আনন্দে অনিবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুকে বলা হয়— 'ভিক্ষু নিবর্তন যুক্ত, তৃষ্ণার বিনাশ সাধন করেছে, সংযোজনকে পেছনে আবর্তিত করেছে, সম্যকরূপে মানকে উপলব্ধি করেছে এবং দুঃখের অন্তসাধন করেছে।' ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ হচ্ছে নিঃসরণীয় ধাতু।"

নিঃসরণীয় সূত্র সমাপ্ত

ব্রাহ্মণ বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

সোণ, দ্রোণ, সঙ্গারব ও কারণপালী সূত্র,
পিঙ্গিয়ানী, স্বপ্ন, বর্ষা আর বাক্য হল বিবৃত;
কুল ও নিঃসরণীয় যোগে বর্গ হল সমাপ্ত।

*****

****

****

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পঞ্চম পঞ্চাশক

(২১) ১. কিমিল বর্গ

(ক) কিমিল সুত্তং– কিমিল সূত্র

২০১.১। এক সময় ভগবান কিমিল– এর অন্তর্গত বেনুবনে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে উপবেশন করলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান কিমিল ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! কি হেতু কি প্রত্যয় যদ্বারা তথাগতের পরিনির্বাণে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল! তথাগতের পরিনির্বাণে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকারা শাস্তার প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, পরস্পরের প্রতি অগৌরব ও অমনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। কিমিল! এই হেতু, এই প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

৩। "ভন্তে! কি হেতু, কি প্রত্যয় যদ্বারা তথাগতের পরিনির্বাণে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়?"

"এক্ষেত্রে, হে কিমিল! তথাগতের পরিনির্বাণে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকারা শাস্তার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, ধর্মের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, সংঘের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, শিক্ষার প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে, এবং পরস্পরের প্রতি সগৌরব ও মনোযোগী হয়ে অবস্থান করে। কিমিল! এই হেতু, এই প্রত্যয় যদ্বারা তথাগতের পরিনির্বাণে সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়।"

কিমিল সূত্র সমাপ্ত

(খ) ধম্মসবণ সুত্তং– ধর্মশ্রবণ সূত্র

২০২.১। "হে ভিক্ষুগণ! ধর্ম শ্রবণের পাঁচ প্রকার আনিশংস (সুফল) আছে। পাঁচ কি কি?

২। অশ্রুত শোনা হয়, শ্রুত বিষয় পরিশুদ্ধ হয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়, দৃষ্টি ঋজু হয় এবং চিত্ত প্রসাদিত হয়। ভিক্ষুগণ! ধর্মশ্রবণের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

ধর্মশ্রবণ সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) অস্সাজানীয় সুত্তং– উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র

২০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজসম্পদ এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। সেই পঞ্চ কি কি? যথা

২। ঋজুতা, ক্ষিপ্রতা, নম্রতা, ক্ষান্তি এবং আত্ম-সংযম। এই পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ রাজার সুন্দর উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব রাজার উপযুক্ত, রাজসম্পদ এবং রাজ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। একরূপেই, ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সেই পঞ্চ কি কি?

৩। ঋজুতা, ক্ষিপ্রতা, নম্রতা, ক্ষান্তি এবং আত্ম-সংযম। এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু আহ্বান যোগ্য, প্রহ্বানযোগ্য, দক্ষিণা লাভের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়, এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"

উৎকৃষ্ট বংশজাত অশ্ব সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বল সুত্তং– বল সূত্র

২০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! বল পাঁচ প্রকার। কি কি? যথা–

শ্রদ্ধাবল, লজ্জাবল, ঔত্তাপ্যবল, বীর্যবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এই হচ্ছে পাঁচ প্রকার বল।"

বল সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) চেতোখিল সুত্তং– চেতোখিল সূত্র

২০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার চেতোখিল (মানসিক বন্ধ্যাত্বতা) আছে। পাঁচ কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শাস্তার সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু শাস্তা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শাস্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার প্রথম চেতোখিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ধর্ম সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ধর্ম সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার দ্বিতীয় চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সংঘ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু সংঘ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, সংঘ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার তৃতীয় চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু শিক্ষা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, সন্দেহ পোষণ করে, শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় না, আশ্বস্ত হয় না; তার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার চতুর্থ চেতোখিল।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রতি কোপিত হয়, অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে আহত হয়, সে হয় খিল জাত। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের প্রতি কোপিত হয়, অসন্তুষ্ট হয়, তাদের সম্পর্কে আহত হয়; তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহ প্রবণ হয় না, ভক্তিপ্রবণ হয় না, অধ্যাবসায়ী হয় না এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার পঞ্চম চেতোখিল। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার চেতোখিল আছে।"

চেতোখিল সুত্র সমাপ্ত

(চ) চেতসো বিনিবন্ধা সুত্তং— চিত্ত বন্ধন সূত্র

২০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার চিত্ত বন্ধন আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু কামে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তৃষ্ণাযুক্ত তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার প্রথম চিত্ত বন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু কায়ে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার দ্বিতীয় চিত্ত বন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু রূপে অবীতরাগ (অনুরাগযুক্ত), অবিগতচ্ছন্দ (আকাঙ্খাযুক্ত), অবিগত প্রেম, অবিগত পিপাসা, অবিগত পরিদাহ এবং অবিগত তৃষ্ণাযুক্ত তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার তৃতীয় চিত্ত বন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শয্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধ (তন্দ্রা) সুখ উপভোগে অনুযুক্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু শুধুমাত্র উদরপূর্তি করে ভোজন করে শয্যাসুখ, পার্শ্বসুখ, মিদ্ধ (তন্দ্রা) সুখ উপভোগে অনুযুক্ত তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। ইহা হচ্ছে তার চতুর্থ চিত্ত বন্ধন।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু যে কোন দেব নিকায়কে আকাঙ্খা করে ব্রহ্মচর্য পালন করে— 'আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব কিংবা দেবানুসারী হব।' ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু যে কোন দেব নিকায়কে আকাঙ্খা করে ব্রহ্মচর্য পালন করে— 'আমি এই শীল, ব্রত, তপ বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেব কিংবা দেবানুসারী হব।' তাই তার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না। যার চিত্ত উৎসাহপ্রবণ, ভক্তিপ্রবণ, অধ্যাবসায়ী এবং প্রচেষ্টাশীল হয় না ইহা হচ্ছে তার পঞ্চম চিত্ত বন্ধন। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার চিত্ত বন্ধন আছে।"

চিত্ত বন্ধন সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) যাগু সুত্তং– যাগু সূত্র

২০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যাগুর পাঁচটি সুফল আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। ক্ষুধা নিবারণ করে, তৃষ্ণা দূরীভূত করে, বাত নিয়ন্ত্রিত করে, বস্তি শোধন করে এবং অপক্ক খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পরিপাক করে। ভিক্ষুগণ! যাগুর এই পাঁচ প্রকার সুফল আছে।"

যাগু সূত্র সমাপ্ত

(জ) দন্তকট্ঠ সুত্তং– দন্তকাষ্ঠ সূত্র

২০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অচর্বিত দন্তকাষ্ঠের পাঁচটি আদীনব (কুফল) আছে। পাঁচ কি কি?

২। চক্ষু আক্রান্ত হয়, মুখ দুর্গন্ধময় হয়, রস-নালী বিশুদ্ধ হয় না, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ভুক্ত খাদ্যকে ঢেকে ফেলে এবং (সে) খাদ্য উপভোগ করে না। ভিক্ষুগণ! অচর্বিত দন্তকাষ্ঠের এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! চর্বিত দন্তকাষ্ঠের পাঁচটি সুফল আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। ভিক্ষুগণ! চক্ষু আক্রান্ত হয় না, মুখ দুর্গন্ধময় হয় না, রস-নালী বিশুদ্ধ হয়, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ভুক্ত খাদ্যকে ঢেকে ফেলে না এবং (সে) খাদ্য উপভোগ করে। ভিক্ষুগণ! চর্বিত দন্তকাষ্ঠের এই পাঁচটি সুফল আছে।"

দন্তকাষ্ঠ সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) গীতস্সর সুত্তং– গীতস্বর সূত্র

২০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্মদেশনার পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি?

২। সে নিজে সেই স্বরে অনুরক্ত হয়, অপরজনেরাও সেই স্বরে অনুরক্ত হয়, গৃহপতিগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলে যে– 'আমরা যেরূপে গাইছি নিশ্চয় একপেই শাক্যপুত্রিয় শ্রমণগণ গেয়ে থাকেন', স্বর-বিন্যাসের পর প্রচেষ্টাকারীর সমাধি ভঙ্গ হয় এবং পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগতি প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ গীতস্বরে ধর্মদেশনার এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

গীতস্বর সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঞ) মুট্‌ঠস্‌সতি সুত্তং– বিস্মরণশীল সূত্র

২১০.১ "হে ভিক্ষুগণ! বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী, নিদ্রাগতের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পঞ্চ কি কি?

২। দুঃখে শয়ন করে, দুঃখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে, দেবতারা রক্ষা করে না এবং অশুচি পাত হয়। ভিক্ষুগণ! বিস্মরণশীল, অসম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি?

৪। সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে না, দেবগণ রক্ষা করে এবং অশুচি পাত হয় না। ভিক্ষুগণ! উপস্থিত স্মৃতি, সম্প্রজ্ঞানী নিদ্রাগতের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

বিস্মরণশীল সূত্র সমাপ্ত

কিম্বিল বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

কিম্বিল, ধর্মশ্রবণ, ও অশ্বাজানীয় সূত্র,
বল, চিত্তখিল, বন্ধন, যাগু হল বিবৃত;
কাষ্ঠ, গীত, বিস্মরণ মিলে বর্গ হল সমাপ্ত।

(২২) ২. আক্রোশকারী বর্গ

(ক) অক্কোসক সুত্তং– আক্রোশকারী সূত্র

২১১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী এবং আর্যদের নিন্দা কারী তার পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত। পঞ্চ কি কি?

২। সে পরাজিকা অপরাধী ও প্রতিবন্ধক যুক্ত হয়, অন্যতর সংক্লিষ্ট অপরাধে আবিষ্ট হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক লাভ করে, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের আক্রোশকারী, পরিভাষণকারী এবং আর্যদের নিন্দা কারী তার এই পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত।"

আক্রোশকারী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) ভণ্ডনকারক সুত্তং— ঝগড়াকারী সূত্র

২১২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বাজে আলাপকারী এবং সংঘে মধ্যে বিবাদ উত্থাপনকারী তার পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত। পঞ্চ কি কি?

২। অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু ঝগড়াকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বাজে আলাপকারী এবং সংঘে মধ্যে বিবাদ উত্থাপনকারী তার এই পঞ্চবিধ আদীনব প্রত্যাশিত।"

ঝগড়াকারী সূত্র সমাপ্ত

(গ) সীল সুত্তং— শীল সূত্র

২১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীল বিপত্তির পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা

২। এক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপন্ন প্রমাদহেতু মহাভোগ্য সম্পত্তি বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপন্নের পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির দ্বিতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপন্ন যে কোন পরিষদ, যথা— ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে অবিশারদ ও হতোদ্যম হয়ে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির তৃতীয় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপন্ন মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির চতুর্থ আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপন্ন কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে দুঃশীল, শীল বিপত্তির পঞ্চম আদীনব। ভিক্ষুগণ! দুঃশীল, শীলবিপত্তির এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্নের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন অপ্রমাদ হেতু মহাভোগ্য সম্পত্তি লাভ করে। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের প্রথম আনিশংস।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্নের কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয় ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের দ্বিতীয় আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন যে কোন পরিষদ, যথা- ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ কিংবা শ্রমণ পরিষদে বিশারদ ও উদাসী হয়ে উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের তৃতীয় আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন অসম্মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের চতুর্থ আনিশংস।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে শীলবান শীলসম্পন্নের পঞ্চম আনিশংস। ভিক্ষুগণ! শীলবান, শীলসম্পন্নের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

শীল সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বহুভাণি সুত্তং- বহুভাষী সূত্র

২১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! বহুভাষী পুদ্গলের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। মিথ্যা ভাষণ করে, পিশুণ (বিদ্বেষপূর্ণ) বাক্য ভাষণ করে, পরুষ (কর্কশ) বাক্য ভাষণ করে সম্প্রলাপ করে এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! বহুভাষী পুদ্গলের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পরিমিত ভাষী পুদ্গলের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। মিথ্যা ভাষণ করে না, পিশুণ বাক্য ভাষণ করে না, পরুষ বাক্য ভাষণ করে না, বৃথা বাক্য ভাষণ করে না এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! পরিমিত ভাষী পুদ্গলের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

বহুভাষী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঙ) পঠম অক্খন্তি সুত্তং– ১ম ক্ষান্তিহীন সূত্র

২১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! ক্ষান্তিহীনের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, বৈরবহুল হয়, বহুজনের নিন্দনীয় হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ক্ষান্তিহীনের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! ক্ষমাকারীর পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, বৈরবহুল হয় না, বহুজনের নিন্দনীয় হয় না, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ক্ষমাকারীর এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

প্রথম ক্ষান্তিহীন সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয় অক্খন্তি সুত্তং– ২য় ক্ষান্তিহীন সূত্র

২১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! ক্ষান্তিহীনের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়, নির্দয় হয়, অনুশোচনা প্রাপ্ত হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ক্ষান্তিহীনের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! ক্ষমাকারীর পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়; নির্দয় হয় না; অনুশোচনা প্রাপ্ত হয় না; অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! ক্ষমাকারীর এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

২য় ক্ষান্তিহীন সূত্র সমাপ্ত

(ছ) পঠম অপাসাদিক সুত্তং– ১ম অপ্রাসাদিক সূত্র

২১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অপ্রাসাদিকের (ভালোবাসার অযোগ্য) পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি?

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রাসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! প্রাসাদিকের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! প্রাসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম অপ্রাসাদিক সূত্র সমাপ্ত

(জ) দুতিয় অপাসাদিক সুত্তং- ২য় অপ্রাসাদিক সূত্র

২১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অপ্রাসাদিকের (ভালোবাসার অযোগ্য) পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি?

২। অপ্রসন্নরা প্রসন্ন হয় না, প্রসন্নদের কারও মনের পরিবর্তন হয়, শাস্তার শাসন অকৃত (অননুষ্ঠিত) হয়, পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগত আপন্ন হয় এবং তার চিত্ত প্রসন্ন হয় না। ভিক্ষুগণ! অপ্রাসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! প্রাসাদিকের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। অপ্রসন্নরা প্রসন্ন হয়, প্রসন্নরাও অত্যধিক প্রসন্ন হয়, শাস্তার শাসন কৃত হয়। পরবর্তী জনতা দৃষ্টানুগত আপন্ন হয় এবং তার চিত্ত প্রসন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! প্রাসাদিকের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

২য় অপ্রাসাদিক সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) অগ্গি সুত্তং- অগ্নি সূত্র

২১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অগ্নির পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। ইহা চক্ষুর অন্তরায় হয়, দুর্বর্ণরূপের কারণ হয়, দুর্বল কায়ের কারণ হয়, সমাজ বৃদ্ধি পায় এবং পশু-পক্ষী সম্বন্ধীয় আলাপের কারণ হয়। ভিক্ষুগণ! অগ্নির এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে।"

অগ্নি সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঞ) মধুরা সুত্তং– মধুরা সূত্র

২২০.১। "হে ভিক্ষুগণ! মধুরায় পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। মধুরার ভূমিভাগ বিষম, প্রচুর ধূলা, তথায় চন্ড কুকুর আছে, দুর্ধ যক্ষ আছে এবং পিন্ড লাভ দুর্লভ। ভিক্ষুগণ! মধুরায় এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

মধুরা সূত্র সমাপ্ত

আক্রোশকারী বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

আক্রোশকারী, ঝগড়াকারী আর শীল সূত্র,
বহুভাষী আর দ্বি-ক্ষান্তিহীন হল বিবৃত;
দ্বি অপ্রসাদিক, অগ্নি, মধুরা মিলে বর্গ সমাপ্ত।

(২৩) ৩. দীর্ঘ পর্যটন বর্গ

(ক) পঠম দীঘচারিক সুত্তং– প্রথম দীর্ঘ পর্যটন সূত্র

২২১.১ "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘপর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদামীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয় না, শ্রুত বিষয় সংশোধিত হয় না, শ্রুত বিষয়ে বিশারদ হয় না, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় এবং মিত্র হীন হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘপর্যটন ও উদ্দেশ্য বিহীন পরিভ্রমণে রত অনুদামীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, শ্রুত বিষয় সংশোধিত হয়, শ্রুত বিষয়ে বিশারদ হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মিত্রসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম দীর্ঘ পর্যটন সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(খ) দুতিয় দীঘচারিক সুত্তং– দ্বিতীয় দীর্ঘ পর্যটন সূত্র

২২২.১। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘপর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুন্যামীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। অনধিগত বিষয় অধিগত হয় না, অধিগত বিষয় হ্রাস পায়, অধিগত বিষয়ে বিশারদ হয় না, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মিত্রহীন হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘপর্যটন ও উদ্দেশ্যবিহীন পরিভ্রমণে রত অনুন্যামীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। অনধিগত বিষয় অধিগত হয়, অধিগত বিষয় হ্রাস পায় না, অধিগত বিষয়ে বিশারদ হয়, ব্যাধি ও রোগাতঙ্ক প্রাপ্ত হয় না এবং মিত্রসম্পন্ন হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিভ্রমণের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

২য় দীর্ঘ পর্যটন সূত্র সমাপ্ত

(গ) অতিনিবাস সুত্তং– দীর্ঘ অবস্থান সূত্র

২২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। বহু পণ্যদ্রব্য এবং দ্রব্যাদির স্তূপ হয়; বহু ভৈষজ্য এবং ভৈষজ্যাদির স্তূপ হয়; বহুকৃত্য, বহুকরণীয় এবং তাতে সংলগ্ন হয়; গৃহী ও প্রব্রজিতদের এবং অনুপযোগী গৃহীদের সাথেও সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে; এবং সে সেই স্থান হতে প্রস্থানের সময় আকুল আকাঙ্ক্ষী হয়ে প্রস্থান করে। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল অবস্থানের এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্যপূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। বহু পণ্যদ্রব্য এবং পণ্য দ্রব্যাদির স্তূপ হয় না; বহু ভৈষজ্য এবং ভৈষজ্যাদির স্তূপ হয় না; বহুকৃত্য, বহুকরণীয় এবং তাতে সংলগ্ন হয় না; গৃহী ও প্রব্রজিতদের এবং অনুপযোগী গৃহীদের সাথে সংসর্গিত হয়ে অবস্থান করে না; এবং সে সেই আবাস হতে প্রস্থানের সময় আকুল আকাঙ্ক্ষী না হয়ে প্রস্থান করে। ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্যপূর্ণ অবস্থানের এই পাঁচটি আনিশংস আছে।"

দীর্ঘ অবস্থান সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) মচ্ছরী সুত্তং– মৎসরী (ঈর্ষাকারী) সূত্র

২২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। সে অন্যের আবাস মৎসরী হয়, কুল মৎসরী হয়, লাভ মৎসরী হয়, বর্ণ (যশ) মৎসরী হয় এবং ধর্ম মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) এই পাঁচটি আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্য পূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) পাঁচটি আদীনব আছে।

৪। সে অন্যের আবাস মৎসরী হয় না, কুল মৎসরী হয় না, লাভ মৎসরী হয় না, বর্ণ মৎসরী হয় না এবং ধর্ম মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ! উদ্দেশ্য পূর্ণ দীর্ঘকাল অবস্থানের (কোনস্থানে) এই পাঁচটি আদীনব আছে।

মৎসরী সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) পঠম কুলূপক সুত্তং– প্রথম কুলগামী সূত্র

২২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! কুলে গমনকারীর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। বিনা আমন্ত্রণে গমন হেতু সে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, নির্জনে উপবেশন পূর্বক অপরাধ প্রাপ্ত হয়, প্রতিচ্ছন্ন আসনে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, (একাকী) মহিলাকে পাঁচ বা ছয় বাক্য হতে অধিক ধর্মদেশনাকালে অপরাধ প্রাপ্ত হয়, সে কামসংকল্প বহুল হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! কুলে গমনকারীর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

১ম কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

(চ) দুতিয় কুলূপক সুত্তং– দ্বিতীয় কুলগামী সূত্র

২২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘক্ষণ কুলে সংসর্গিত হয়ে অবস্থানকারী কুলে গমনকারী ভিক্ষুর পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। সে স্ত্রীলোকদের সর্বদা দর্শন করে, দর্শনের দরুণ সংসর্গ হয়, সংসর্গ হেতু বিশ্বাস, বিশ্বাস হেতু প্রেমাসক্ত হয়। প্রেমাসক্ত চিত্তের ইহাই প্রত্যাশিত যে– 'অনভিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য আচরণ করবে, অন্যতর সংক্লিষ্ট অপরাধ প্রাপ্ত হবে এবং শিক্ষা প্রত্যাখান পূর্বক হীন জীবনে (গার্হস্থ্য) প্রত্যাবর্তন করবে। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘক্ষণ কুলে সংসর্গিত হয়ে অবস্থানকারী কুলে গমনকারী ভিক্ষুর এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

২য় কুলগামী সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) ভোগ সুত্তং– ভোগ্যসম্পদ সূত্র

২২৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! ভোগ্য সম্পদে পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা -

২। ভোগ্য সম্পদ আগুনে বিনষ্ট হয়, জলে বিনষ্ট হয়, রাজাগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়, চোরদের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং অপ্রিয় দায়াদদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ! ভোগ্য সম্পদে এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! ভোগ্য সম্পদে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। সে ভোগ্য সম্পদ হেতু নিজেকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; মাতা-পিতাকে সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; স্ত্রী-পুত্র, দাস, শ্রমিক, পুরুষদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; মিত্র সহচরদের সুখী করে, আনন্দিত করে এবং সম্যকরূপে সুখকে ধারণ করে; সে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের পথ প্রদর্শক, সুখফল দায়ক, স্বর্গসংবর্তনকারী শ্রামণ-ব্রাহ্মণদেরকে দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠাপিত করে। ভিক্ষুগণ! ভোগ্য সম্পদে এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

ভোগ্য সম্পদ সূত্র সমাপ্ত

(জ) উস্সূরভত্ত সুত্তং– মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র

২২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! মধ্যাহ্নের পর ভোজনকারী কুলে পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। তাদের যে সকল অতিথি আমন্ত্রিত তারা যথাসময়ে অতিথি সেবা পায় না; তাদের যে সকল আহুতি গ্রাহক দেবতা আছেন তারা যথাসময়ে পূজা লাভ করে না; যে সকল শ্রামণ-ব্রাহ্মণগণ একাহারী, রাত্রির ভোজনে বিরত এবং বিকাল ভোজনে বিরত তারা যথা সময়ে পূজিত হয় না; দাস-শ্রমিক পুরুষেরা অনিচ্ছুক হয়ে কর্মাদি করে; এতদ্ভিন্ন অসময়ে ভুক্ত খাদ্য ততক্ষণে অপুষ্টিকর হয়। ভিক্ষুগণ! মধ্যাহ্নের পর ভোজনকারী কুলে এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! যথাসময়ে আহারকারী কুলে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। তাদের যে সকল অতিথি আমন্ত্রিত তারা যথাসময়ে অতিথি সেবা পায়; তাদের যে সকল আহুতি গ্রাহক দেবতা আছেন তারা যথাসময়ে পূজা লাভ করে; যে সকল শ্রামণ ব্রাহ্মণগণ একাহারী, রাত্রির ভোজনে বিরত এবং বিকাল ভোজনে বিরত তারা যথা সময়ে পূজিত হয়; দাস-শ্রমিক পুরুষেরা স্পৃহাপূর্ণ হয়ে কর্মাদি করে; এতদ্ভিন্ন যথাসময়ে ভুক্ত খাদ্য ততক্ষণে পুষ্টিকর হয়। ভিক্ষুগণ! যথাসময়ে আহারকারী কুলে পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

মধ্যাহ্নের পর ভোজন সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) প্রথম কণ্হসপ্প সুত্তং– ১ম কৃষ্ণসাপ সূত্র

২২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! কৃষ্ণ সাপে পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চ কি কি? যথা–

২. ইহা অশুচি, দুর্গন্ধ, ভীরু, ভয়ানক এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! কৃষ্ণসাপে এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

৩। ইহা অশুচি, দুর্গন্ধ, ভীরু, ভয়ানক এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে।"

১ম কৃষ্ণসাপ সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) দুতিয় কণ্হসপ্প সুত্তং– ২য় কৃষ্ণসাপ সূত্র

২৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ! কৃষ্ণ সাপে পঞ্চবিধ আদীনব আছে। পঞ্চ কি কি? যথা–

২. ইহা ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক বিষাক্ত, দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্ন এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! কৃষ্ণ সাপে এই পঞ্চবিধ আদীনব আছে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৩। ইহা ক্রোধী, দোষান্বেষণকারী, ভয়ানক বিষাক্ত, দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্ন এবং মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিপূর্ণ হয়। তথায়, ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের ভয়ানক বিষাক্ততা হচ্ছে– স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র রাগসম্পন্ন। তথায়, ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাসম্পন্নতা হচ্ছে– স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিশুণ বাক্য (বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য) পূর্ণ। তথায়, ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের মিত্রের প্রতি দুরভিসন্ধিতা হচ্ছে– স্ত্রীলোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিচারিণী। ভিক্ষুগণ! স্ত্রীলোকের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

২য় কৃষ্ণসাপ সূত্র সমাপ্ত
দীর্ঘ পর্যটন বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

দুই দীর্ঘ পর্যটন ও দীর্ঘ অবস্থান সূত্র,
মৎসরী, যে কুলগামী ও ভোগসম্পদ হল যুক্ত;
মধ্যাহ্নে ভোজন ও যে কৃষ্ণসাপ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৪) ৪. আবাসিক বর্গ

(ক) আবাসিক সুত্তং– আবাসিক সূত্র

২৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে সদাচারসম্পন্ন ও কর্তব্যসম্পন্ন হয় না; বহুশ্রুত ও শ্রুতধর হয় না; আত্ম সংযমে কঠোর এবং নির্জনে পুলকিত হয় না; কল্যাণভাষী ও কল্যাণ আলোচক হয় না; সে দুষ্প্রাজ্ঞ, মূর্খ এবং নির্বোধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয় না।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে (বিষয়ে) সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে সদাচারসম্পন্ন ও কর্তব্যসম্পন্ন হয়; বহুশ্রুত ও শ্রুতধর হয়; আত্ম সংযমে কঠোর এবং নির্জনে পুলকিত হয়; কল্যাণভাষী ও কল্যাণ আলোচক হয়; সে প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

আবাসিক সূত্র সমাপ্ত

(খ) পিয সুত্তং– প্রিয় সূত্র

২৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিকভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়। সে ইহজীবনে সুখবিহার সরূপ অভিচিত্তাশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছলাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয় এবং সে আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব ও ইহজীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে অধিগত হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু সব্রহ্মচারীদের নিকট প্রিয়, মনোজ্ঞ, এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হয়।"

প্রিয় সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) সোভন সুত্তং– শোভন সূত্র

২৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসে শোভিত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি (দর্শন) দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়। সে কল্যাণভাষী ও আন্তরিক ভাবে আলোচনা করে। বাচনিক শিষ্টতায়, স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার কণ্ঠে এবং অর্থের উপস্থাপনায় সে সমন্নাগত হয়; তার নিকট উপস্থিত জনতাদের ধর্মকথার দ্বারা বর্ণনা করতে, হৃদয়ঙ্গম করাতে, প্ররোচিত করতে, এবং পুলকিত করতে সক্ষম হয়; সে ইহ জীবনেই সুখবিহার সরূপ অভিচিত্তশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসে শোভিত হয়।"

শোভন সূত্র সমাপ্ত

(ঘ) বহুপকার সুত্তং– বহুপকার সূত্র

২৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার করে। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে শীলবান হয়, প্রাতিমোক্ষ সংবরে সংযত, আচার-গোচরসম্পন্ন অনুমাত্র নিন্দনীয় আচরণেও ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করে, এবং শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ করে চরিত্র গঠন করে। সে বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়– যে সকল ধর্ম আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, পর্যবসানেও কল্যাণ, সার্থক, সব্যঞ্জক; যা কেবল পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করে, সেরূপ বহু ধর্মোপদেশ তার শ্রুত, ধৃত, বাক্য দ্বারা পরিচিত (কণ্ঠস্থ), মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ কৃত ও দৃষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিবিদ্ধ হয়; দালানের জন্য এবং ধ্বংস প্রাপ্ত অংশ মেরামত করে; পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষু সংঘ আগমন করলে সে গৃহীদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানায় যে– 'দেখুন, পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষু সংঘ আগমন করেছে, আপনারা পুণ্য করুন, পুণ্য করার এখনই সময়'; সে ইহজীবনেই সুখ বিহার সরূপ অভিচিত্তশ্রিত চতুর্বিধ ধ্যানের যথেচ্ছালাভী, অনায়াসলাভী, অক্লেশলাভী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু আবাসের বহু উপকার করে।"

বহুপকার সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) অনুকম্প সুত্তং– অনুকম্পা সূত্র

২৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু গৃহীদেরকে অনুকম্পা করে। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে শ্রেষ্ঠ শীল গ্রহণ করায়; ধর্ম দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করায়; অসুস্থের নিকট উপস্থিত হয়ে স্মৃতি উৎপাদন করায়, বলে– 'মহাশয়গণ! অরহত্বগত স্মৃতি উপস্থাপিত করুন'; পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষু সংঘ আগমন করলে সে গৃহীদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানায় যে– 'দেখুন, পুরোগামী বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষু-মহাভিক্ষু সংঘ আগমন করেছে। আপনারা পুণ্য করুন, পুণ্য করার এখনই সময়। তাকে নিকৃষ্ট বা প্রণীত যে কোন খাদ্য দিলে সে নিজে তা পরিভোগ করে, শ্রদ্ধাদত্ত আহার নষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু গৃহীকে অনুকম্পা করে।"

অনুকম্পা সূত্র সমাপ্ত

(চ) পঠম অবগ্নারহ সুত্তং– প্রথম অপরাধের শাস্তি সূত্র

২৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে; অপ্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে; প্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি?

৪। সে জ্ঞাত হয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেই অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; অপ্রসাদনীয় স্থানে অপ্রসাদ উৎপন্ন করে; প্রসাদনীয় স্থানে প্রসাদ উৎপন্ন করে এবং শ্রদ্ধাদত্ত দান বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

১ম অপরাধের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ) দুতিয অবন্নারহ সুত্তং– দ্বিতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র

২৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে; আবাস মৎসরী ও আবাস গৃধ্নী (লোলুপী); কুল মৎসরী ও কুল গৃধ্নী (লোলুপী) হয়; সে শ্রদ্ধাদান বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে জ্ঞাত হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে; প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে; আবাস মৎসরী ও আবাস গৃধ্নী (লোলুপী) হয় না, কুল মৎসরী ও কুল গৃধ্নী হয় না; সে শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২য় অপবাদের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

(জ) ততিয অবন্নারহ সুত্তং– তৃতীয় অপবাদের শাস্তি সূত্র

২৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে জ্ঞাত না হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা না করে অপ্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের নিন্দা করে, আবাস মৎসরী হয়, কুল মৎসরী হয়, এবং লাভ মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে জ্ঞাত হয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে অপ্রশংসনীয়ের অপ্রশংসা করে, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা করে, আবাস মৎসরী হয় না, কুল মৎসরী হয় না এবং লাভ মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

৩য় অপবাদের শাস্তি সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঝ) পঠম মচ্ছরিয় সুত্তং– প্রথম মাৎসর্য সূত্র

২৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২. সে আবাস মৎসরী হয়, কুল মৎসরী হয়, যশ মৎসরী হয় এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে আবাস মৎসরী হয় না, কুল মৎসরী হয় না, লাভ মৎসরী হয় না, যশ মৎসরী হয় না এবং শ্রদ্ধাদত্ত বিনষ্ট করে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

১ম মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) দুতিয় মচ্ছরিয় সুত্তং– দ্বিতীয় মাৎসর্য সূত্র

২৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২. সে আবাস মৎসরী হয়, কুল মৎসরী হয়, লাভ মৎসরী হয়, যশ মৎসরী হয় এবং ধর্ম মৎসরী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে আবাস মৎসরী হয় না, কুল মৎসরী হয় না, লাভ মৎসরী হয় না, যশ মৎসরী হয় না এবং ধর্ম মৎসরী হয় না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আবাসিক ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২য় মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

আবাসিক বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং– স্মারক গাথা

আবাসিক ও প্রিয়, শোভন সূত্র হলো উক্ত,
বহুপকার ও অনুকম্পা সূত্র হয় বিবৃত;
অপরাধের শাস্তি ত্রয় ও দ্বি মাৎসর্যে বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৫) ৫. দুশ্চরিত্র বর্গ

(ক) পঠম দুচ্চরিত সুত্তং— প্রথম দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ! দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(খ) পঠম কাযদুচ্চরিত সুত্তং— প্রথম কায় দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! কায় দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! কায় দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কায় সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! কায় সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম কায় দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গ) পঞ্চম বর্গ দুশ্চরিত সুত্তং- প্রথম বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! বাক্য দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! বাক্য দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! বাক্য সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! বাক্য সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(গ) পঞ্চম বর্গ দুশ্চরিত সুত্তং- প্রথম মন দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! মন দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! মন দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! মন সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অমোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় এবং কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! মন সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে।"

১ম মন দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) দুতিয দুচ্চরিত সুত্তং– দ্বিতীয় দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে পাঁচ কি কি? যথা–

২ সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩ হে ভিক্ষুগণ! সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে "

২য় দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(৮) দুতিয কাযদুচ্চরিত সুত্তং– দ্বিতীয় কায় দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৬.১। । "হে ভিক্ষুগণ! কায় দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে পাঁচ কি কি? যথা–

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্ষুগণ! কায় দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কায় সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! কায় সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে "

২য় কায় দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(ছ) দুতিয বচীদুচ্চরিত সুত্তং– দ্বিতীয় বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! বাক্য দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২ সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্ষুগণ! বাক্য দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! বাক্য সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! বাক্য সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

২য় বাক্য দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(ঝ) দুতিয মনোদুচ্চরিত্র সুত্তং— দ্বিতীয় মনদুশ্চরিত্র সূত্র

২৪৮.১ "হে ভিক্ষুগণ! মন দুশ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

২। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে, তার পাপ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, সে সদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং অসদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! মন দুশ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। হে ভিক্ষুগণ! মন সচ্চরিত্রের পাঁচ প্রকার আনিশংস আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করে না, বিজ্ঞাত বিজ্ঞগণ তাকে ভর্ৎসনা করে না, তার কল্যাণ কীর্তিশব্দ প্রচার হয়, অসদ্ধর্ম হতে প্রস্থান করে এবং সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুগণ! মন সচ্চরিত্রের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

২য় মন দুশ্চরিত্র সূত্র সমাপ্ত

(ঞ) সিবথিক সুত্তং— সিবথিকা[১] শ্মশান সূত্র

২৪৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! সিবথিকা শ্মশানের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

২। অশুচি, দুর্গন্ধ, ভয়ানক, ক্রূর অমনুষ্যদের আবাস এবং বহুজনের ক্রন্দনের স্থান। ভিক্ষুগণ! সিবথিকা শ্মশানের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।

৩। ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ! সিবথিকা শ্মশান সদৃশ পুদ্গলের পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা—

৪। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! কোন কোন পুদ্গল (ব্যক্তি) অশুচি কায়-বাক্য-মন কর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার অশুচিতা। যেমন, ভিক্ষুগণ! সেই সিবথিকা শ্মশান অশুচি; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

১. মৃতদেহ পচে যাওয়ার কিংবা ক্ষয় পাওয়ার জন্য যেখানে ফেলে দেয়া হয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই অশুচি কায়-বাক্‌ ও মন কর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনের পাপ কীর্তি শব্দ প্রচার হয়। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার দুর্গন্ধতা। যেমন, ভিক্ষুগণ! সেই সিবথিকা শ্মশান দুর্গন্ধময়; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সেই অশুচি কায়-বাক্‌-মন কর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনকে সদাচারী সব্রহ্মচারীরা দূর থেকে এড়িয়ে চলে। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার ভয়ানকতা। যেমন, ভিক্ষুগণ! সেই সিবথিকা শ্মশান ভয়ানক; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সে অশুচি কায়-বাক্‌-মন কর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে সাধারণ ব্যক্তিদের সাথে বসবাস করে। আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার মূর্খবৎ বাস করা। যেমন, ভিক্ষুগণ! সেই সিবথিকা শ্মশান মূর্খ-অমনুষ্যদের আবাস; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশই এই পুদ্গল।

সেই অশুচি কায়-বাক্‌-মন কর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ জনকে সদাচারী সব্রহ্মচারীরা দেখে নিরানন্দ প্রাপ্ত হওতঃ বলে– 'অহো! সত্যিই আমাদের দুঃখ যে আমরা এরূপ ব্যক্তিদের সাথে সহবস্থান করছি।' আমি বলি, ইহা হচ্ছে তার দরুণ সৃষ্ট ক্রন্দন। যেমন, ভিক্ষুগণ! সেই সিবথিকা শ্মশান বহুজনের ক্রন্দনের স্থান; আমি বলছি, সেই উপমা সদৃশ এই পুদ্গল। ভিক্ষুগণ! সিবথিকা শ্মশান সদৃশ পুদ্গলের এই পাঁচ প্রকার আদীনব আছে।"

সিবথিকা শ্মশান সূত্র সমাপ্ত

(৩) পুদ্গলপ্রসাদ সুত্তং– পুদ্গল প্রসাদ সূত্র

২৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পুদ্গলের প্রতি প্রসাদ বা প্রসন্নতার পাঁচ প্রকার আদীনব আছে। পাঁচ কি কি? যথা–

২। ভিক্ষুগণ! যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি যদি সেরূপ কোন আপত্তি প্রাপ্ত হয় যেরূপ আপত্তির দরুণ সংঘ তাকে বহিষ্কার করে, তখন তার এরূপ চিত্তোদয় হয়– 'যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; সে সংঘ কর্তৃক বহিষ্কৃত।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলন হেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসন্নতার প্রথম আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি যদি সেরূপ কোন আপত্তি প্রাপ্ত হয় যেরূপ আপত্তির দরুণ সংঘ তাকে অন্তে উপবেশন করায়, তখন তার এরূপ চিত্তোদয় হয়– 'যে ব্যক্তি আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট প্রিয় ও মনোজ্ঞ; সে সংঘ কর্তৃক বহিষ্কৃত।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলন হেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসন্নতার ২য় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি অন্যত্র দিকে গমন করলে তার এরূপ চিন্তোদয় হয়— 'যে ব্যক্তি আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে অন্যত্র দিকে গমন করেছে।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলন হেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসন্নতার ৩য় আদীনব।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি বিভ্রান্ত হলে তার এরূপ চিন্তোদয় হয়— 'যে ব্যক্তি আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে বিভ্রান্ত হয়েছে।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলন হেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসন্নতার ৪র্থ আদীনব

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়; সেই অপর ব্যক্তি কালগত হলে তার এরূপ চিন্তোদয় হয়— 'যে ব্যক্তি আমার প্রিয়, মনোজ্ঞ; সে কালগত হয়েছে।' তাই সে ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসাদবহুল হয়ে সে অন্য ভিক্ষুদের সাথে মিলিত হয় না। অন্য ভিক্ষুদের সাথে অমিলন হেতু সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না। সদ্ধর্ম শ্রবণ না করে সদ্ধর্ম হতে অধঃপতিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহা হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসন্নতার ৫ম আদীনব। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার হচ্ছে পুদ্গলের প্রতি প্রসাদের আদীনব।

পুদ্গল প্রসাদ সূত্র সমাপ্ত

দুশ্চরিত্র বর্গ সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং— স্মারক গাথা

যে দুশ্চরিত্র ও যে কায় দুশ্চরিত্র হল উক্ত,
বাক্য, মন দুশ্চরিত্র যে গুণে চারি হল বিবৃত;
সিবথিকা, পুদ্গল প্রসাদ নিয়ে বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৬) ৬. উপসম্পদা বর্গ

(ক) উপসম্পাদেতব্ব সুত্তং— উপসম্পাদাতব্য সূত্র

২৫১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা উপসম্পদা দেয়া উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীল স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা উপসম্পদা দেয়া উচিত।"

উপসম্পাদাতব্য সূত্র সমাপ্ত

(খ) নিস্সয সুত্তং— নিশ্রয় সূত্র

২৫২.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা নিশ্রয় দেয়া উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীল স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা নিশ্রয় দেয়া উচিত।"

নিশ্রয় সূত্র সমাপ্ত

(গ) সামণের সুত্তং— শ্রামণের সূত্র

২৫৩.১। " হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা শ্রামণের সংগ্রহ করা উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু অশৈক্ষ্য শীল স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য সমাধি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, অশৈক্ষ্য বিমুক্তি স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং অশৈক্ষ্য বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন স্কন্ধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা শ্রামণের সংগ্রহ করা উচিত।"

শ্রামণের সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ঘ) পঞ্চমচ্ছেরিয় সুত্তং- পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র

২৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার মাৎসর্য আছে। পাঁচ কি কি? যথা-

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ মাৎসর্যের মধ্যে ইহাই অত্যাধিক নিন্দার্হ, যথা- ধর্ম মাৎসর্য।"

পঞ্চ মাৎসর্য সূত্র সমাপ্ত

(ঙ) মচ্ছরিযপ্পহান সুত্তং- মাৎসর্যের প্রহান সূত্র

২৫৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়। পঞ্চ কি কি? যথা

২। আবাস মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; কুল মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; লাভ মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; যশ মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়; ধর্ম মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ মাৎসর্য প্রহানের জন্য, সমুচ্ছেদের জন্য ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়।"

মাৎসর্য প্রহান সূত্র সমাপ্ত

(চ) পঠম ঝান সুত্তং- প্রথম ধ্যান সূত্র

২৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা-

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! কোন কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা-

৪। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! কোন কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ।"

১ম ধ্যান সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ছ-ভ) দুতিয ঝান সুত্তাদি সত্তকং– ২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক

২৫৭-২৬৩.১ "হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! কোন কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং ধর্ম মাৎসর্য। ভিক্ষুগণ! কোন কেউ এই পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ।"

২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক সমাপ্ত

(চ) অপর পঠম ঝান সুত্তং– অপর ১ম ধ্যান সূত্র

২৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোন কেউ ত্যাগ না করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোন কেউ ত্যাগ করে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করতে সমর্থ।"

অপর ১ম ধ্যান সূত্র সমাপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(ত-ফ) অপর দুতিয় ঝান সুত্তাদি সত্তক—অপর ২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক২৬৪

২৬৫-২৭১.১ "হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে অসমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোন কেউ ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করে অবস্থান করতে অসমর্থ।

৩। হে ভিক্ষুগণ! কোন কেউ পঞ্চবিধ ধর্ম ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। আবাস মাৎসর্য, কুল মাৎসর্য, লাভ মাৎসর্য, যশ মাৎসর্য এবং অকৃতজ্ঞতা তথা উপকার বিস্মরণতা। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্ম কোন কেউ ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি অবস্থান করতে সমর্থ।"

অপর ২য় ধ্যান সূত্রাদি সপ্তক সমাপ্ত

উপসম্পদা বর্গ সমাপ্ত

১. সম্মুতি পেয্যালং— সম্মতি ইত্যাদি

(ক) ভত্তুদ্দেসক সুত্তং— ভোজন উদ্দেশক সূত্র

২৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক অনুমোদনযোগ্য।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা।

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভোজন উদ্দেশক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশিত বা অনির্দেশিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভোজন উদ্দেশক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

ভোজন উদ্দেশক সূত্র সমাপ্ত

(ঘ-ট) সেনাসন পঞ্ঞাপক সুত্তাদিতেরসকং— শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক

২৭৩.১ "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে গমন করে; দোষবশতঃ গমন করে; মোহবশতঃ গমন করে; ভয় বশতঃ গমন করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে, ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং প্রজ্ঞাপ্ত-অপ্রজ্ঞাপ্ত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে ছন্দগতিতে গমন করে; দোষবশতঃ গমন করে; মোহ-বশতঃ গমন করে; ভয় বশতঃ গমন করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে, ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে, মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শয্যাসন প্রজ্ঞাপক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং এবং রক্ষিত-অরক্ষিত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ভাণ্ডাগারিক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং রক্ষিত-অরক্ষিত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভাণ্ডাগারিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর প্রতিগ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর প্রতিগ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন জানে না। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বন্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত চীবর বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ চীবর বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বন্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত যাগু বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিজে ক্ষত, অহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ যাগু বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে গমন করে, সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বন্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃবিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত ফল বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮০.১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে গমন করে; সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বন্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত মিঠাই বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ মিঠাই বন্টনকারী নিক্ষিপ্তরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে গমন করে; সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী অনুমোদন যোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ফল বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বন্টনকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত অল্পমাত্র বন্টনকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং বন্টন-অবন্টন বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ অল্পমাত্র বন্টনকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত বস্ত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ বস্ত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য নয়

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা -

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত পাত্র গ্রাহক নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা–

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা–

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং গৃহীত অগৃহীত বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং গৃহীত-অগৃহীত বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ পাত্র গ্রাহক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ। পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা--

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত আরাম পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা--

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা--

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা--

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা--

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা--

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আরাম পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

২৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়। পঞ্চ কি কি? যথা।

২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য নয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী অনুমোদনযোগ্য।"

৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার অযোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য নয়।

৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ স্বীকৃত শ্রামণের পরিচালনাকারী নিযুক্ত করার যোগ্য।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী মূর্খরূপে জ্ঞাতব্য।

১১। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য। পঞ্চ কি কি? যথা—

১২। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী পণ্ডিতরূপে জ্ঞাতব্য।"

১৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৪। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত হয়ে প্রবৃত্ত হয়।

১৫। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৬। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিজে ক্ষত, আহত না হয়ে প্রবৃত্ত হয়।"

১৭। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিক্ষিপ্তরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১৮। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে; ভয়বশতঃ বিপথে করে এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে না। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিক্ষিপ্তরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৯। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২০। সে ছন্দগতিতে বা আবেগবশতঃ বিপথে গমন করে না; দোষবশতঃ বিপথে গমন করে না; মোহবশতঃ বিপথে গমন করে না; ভয়বশতঃ বিপথে গমন করে না এবং নির্দেশ-অনির্দেশ বিষয় জানে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ শ্রামণের পরিচালনাকারী নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

শয্যাসন প্রজ্ঞাপক সূত্রাদি ত্রয়োদশক সমাপ্ত

সম্মতি ইত্যাদি সমাপ্ত

১. সিক্‌খাপদ পেয়্যালং— শিক্ষাপদ ইত্যাদি

(ক) ভিক্‌খু সুত্তং— ভিক্ষু সূত্র

২৮৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে প্রাণী হত্যাকারী হয়, অদত্ত গ্রহণ করে, অব্রহ্মচারী হয়, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয় মদ্যপায়ী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে প্রাণী হত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্য হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষু নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

ভিক্ষু সূত্র সমাপ্ত

(খ—ছ) ভিক্‌খুনী সুত্তাদি ছক্কং— ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক

২৮৭-২৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে প্রাণী হত্যা করে, অদত্ত গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্য আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা মৈরেয়-মদ্যপান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধা ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্যা হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ ভিক্ষুণী, শিক্ষামনা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, উপাসক এবং উপাসিকা নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

ভিক্ষুণী সূত্রাদি ষষ্ঠক সমাপ্ত

(জ) আজীবক সুত্তং- আজীবক[১] সূত্র

২৯৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক[২] নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

২। সে প্রাণী হত্যা করে, অদত্ত গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্যা আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

৪। সে প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্যা হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আজীবক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

আজীবক সূত্র সমাপ্ত

(ঝ-থ) নিগণ্ঠ সুত্তাদি নবকং- নির্গ্রন্থ সূত্রাদি নবক

২৯৪-৩০২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নির্গ্রন্থ[৩], মুণ্ড শ্রাবক[৪], জটিল[৫], পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক[৬], ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক[৬] নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা—

১। উলঙ্গ সন্ন্যাসী
২। পূর্বভাগ আবৃত সন্ন্যাসী।
৩। অর্থকথায়- নিগণ্ঠ সাবকো।
৪। অর্থকথায়- তাপস
৫। তীর্থিয়
৬। দেবধর্ম পালনকারী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। যে প্রাণী হত্যা করে, অদত্ত গ্রহণ করে, অব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্যপান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নির্গ্রন্থ, মুণ্ড শ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নির্গ্রন্থ, মুণ্ড শ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়। পঞ্চ কি কি? যথা:–

৪। প্রাণী হত্যা হতে প্রতিবিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়, অব্রহ্মচর্য হতে বিরত হয়, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয় এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ নির্গ্রন্থ, মুণ্ড শ্রাবক, জটিল, পরিব্রাজক, মাগণ্ডিক, ত্রি-দণ্ডধারী, অনাবরোধ সম্প্রদায়ের শিষ্য, গৌতমক (গৌতম সম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী) এবং দেবধার্মিক নিশ্চিতরূপে স্বর্গে নিক্ষিপ্ত হয়।"

নির্গ্রন্থ সূত্রাদি নবক সমাপ্ত

শিক্ষাপদ ইত্যাদি সমাপ্ত

৩. রাগপেয্যাল - রাগ ইত্যাদি

৩০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। অশুভ সংজ্ঞা, মরণ সংজ্ঞা, আদীনব সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।

৩০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা–

২। অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্ম সংজ্ঞা, মরণ সংজ্ঞা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা এবং সর্বলোকে অনভিরতি সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। অনিত্য সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহান সংজ্ঞা ও বিরাগ সংজ্ঞা। ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা-

২. শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত। যথা-

২। শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

৩০৮-১১৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ! রাগের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য, পরিক্ষয়ের জন্য, ..., প্রহানের জন্য ....., ক্ষয়ের জন্য ....., ব্যয়ের জন্য ....., বিরাগের জন্য ....., নিরোধের জন্য ....., ত্যাগের জন্য .... বিসর্জনের জন্য পঞ্চবিধ ধর্ম ভাবনা করা উচিত

দোষের ....., মোহের ....., ক্রোধ, বিদ্বেষ, ম্রক্ষ, হিংসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য, প্রবঞ্চনা, শঠতা, একগুয়েমিতা, ঘৃণা, মান, অতিমান, অহংকার, প্রমাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ....., পরিক্ষয়, প্রহান, ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জনের জন্য পঞ্চবিধ বিষয় ভাবনা করা উচিত। পঞ্চ কি কি? যথা-

২। শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ বিষয় ভাবনা করা উচিত।"

রাগ ইত্যাদি সমাপ্ত

তস্সুদ্দানং— স্মারক গাথা

অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞা, পরিক্ষয়, প্রহাণ,
ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ, নিরোধ,
ত্যাগ ও প্রতিনিসর্গ এই দশ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তত্রিদং বগ্গুদ্দানং

শৈক্ষ্যবল, বল, পঞ্চাঙ্গিক, আর সুমন বর্গ,
মুণ্ডরাজ, নীবরণ, সংজ্ঞা ও যোদ্ধা হল বিবৃত;
থের, ককুধ, সুখ বিহার অন্ধক বিন্দ,
গ্লান, রাজ, ত্রিকন্টকী মিলে পঞ্চদশ সমাপ্ত।
সদ্ধর্ম, আঘাত, উপাসক ও অরণ্য, ব্রাহ্মণ,
কিম্বিল, আক্রোশক, দীর্ঘচারীর তেইশে মিলন;
আবাসিক, দুশ্চরিত্র, উপসম্পদা মিলে ২৬ বর্গ,
২ পেয়্যাল সহ পঞ্চম নিপাত হলো সমাপ্ত।।

(অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চম নিপাত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত)

******

****

****

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নামবাচক বিশেষ্যের শব্দ-সূচি

নাম ও শব্দ-সূচি	পৃষ্ঠা নং
অঙ্গীরস -	২১৬, ২২০
অনাথপিণ্ডিক -	১, ২৮, ৪১, ৪৭, ৫৫, ৬৯, ৭২, ১৯৩
অন্ধকবিন্দ -	১৩৭, ১৩৮, ১৪১
অট্টক -	২১৬, ২২০
আনন্দ -	১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ২০৩, ২০৬, ২১৮, ২১৯
ইচ্ছানঙ্গল -	২৬, ২৭
উগ্গহ -	৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১
উদায়ী -	১৭৬, ১৭৭, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫
কলন্দক নিবাপ -	৩০
কশ্যপ -	২১৬, ২২০
কাশ্যপ বুদ্ধ -	২০৩, ২০৪, ২০৫
কারণপালী -	২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৪
কাশী -	৪৬
কুক্কুট আরাম -	৬১, ৬২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাম ও শব্দ-সূচি	পৃষ্ঠা নং
কূটাগার শালা -	৩৪, ১৬৩, ২২৬, ২২৮
কোশল রাজ্য -	৫৫
কৌশাম্বি -	১৩২
গবেষী -	২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬
ঘোষিতারাম -	১৩২
চুন্দ -	৩১
চুন্দী -	৩০, ৩১, ৩২, ৪১
জাতিয়াবন -	৩২
জেতবন -	১, ৪৭, ৬৯, ১৯৩
ত্রিকন্টকী বন	১৬৪
দুর্গতি -	৩, ১৭, ২৫, ৩১, ৮৯, ১৪৬, ১৮০, ২০১, ২০২, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৫৫, ২৫৬
দ্রোণ -	২১৫, ২১৬, ২২১, ২৩৪
নাগিত -	২৬, ২৭, ২৮
নারদ -	৬১, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৮
পাটলিপুত্র -	৬১, ৬২

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাম ও শব্দ-সূচি	পৃষ্ঠা নং
পিঙ্গিয়ানী -	২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩৪
প্রসেনজিৎ -	৫৫, ৫৬
বামক -	২১৬, ২২০
বামদেব -	২১৬, ২২০
বাসেট্ঠ -	২১৬, ২২০
বেলুবন -	৩০
বেশ্যামিত্র -	২১৬, ২২০
বৈশালী	৩৪, ১৬৩, ২২৮
ভগবান	১, ২, ১০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৪১, ৪৫, ৫৫, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৮০, ৮১, ৯৩, ৯৪, ১০১, ১২৫
ভদ্দজি -	১৯১, ১৯২
ভদ্রিয়া -	৩২
ভরদ্বাজ -	২১৬, ২২০
ভৃগু -	২১৬, ২২০
মহাবন -	৩৪, ১৬৩, ২২৬, ২২৮
মহা শালবন -	২০৩
মুণ্ডরাজা -	৬১, ৬২, ৬৩, ৬৭,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাম ও শব্দ-সূচি	পৃষ্ঠা নং
মৌদগল্যায়ন -	১২৫, ১২৭
যামদগ্নি-	২১৬, ২২০
রাজগৃহ -	৩০
লিচ্ছবী -	৩৪, ৮০, ৮১, ৮৩, ১৬৩, ১৬৪, ২২৬, ২২৮, ২২৯
শারীপুত্র -	১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৬, ২০০, ২০১, ২০২
শ্রাবস্তী -	১, ২৮, ৪১, ৪৭, ৫৫, ৬৯, ৭২, ১৯৫
সঙ্গারব ব্রাহ্মণ -	২২১, ২২৬, ২৩৪
সাকেত -	১৬৪
সারন্দদ চৈত্য -	১৫৩
সিংহ সেনাপতি -	৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১
সুগতি -	৩, ১৭, ২৬, ২৯, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৮৩, ৮৯, ১৪৬, ২১৭, ২১৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৬
সুমনা -	২৮, ২৯, ৩০

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

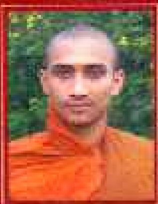

বৌদ্ধ কুলের নতুন উদীয়মান নক্ষত্র ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে অত্র গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে। ভারত-বাংলা উপমহাদেশে পিটকীয় গ্রন্থাবলীর গবেষণা ও অনুবাদ কর্মের মতোন দুরূহ কর্মযজ্ঞে নিবেদিত গণের মধ্যে ইনি বয়সের দিকে হবেন হয়তো সর্ব-কনিষ্ঠতম জন। শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীযুত শ্যামল কান্তি বড়ুয়া এবং রত্নগর্ভা পুণ্যশীলা শ্রীমতী যমুনা রাণী বড়ুয়ার গৃহে তিনি দু'কন্যা ও এক পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ২০শে নভেম্বর, রোজ রবিবারে। মাতা-পিতার অপত্য স্নেহে লালিত মেধাবী প্রজ্ঞাদর্শী ভন্তে মহোদয়ের গৃহী নাম ছিল বোধি জ্যোতি বড়ুয়া। ছোটকাল হতেই বোধি জ্যোতি বড়ুয়া ছিলেন শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপনে যেমন বদ্ধপরিকর, তেমনি বিনয়ী ও সদালাপী। তার জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত পুণ্যভূমি পশ্চিম আঁধার মানিক গ্রামে। পিতৃকুল সম্পর্কে তিনি অখিল ভারতীয় মহাসংঘনায়ক প্রয়াত ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র মহাস্থবির- এর প্রপৌত্র এবং আমার আপন ভাইপো। মাতৃকুলে তিনি ২৫তম সংঘনায়ক জ্ঞানলোক মহাস্থবির- এর নাতি হন।

সময়ের ব্যবধানে হলেও বংশ গৌরবের এহেন মর্যাদাপূর্ণ ধারাবাহিকতার বহিঃ প্রকাশ ঘটলো ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভন্তের মাধ্যমে। মাতা-পিতার সোৎসাহে এবং বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগ হেতু তিনি ২০০৪ইং, ১৩ই জুলাই, রোজ মঙ্গলবার প্রব্রজিত হন। সর্বজন পূজ্য শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ অনোমদর্শী স্থবির মহোদয় হচ্ছেন তার দীক্ষা গুরু। বৈরাগ্য চেতনায় প্রবুদ্ধ ভন্তে প্রজ্ঞাদর্শী বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরণ্যিক পরিবেশে ধ্যান সাধনার পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শাস্ত্র গবেষণায় রত আছেন। গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করার চারটি বছর পর বিগত ৫ই জুলাই, রোজ শনিবার, রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের নতুন ভিক্ষু সীমায় শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের উপাধ্যায়ে তিনি উপসম্পদা লাভ করেন। অধুনা উপসম্পন্ন এই উদ্যমী, প্রতিভাশালী ভন্তের ভিক্ষুত্ব জীবন সর্বাত্মক সার্থক ও সাফল্য বিমণ্ডিত হোক এই শুভ কামনায় গুণমুগ্ধ প্রণাম নিবেদনে শেষ করছি।

ইতি
সহকারী অধ্যাপক
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া,
পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com